Ἰουστῖνος Α′ ὁ μάρτυς (সাক্ষ্যমর সাধু ইউস্তিনুস)

Ἀπολογία ὑπὲρ Χριστιανῶν πρὸς Ἀντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ

(আন্তনিনুস পিউসের সমীপে খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থনে আবেদন-পত্র)

Ἀπολογία ὑπὲρ τῶν Χριστιανῶν πρὸς τὴν Ρωμαίων σύγκλητον

(রোমীয় প্রবীণসভার সমীপে খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থনে আবেদন-পত্র)

গ্রীক পাঠ: A. Wartelle (Paris 1987)। পুস্তকটা on-line না থাকায়, বিকল্প গ্রীক পাঠ্য এ দু'টো লিংকে (১ম পক্ষসমর্থন ২য় পক্ষসমর্থন) পাওয়া যেতে পারে (যা স্থানে স্থানে Wartelle-এর পাঠ্য থেকে অবশ্যই কিছুটা ভিন্ন)।

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2023

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: September 29, 2022

Version 1.0.4 (June 14, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

সাধু ইউস্তিনুস

খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থনে আবেদন-পত্রদ্বয়

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

সাধু ইউস্তিনুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী
লেখক হিসাবে ইউস্তিনুস
ইউস্তিনুসের 'লোগোস' ধারণা
ইউস্তিনুসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

১ম পক্ষসমর্থন

নিবেদন (১—৫ অধ্যায়)
খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ (৬—১২ অধ্যায়)
খ্রিষ্টবিশ্বাসের পক্ষসমর্থন (১৩—১৭ অধ্যায়)
গ্রীক দর্শনবাদ ও খ্রিষ্টবিশ্বাস (১৮—২৩ অধ্যায়)
প্রতিমাপূজা, ভ্রান্তমত ও অশ্লীল ব্যবহার নিন্দা (২৪—২৯ অধ্যায়)
খ্রিষ্ট সংক্রান্ত মশীহমূলক ভাববাণী (৩০—৪২ অধ্যায়)
ঐশবাণী-তত্ত্ব (৪৩—৪৬ অধ্যায়)
ভাবীকাল সংক্রান্ত নানা ভাববাণী (৪৭—৫২ অধ্যায়)
ইহুদী, বিজাতীয় ও ভ্রান্তমতপন্থীরা (৫৩—৫৮ অধ্যায়)
প্লেটোর মতবাদ ও খ্রিষ্টতত্ত্ব (৫৯—৬০ অধ্যায়)
বাপ্তিস্ম (৬১—৬২ অধ্যায়)
ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ও পৌত্তলিক পুরাণ (৬৩—৬৪ অধ্যায়)
খ্রিষ্টীয় উপাসনা ও এউখারিস্তিয়া (৬৫—৬৭ অধ্যায়)
রোম-সম্রাট হাদ্রিয়ানুসের অনুশাসন-পত্র (৬৮ অধ্যায়)

২য় পক্ষসমর্থন

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
গণনা (গণনাপুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
বিলাপ (বিলাপ-গাথা)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
জাখা (জাখারিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাথু ইউস্তিনুসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু ইউস্তিনুস রোম-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ পালায়েস্তিনীয় সিরিয়া প্রদেশের সামারিয়া অঞ্চলের ফ্লাভিয়া-নেয়াপলিস শহরে (আজকালের নাব্লুস-এ) আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজের কথা অনুসারে, তাঁর পরিবার ইহুদী নয়, ছিল বিজাতীয় অর্থাৎ পৌত্তলিক একটা পরিবার, আর সেই অনুসারে তাঁর সামাজিক ও কৃষ্টিগত জগৎ ছিল গ্রীক ঐতিহ্যে চিহ্নিত জগৎ।

'ত্রিফোনের সঙ্গে সংলাপ' নামক তাঁর নিজের একটা লেখায় তিনি এমনটা বলেন যে, তাঁর যৌবনকালীন শিক্ষা ঐশতাত্ত্বিক বা দার্শনিক ধরনের কোন ধারণা যুগিয়ে না দেওয়ায় তাঁকে অসন্তুষ্ট রেখেছিল। তাই, তাঁর নিজের বর্ণনা অনুসারে, তিনি সেকালে প্রচলিত স্তোয়া মতবাদের পন্থী হন, কিন্তু তেমন মতবাদ ঈশ্বর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি সেই মতবাদ ছেড়ে পেরিপাতেতীয় (অর্থাৎ এরিস্টটলের এককালে স্থাপিত 'পেরিপাতোই' অর্থাৎ 'অলিন্দ-বিশিষ্ট' নামক শিক্ষালয়ের ছাত্রদের, ও পরবর্তীকালে এরিস্টটলের মতবাদপন্থীদেরও পেরিপাতেতীয় বলা হত) আর এক দার্শনিকের শিষ্য হন, কিন্তু সেই দার্শনিক অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান করছিলেন বিধায় তিনি তাঁকেও ছেড়ে পিথাগোরাস-পন্থী আর এক দার্শনিকের শিষ্য হন, কিন্তু সেই দার্শনিক সবকিছুর আগে সঙ্গীত-চর্চা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতি বিষয়ক জ্ঞান দাবি করছিলেন বিধায় তিনি প্লেটোপন্থীর আর এক দার্শনিকের শিষ্য হন। কিন্তু তবু তাঁর মন শান্তি পেত না। অবশেষে একদিন দৈবাৎ সমুদ্রতীরে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়; সম্ভবত সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন খ্রিষ্টিয়ান। যাই হোক, সেই একমাত্র সাক্ষাৎকারে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি ইউস্তিনুসকে বুঝিয়ে দেন যে, অধ্যাত্ম, নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যত দর্শনবিদ্যার চেয়ে বাইবেলের শিক্ষাই উচ্চতর ও সত্যাশ্রয়ী।

তেমন কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইউস্তিনুস তাঁর আগেকার ধর্মের ও দর্শনবিদ্যার ধারণাসমূহ প্রত্যাখ্যান করে বাইবেলের ঈশ্বরের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন

বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হন। তিনি বিশেষভাবে এতেই উৎসাহিত হন যখন খ্রিষ্টিয়ানদের পুণ্য জীবনধারণ ও সাক্ষ্যমরদের বীরত্বপূর্ণ আদর্শ লক্ষ করেন।

ফলত তিনি সেকালের দার্শনিকদের প্রচলিত সজ্জা ধারণ করে দেশ জুড়ে খ্রিষ্টধর্মকে প্রকৃত দর্শনবিদ্যা বলে প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েন।

রোম-সম্রাট আন্তনিনুস পিউসের রাজত্বকালে (১৩৮—১৬১) তিনি একসময় রোমে গিয়ে নিজস্ব একটা খ্রিষ্টিয়ান দর্শন-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং সম্রাট মার্কুস আউরেলিউসের রাজত্বকালে ক্রিস্কেন্তস নামক প্রতিদ্বন্দ্বী একজন পৌত্তলিক দার্শনিক দ্বারা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিযুক্ত হওয়ার ফলে তিনি ও তাঁর সঙ্গে তাঁর ছ'জন শিষ্য ও বন্ধুও রোম শহরের পৌরশাসক ইউনিউস রুস্তিকুসের আদেশক্রমে আনুমানিক ১৬৫ সালে শিরোশ্ছেদন-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সাক্ষ্যমরের গৌরবমালা অর্জন করেন।

প্রৈরিতিক পিতৃগণের পরে, তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম পিতৃগণের মধ্যে অন্যতম।

লেখক হিসাবে ইউস্তিনুস

ইউস্তিনুসের নানা লেখার মধ্য থেকে কেবল তিনটেই বর্তমানকালে বেঁচে গেছে, তথা, ত্রিফোনের সঙ্গে সংলাপ, খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থনে প্রথম আবেদন-পত্র ও খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থনে দ্বিতীয় আবেদন-পত্র (যা সাধারণত এবং এপুস্তকের টীকায় সংক্ষিপ্ত ভাবে '১ম ও ২য় পক্ষসমর্থন' বলে পরিচিত)।

ইউস্তিনুস ধর্মতত্ত্ববিদ নয়, একজন দার্শনিক ছিলেন, আর তাঁর এই বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখাত্রয় চিহ্নিত করে। বস্তুতপক্ষে, প্রাচীনকালে তিনি 'দার্শনিক ইউস্তিনুস' বলেই অভিহিত ও পরিচিত ছিলেন।

আনুমানিক ১৫০ সালে রচিত '১ম পক্ষসমর্থন' লেখাটা রোম-সম্রাট আন্তনিনুস পিউসের সমীপে ও রোম শহরের প্রবীণসভার সমীপে উদ্দেশ করা লেখা। এতে প্রথমবারের মত এমন বিষয় উপস্থাপিত যা পরবর্তীকালীন অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ান লেখকেরাও নিজ নিজ লেখায় ব্যবহার করবেন; তথা, তিনি রোম-সাম্রাজ্যের সমস্ত বিচারালয়ে প্রচলিত সেই প্রক্রিয়াকে নিন্দা করেন যা অনুসারে খ্রিষ্টিয়ান হওয়াটাই মৃত্যুদণ্ডের যথেষ্ট কারণ ছিল।

তাছাড়া তিনি রোম-সমাজের অভ্যন্তরীণ ক'টা সমস্যা সম্পর্কেও তর্ক করেন; এক্ষেত্রে তিনি দেখান কেমন করে একদিকে খ্রিষ্টিয়ানেরা নাস্তিকতা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে

দণ্ডিত হয়, অপরদিকে প্রকাশ্যেও নাস্তিকতা সমর্থন করলেও নানা গ্রীক ও রোমীয় দার্শনিকদের আদৌ কোন সমস্যা হয় না।

খ্রিষ্টতত্ত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে ইউস্তিনুস মথি, মার্ক ও লুকের সুসমাচারের যথেষ্ট বচন উল্লেখ করেন; কিন্তু এর চেয়ে তিনি পৌত্তলিকদের মন খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবাণীর সত্যের দিকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে সক্রেটিস ও প্লেটোর মত অসংখ্য নাম করা পৌত্তলিক দার্শনিকদের লেখা এমনকি তাদের পৌরাণিক নানা দৈববাণীর নামও উল্লেখ ক'রে সেগুলোকে সুসমাচারের বা পুরাতন নিয়মের নানা বচনের সঙ্গে তুলনা করেন।

উপরন্তু তিনি প্রথম খ্রিষ্টিয়ান লেখক যিনি স্পষ্টভাবে বলেন, পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর, এমনকি, তাঁর মতে ত্রিত্ব তত্ত্বও প্লেটো দ্বারাই (অর্থাৎ খ্রিষ্টের শিক্ষাবাণীর বেশ ক'টা শতাব্দীর আগেও) সমর্থন করা হয়েছিল।

খ্রিষ্টীয় উপাসনা সম্পর্কে তিনিই প্রথম এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠান বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন।

লেখাটার সমাপ্তিতে তিনি রোম-সম্রাট হাদ্রিয়ানুসের একটা অনুশাসন-পত্র উপস্থাপন করেন যা দ্বারা তিনি দেখান, সম্রাট নিজে জনশ্রুতির ভিত্তিতে নয় বরং বাস্তব অন্যায়ের ভিত্তিতেই খ্রিষ্টিয়ানদের বিচার করতে সম্মত।

'২য় পক্ষসমর্থন' লেখাটা মোটামুটি প্রথমটার ধারণাসমূহ ও দাবি পুনরায় উপস্থাপন করে। লেখাটা আনুমানিক ১৫১ বা ১৫২ সালে রচিত হয়েছিল।

তাঁর এ লেখাগুলোর জন্য তিনি খ্রিষ্টিয়ান লেখকদের মধ্যে খ্রিষ্টবিশ্বাসের প্রথম পক্ষসমর্থক ও মণ্ডলীর পিতৃগণের অন্যতম বলে পরিগণিত।

ইউস্তিনুসের 'লোগোস' ধারণা

প্রধানত দার্শনিক ব্যক্তিত্ব হওয়ায় ইউস্তিনুস খ্রিষ্টতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য গ্রীক দর্শনের নানা শব্দ ব্যবহার করেন, যেমন 'লোগোস'।

অবশ্যই, ঐশবাণী অর্থ অনুসারে 'লোগোস' শব্দটা যোহনের সুসমাচারের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছিল, 'আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর' (যোহন ১:১, ইত্যাদি দ্রঃ)।

কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দর্শনবিদ্যা ক্ষেত্রে 'লোগোস' শব্দটা বাণী অর্থে ছাড়া বিশেষভাবে স্বর্গীয় যুক্তি অর্থেই ব্যবহৃত ছিল, এবং গ্রীক দার্শনিকদের উদ্দেশ ক'রে ইউস্তিনুস বারে

বারে ঐশবাণীর পাশাপাশিই ঐশযুক্তি ধারণাটাও যথেষ্ট ব্যবহার ক'রে তাদের দেখান কেমন করে তাদের পূর্বকথিত 'লোগোস'-যুক্তি ধারণাটা 'লোগোস'-বাণী খ্রিষ্ট যিশুতে আবির্ভূত হয়েছে। বাণী ও যুক্তি শব্দদ্বয় যে কবে 'লোগোস' ধারণার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, সেই উদ্দেশ্যে এই অনুবাদে স্কোয়ার ব্র্যাকেটে অন্তর্ভুক্ত [ঐশ] শব্দটা যোগ করা হয়েছে; এভাবে, [ঐশ] বাণী ও [ঐশ] যুক্তি দেখে পাঠক / পাঠিকা বুঝতে পারবেন, ইউস্তিনুস একই 'লোগোস' শব্দ ও ধারণাকে বিশিষ্ট অর্থে [অর্থাৎ ঐশবাণী বা ঐশযুক্তি অর্থে] ব্যবহার করছেন। 'লোগোস' ক্ষেত্রে ইউস্তিনুস সেকালে যথেষ্ট প্রচলিত স্তোয়া মতবাদের 'লোগোস স্পের্মাতিকোস্' অর্থাৎ 'বীজবিশিষ্ট ঐশবাণী' ধারণাটাও খ্রিষ্টতত্ত্বে সন্নিবিষ্ট করেন, যা অনুসারে 'লোগোস'-এর তথা ঈশ্বরের বাণীর একটা বীজ সকল মানুষের মধ্যে উপস্থিত হওয়ায় মানুষ ঈশ্বরের মন অনুসারে ধারণা করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। এজন্যই তাঁর ধারণায়, যেমনটা উপরে বলা হয়েছে, সক্রেটিস, প্লেটো ইত্যাদি উত্তম দার্শনিকেরা সেই বীজ অনুযায়ী আচরণ ও শিক্ষাদান করার ফলে খ্রিষ্টের আগেকার মানুষ হয়েও স্বয়ং খ্রিষ্টের অনুপ্রাণিত পূর্ব-খ্রিষ্টপ্রচারক বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

শেষ কথা, ইউস্তিনুসের লেখা খ্রিষ্টীয় ঐশতত্ত্বকে এমনভাবে চিহ্নিত করে যে তাঁর সময়কালীন অর্থাৎ সেই দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক ইরেনেউস ও তের্তুল্লিয়ানুসও (উভয়ের লেখা এখানে পাওয়া যায়) তাঁর লেখাসমূহের উপর যথেষ্ট নির্ভর করেন ও তা দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হন; এবং এই দু'জনের লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালের খ্রিষ্টিয়ান অন্যান্য লেখকগণও ইউস্তিনুসের লেখা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরক্ষভাবে উপকৃত হন।

ইউস্তিনুসের লেখায় বাইবেল উদ্ধৃতি

আজকালে বাইবেল পুস্তকের অধিকারী হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু সেসময় বাইবেলের পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্যই ছিল। ফলে লোকে তা-ই আবৃত্তি করতে পারত যা ইতিমধ্যে মুখস্থ করেছিল। তাছাড়া আজকালের পুরাতন নিয়ম হিব্রু মূলপাঠ্য থেকে অনূদিত, কিন্তু সাধু ইউস্তিনুসের সময়ে পুরাতন নিয়ম হিসাবে সেই গ্রীক পাঠ্য প্রচলিত ছিল যা 'সত্তরী' বলে পরিচিত ও নূতন নিয়মে ব্যবহৃত। সেজন্য সাধু ইউস্তিনুসের লেখায় বাইবেলের উদ্ধৃত বাক্যগুলো আজকালের বাইবেলের সঙ্গে সূক্ষ্মতম মিল রাখে না।

সাধু ইউস্তিনুস লিখিত

আন্তনিনুস পিউসের সমীপে খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থন

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮

নিবেদন (১–৫ অধ্যায়)

১। নিবেদন

[১] আউগুস্তুস কায়েসার তিতুস এলিউস হাদ্রিয়ানুস সেই আন্তনিনুস পিউস সম্রাটের সমীপে; তাঁর দার্শনিক পুত্র ভেরিসিমুসের সমীপে; কায়েসারের প্রকৃতিগত পুত্র ও পিউসের দত্তকপুত্র শিক্ষানুরাগী দার্শনিক লুকিউসের সমীপে (ক), পবিত্র প্রবীণসভা ও গোটা রোমীয় জনগণের সমীপে: অন্যায়ভাবে ঘৃণিত ও নির্যাতিত সর্বস্তরের মানুষ যারা, বাখেইউসের প্রপুত্র, প্রিস্কুসের পুত্র, পালায়েস্তিনীয় সিরিয়ার ফ্লাভিয়া-নেয়াপলিস-বাসী ইউস্তিনুস (খ) এই আমি, তাদেরই একজন এই আমি তাদের সপক্ষে এই সম্ভাষণ ও আবেদন উপস্থাপন করছি।

২। যুক্তি, সত্য ও ন্যায়

[১] সত্যিকারে ধর্মপ্রাণ ও দার্শনিক যারা, তাদের কাছে যুক্তি এমনটা দাবি রাখে তারা যেন কেবল সত্যকে সম্মান করে ও ভালবাসে, ও প্রাচীনদের ধারণাগুলো ভ্রান্ত হলে তারা যেন সেগুলোকে পালন করতে অস্বীকার করে। কেননা যারা অন্যায়ভাবে আচরণ

করে বা শিক্ষাদান করে, ন্যায়-যুক্তি তাদের অনুসরণ না করতে আদেশ করে শুধু নয়, কিন্তু যারা সত্যকে ভালবাসে, সেই যুক্তি এমনটাও স্থির করে তারা যেন যা ন্যায্য তা সর্বক্ষেত্রে ও প্রাণের মূল্যে এমনকি মৃত্যুর হুমকির সামনেও কথাকর্মে বেছে নেয়।

[২] তাই আপনারা যাঁরা সর্বস্থানে এমনটা শুনতে পান যে, আপনারা ধর্মপ্রাণ, দার্শনিক, ন্যায়ের রক্ষক ও শিক্ষানুরাগী বলে পরিগণিত, সেই আপনারা সত্যিকারে ঠিক তা-ই হলে, তবে তা প্রকাশ পাবে। [৩] কেননা আমরা আমাদের এই লেখাগুলো দ্বারা আপনাদের তোষামোদ করতে বা আপনাদের প্রসন্নতা জয় করতে নয়, কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ করছি আপনারা যেন সূক্ষ্ম ও মনোযোগী তদন্তের পর, মনের পূর্ববিচার থেকে মুক্ত হয়ে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক'টা মানুষকে খুশি কবার ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে ও অযৌক্তিক আচরণেরও বশবর্তী না হয়ে বিচার সম্পাদন করেন; হ্যাঁ, আপনারা যেন বহুদিন আগের এমন কুশ্রী অপবাদগুলো (ক) দ্বারা প্রভাবান্বিত না হন যেগুলো দণ্ডটাকে আপনাদেরই বিরুদ্ধে ফেরাবে। [৪] কেননা আমরা মনে করি, কোন কিছুই আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না, অবশ্যই, যদি না আমাদের অপকর্মা বলে সাব্যস্ত করা হয় অথবা যদি এমনটা প্রমাণিত হয় যে, আমরা দুর্জন। আপনারা আমাদের হত্যা করতে পারেন বৈকি, কিন্তু আমাদের ক্ষতি করতে পারেন না।

৩। খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ

[১] কিন্তু, কেউই যেন এমনটা মনে না করে যে, এই বক্তব্য অযৌক্তিক ও দুঃসাহসী একটা বক্তব্য, সেজন্য আমরা তাদের অভিযোগ পরীক্ষা করা, এবং সেই সমস্ত অভিযোগ যথার্থ বলে প্রমাণিত হলে অপরাধীদের সমুচিত দণ্ডে দণ্ডিত করা ন্যায্য মনে করি। কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিষয়ে কিছুই প্রমাণ করতে না পারে, তবে সত্য যুক্তি এমনটা করতে দেয় না যে কুখ্যাতির ভিত্তিতে নিরপরাধী মানুষদের প্রতি অন্যায্য ভাবে ব্যবহার করা হবে; এমনকি সেই যুক্তি এমনটাও করতে দেয় না যে, আপনারা যাঁরা সুবিচার মতে নয় বরং মনের আবেগেই এসমস্ত সমস্যা সমাধান করা ন্যায্য মনে করেন, সেই আপনারা নিজেরা নিজেদের প্রতি অন্যায্য ভাবে ব্যবহার করবেন। [২] যে কেউ সুমতির অধিকারী, সে স্বীকার করবে যে, একটা অভিযোগ তখনই মাত্র যথার্থ ও ন্যায্য হয় যখন বিচারাধীন যারা তারা নিজ নিজ জীবনধারণ ও শিক্ষাবাণী অনিন্দনীয় বলে দেখাবার

জন্য সুযোগ পায়, এবং, অপরদিকে, তখনই যখন শাসকগণ হিংসা ও অত্যাচার দ্বারা নয় বরং ভক্তি ও দর্শনবিদ্যা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আপন রায় ব্যক্ত করেন; কেননা শাসিত ও শাসক যারা তারা উভয় এভাবেই মঙ্গল অর্জন করবে।

[৩] বাস্তবিকই প্রাচীনদের কে যেন একজন কোন এক স্থানে বলেছিলেন, 'শাসক ও শাসিত যারা তারা দর্শনবিদ্যা অনুশীলন না করলে তবে দেশগুলোকে সুখী করা সম্ভব নয়'(ক)। [৪] সুতরাং, সকলের কাছে আমাদের জীবনধারণ ও শিক্ষাবাণী পরীক্ষা করার সুযোগ দান করা-ই আমাদের কর্তব্য, যাতে করে, আমাদের বিষয়ে অজ্ঞ হতে অভ্যস্ত যারা, অন্ধতার কারণে তাদের স্থানে আমাদেরই অপরের সাধিত ভুলের দণ্ড শোধ করতে না হয়; অন্যদিকে, যুক্তি যেমনটা দাবি করে, আমাদের কথা শোনার পর উত্তম বিচারক বলে নিজেদের দেখানোই আপনাদের কর্তব্য। [৫] কেননা ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় তা জেনে নেবার পর আপনারা যদি ন্যায্যতা অনুসারে ব্যবহার না করেন, তবে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাদের কোন অব্যাহতি থাকবে না।

৪। 'খ্রিষ্টিয়ান' নামটা দণ্ডনীয় অপরাধ নয়

[১] একটা নামে নির্দেশিত কর্মকাণ্ড বাদে, নাম রাখা তো ভালও নয় মন্দও নয় বিচার্য ব্যাপার নয়; এমনকি, যে নামের ভিত্তিতে আমাদের বিচার করা হচ্ছে, সেই নাম অনুসারে আমরা χρηστότατοι [খ্রেস্ততাতোই অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ] (ক)।

[২] কিন্তু, যখন এমনটা প্রমাণিত হয় যে আমরা মন্দ, তখন যেহেতু নামের ভিত্তিতে খালাস ভিক্ষা করা ন্যায্য মনে করি না, সেজন্য একই যুক্তি অনুসারে যদি আমাদের নাম ও আমাদের জীবনধারণের ভিত্তিতে অন্যায্যতার কোন কারণ পাওয়া না যায়, তবে নিরপরাধীদের অন্যায়ভাবে দণ্ডিত করার ফলে ন্যায্য দণ্ডের অধীন না হওয়ার জন্য সংগ্রাম করা আপনাদের কর্তব্য। [৩] কেননা কর্মই ভিত্তি ক'রে যদি ভাল বা মন্দ কিছু প্রমাণিত করা যেতে না পারে, তবে একটা নাম ভিত্তি করে প্রশংসা বা নিন্দা উৎসারিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

[৪] বাস্তবিকই, যারা আপনাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়, তাদের অপরাধ আগে প্রমাণিত না হলে আপনারা সেই অভিযুক্ত সকলকেই দণ্ডিত করেন এমন নয়; অথচ আমাদের বেলায় আপনারা নামটাই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন (খ) যদিও সেই

নামের কথা ধরে আপনাদের পক্ষে আমাদের অভিযোক্তাদেরই দণ্ডিত করা উচিত হত। [৫] কেননা ‘খ্রিষ্টিয়ান’ হবার জন্যই আমরা অভিযুক্ত, অথচ যা χρηστὸν [খ্রেস্তন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ] তা ঘৃণা করা ন্যায্য নয়।

[৬] এর বিপরীতে, অভিযুক্তদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে খ্রিষ্টিয়ান নয় বলে ঘোষণা করায়, কথায় নিজেকে খ্রিষ্টিয়ান বলে অস্বীকার করে, আপনারা তাকে মুক্তি দেন যেহেতু সে যে অপরাধী তা প্রমাণ করার আর কিছু থাকে না, কিন্তু যে কেউ নিজেকে খ্রিষ্টিয়ান বলে স্বীকার করে, আপনারা তেমন স্বীকারোক্তির জন্য তাকে দণ্ডিত করেন। না, তা চলবে না, কেননা যে স্বীকার করে ও যে অস্বীকার করে উভয়েরই আচরণ পরীক্ষা করা উচিত, যাতে কর্মের ভিত্তিতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তারা এক একজন কেমন ধরনের মানুষ। [৭] শিক্ষাগুরু সেই খ্রিষ্টের কাছ থেকে যারা জেরার সময়ে অস্বীকার না করতে শিখেছে তারা যেমন উত্তম আদর্শ প্রদান করে, তেমনি যারা মন্দ জীবন যাপন করে তারা একইপ্রকারে সেই তাদেরই কাছে যথেষ্ট যুক্তি প্রদান করে যারা সকল খ্রিষ্টিয়ানকে অভক্তি ও অন্যায্যতা দায়ে নির্বিচারে অভিযুক্ত করতে সচেষ্ট।

[৮] কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ন্যায্য হত না, কেননা এমন কেউ না কেউ আছে যারা দর্শন-নামের যোগ্য বলে কিছুই না করেও দর্শন-নামে নিজেদের ভূষিত করে ও সেই বেশে ব্যবহার করে; আর আপনারা ভালই জানেন যে, প্রাচীনকালের মানুষেরা বিপরীত অভিমত স্বীকার করা ও শেখানো সত্ত্বেও সবাই এক-নামেই তথা ‘দার্শনিক’ নামেই অভিহিত। [৯] তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিকতা শেখাত; আর আমরা সেই কবীদের কথা উল্লেখ করছি না যারা জেউস মহাদেবের ও তার সন্তানদের উচ্ছৃঙ্খলতার গুণ গায়; অথচ যারা তেমন শিক্ষা মেনে চলে, আপনারা তাদের নির্যাতন না করে বরং যারা সুন্দর ভাষায় ঈশ্বরত্বের নিন্দা করে থাকে তাদের পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করেন।

৫। নাস্তিক বলে অভিযুক্ত খ্রিষ্টিয়ানেরা

[১] তবে এসমস্ত কিছুর অর্থ কীবা হতে পারে? আমরা যারা এমনটা সমর্থন করি যে, আমরা অন্যায্য কিছুই করি না ও তেমন নাস্তিক ধারণা মেনে নিই না, সেই আমাদের বেলায় আপনারা নিজেদের বিচার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন না, বরং অযৌক্তিক ভাবাবেগের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে ও অপদূতদের উস্কানির অধীন হয়ে বিচার-

বিবেচনা না করে নির্বিচারে আমাদের নির্যাতন করেন (ক)। [২] কেননা যা সত্য তা বলা হবে। বাস্তবিকই প্রাচীনকালে সেই অপদূতেরা নানা দর্শন দ্বারা নিজেদের প্রকাশ করে নারীধর্ষণ করছিল, কিশোরদের নীতিভ্রষ্ট করছিল, ও পুরুষদের এমন ভয়ানক দর্শন দেখাচ্ছিল যা তাদের আতঙ্কিত করছিল, কেননা তারা তেমন ঘটনাসমূহ যুক্তির সাহায্যে বিচার না করে বরং আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ও একথা না জেনে যে সেগুলো ছিল অপদূত, তাদের দেব-দেবী বলে অভিহিত ক'রে এক একটা অপদূত নিজের জন্য যে যে নাম বেছে নিয়েছিল তারা তাকে সেই নাম আরোপ করেছিল।

[৩] যখন সক্রেটিস সত্য-যুক্তি অনুসারে ও বিচার মতে তেমন বিষয়াদি আলোতে বের করতে ও মানুষকে অপদূতদের হাত থেকে নিস্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন সেই অপদূতেরা নিজেরাই এমন কথা বলায় যে তিনি নূতন নূতন দেব-দেবীকে অনুপ্রবেশ করাচ্ছিলেন, অনিষ্ট-প্রীত মানুষদের মাধ্যমে তাঁকে নাস্তিক ও ভক্তিহীন ব্যক্তি বলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়েছিল, এবং আমাদের বিরুদ্ধে একইভাবে ব্যবহার করছে (খ)।

[৪] কেননা তেমন ধারণাসমূহ যে কেবল গ্রীকদের মধ্যে সক্রেটিসের মাধ্যমে যুক্তি [λόγος; লোগোস] সহকারে খণ্ডন করা হল এমন নয়, কিন্তু গ্রীক কৃষ্টির মানুষ নয় যারা, তাদের মধ্যেও সেই স্বয়ং ঐশযুক্তি [Λόγος; লোগোস] দ্বারা খণ্ডন করা হল যিনি যিশুখ্রিষ্ট নাম ধারণ করে আকারে-প্রকারে মানুষ হলেন (গ); তাঁরই প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে আমরা দৃঢ়ভাবে এমনটা ঘোষণা করি যে, সেই যে অপদূতেরা এইভাবে ব্যবহার করেছিল তারা যে দেব-দেবী নয় তা শুধু নয়, তারা বরং এমন ধূর্ত ও জঘন্য অপদূত যাদের কর্মকাণ্ড পুণ্যের আকাঙ্ক্ষী মানুষদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তুলনার যোগ্য নয়।

খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ (৬–১২ অধ্যায়)

৬। নাস্তিকতা বিষয়ক অভিযোগ খণ্ডন

[১] এজন্যই আমরা নাস্তিক বলে অভিযুক্ত (ক); আর তেমন তথাকথিত দেব-দেবী ক্ষেত্রে আমরা যে নাস্তিক তা অবশ্যই স্বীকার করছি, কিন্তু ধর্মময়তা, আত্মসংযম ও অন্যান্য গুণাবলির পিতা যিনি, যিনি সমস্ত অনিষ্ট থেকে মুক্ত, সেই সত্যতম ঈশ্বর ক্ষেত্রে

আমরা অবশ্যই নাস্তিক নই। [২] তাঁর কাছ থেকে আগত যিনি, যিনি এসমস্ত কিছু আমাদের শিখিয়েছেন, ও সেই যে শুভ দূতবাহিনী যাঁর অনুসরণ করেন ও যাঁর সদৃশ হন তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে আমরা তাঁর সেই পুত্রের সঙ্গে ও নবীয় আত্মার সঙ্গে সেই পিতাকে শ্রদ্ধা ও উপাসনা করি ও যুক্তি ও সত্য অনুসারে তাঁদের সমস্ত সম্মান আরোপ করি; এবং যা কিছু শিখেছি, যে কেউ তা শিখতে ইচ্ছুক, আমরা তাকে অবাধে তা সম্প্রদান করি (খ)।

৭। অপরাধীকে দণ্ডিত করা ও নিরপরাধীকে খালাস দেওয়া ন্যায্য

[১] কিন্তু কেউ না কেউ বলবে, যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা ইতিমধ্যে দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছে। [২] হ্যাঁ, অভিযুক্ত যারা তাদের জীবন সম্পর্কে তদন্ত করার পরেই আপনারা তাদের মধ্য থেকে প্রায়ই অনেককে দণ্ডিত করেন, কিন্তু যে অভিযুক্তদের কথা আমরা আগে উল্লেখ করছিলাম, তাদের বেলায় আপনারা সেভাবে ব্যবহার করেন না।

[৩] তাই এবিষয়েও আমরা একমত, তথা, গ্রীকদের মধ্যে যারা নিজ নিজ বিচার-বিবেচনা অনুসারে নিজ নিজ বিশিষ্ট তত্ত্ব শেখায়, তাদের সেই তত্ত্বগুলো পরস্পর বিপরীত হলেও তবু তারা যেমন এক-নামে তথা 'দার্শনিক' নামেই চিহ্নিত, তেমনি, একইপ্রকারে, গ্রীক কৃষ্টির মানুষ নয় যারা, তাদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞাবান ও যারা নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলে দেখায়, তারাও সাধারণ এক-নামে চিহ্নিত, কেননা তারা সবাই খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত (ক)। [৪] ফলত আমরা এটাই ন্যায্য জ্ঞান করি যে, আপনাদের কাছে যাদের অভিযুক্ত করা হয়, তাদের সকলেরই কর্ম যেন বিচার করা হয়, যাতে করে যে কেউ দোষী বলে বিচারিত হয়, সে যেন দোষী বলেই দণ্ডিত হয়, কিন্তু খ্রিষ্টিয়ান বলে নয়; এবং যখন এমনটা স্পষ্ট হয় যে একজন নিরপরাধী, তখন তাকে যেন খালাস দেওয়া হয় যেহেতু খ্রিষ্টিয়ান হওয়ায় সে কিছুতেই অপরাধী নয়। [৫] আপনারা যে অভিযোক্তাদের দণ্ডিত করবেন তা আমরা দাবি করব না, কেননা তাদের বর্তমান জঘন্যতা দ্বারা ও যা উত্তম সেসম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা দ্বারা তারা যথেষ্ট দণ্ডিত।

৮। অনন্ত পুরস্কার ও অনন্ত দণ্ড দান করা ঈশ্বরেরই বিষয়

[১] আমরা যে এসমস্ত কথা আপনাদের খাতিরেই বলছি, সেবিষয়ে আপনারা চিন্তা-ভাবনা করুন, কেননা জেরা হওয়ার সময়ে আমরা যে খ্রিষ্টিয়ান তা অস্বীকার করা আমাদের উপর নির্ভর করে। [২] কিন্তু আমরা মিথ্যা বলতে বলতে জীবন কাটাতে ইচ্ছা করি না, কেননা যেহেতু আমরা অনন্ত ও শুচি জীবন আকাঙ্ক্ষা করি, সেজন্য বিশ্বের পিতা ও স্রষ্টা সেই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবনযাপন করতে ইচ্ছা করি, এবং বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত হয়ে নির্দ্বিধায় এ মেনে নিচ্ছি যে, এই লক্ষ্যে তারাই পৌঁছবে যারা নিজেদের কর্ম দ্বারা ঈশ্বরকে দেখাবে তারা তাঁর অনুসরণ করেছে ও তাঁর সান্নিধ্যেই যাপিত জীবন বসনা করেছে যেখানে অনিষ্ট প্রতি-আঘাত করে না।

[৩] স্বল্প কথায় ব্যাপারটা বলতে গেলে, আমরা তা-ই প্রত্যাশা করছি, তা-ই খ্রিষ্টের কাছ থেকে শিখেছি ও তা-ই শিখিয়ে দিচ্ছি। [৪] একই প্রকারে প্লেটো বলতেন, রাদামান্থুস ও মিনোস যে দুর্জনেরা তাদের সামনে আসবে তাদের দণ্ডিত করবে; আর আমরা বলি, এই বিচার হবেই, কিন্তু বিচারটা খ্রিষ্ট দ্বারাই সম্পাদিত হবে, ও সেই দুর্জনেরা নিজ নিজ দেহে যুক্ত আত্মা-সহ অনন্ত দণ্ডে দণ্ডিত হবে, এমনকি এক হাজার বর্ষকাল ধরে শুধু নয়, যেইভাবে প্লেটো বলতেন (ক)। [৫] আর যদি কেউ না কেউ বলবে এ অবিশ্বাস্য বা অসম্ভব, তবে এ এমন ভুল হবে যা অন্যকে নয়, আমাদের নিজেদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ আপনারা প্রমাণ করতে না পারেন যে, আমরা কোন না কোন অন্যায় করে থাকি।

৯। নিন্দনীয় সেই প্রতিমাপূজা

[১] মানুষ যে যে প্রতিকৃতি গড়ে মন্দিরে রেখে দেব-দেবী বলে অভিহিত করেছে, আমরা বহু বহু যজ্ঞে ও ফুলমালাতে সেগুলোকে সম্মান করি না, কেননা আমরা জানি, সেগুলো প্রাণহীন ও মৃত এবং ঈশ্বরের আকৃতি-বিহীন (কেননা আমরা এমনটা মনে করি না যে, ঈশ্বর এমন প্রাকৃতিক আকৃতির অধিকারী যা বিষয়ে কেউ না কেউ বলে, তারা ঈশ্বরের সম্মানার্থে সেই আকৃতির অনুকরণ করেছে); সেগুলো বরং সেই মন্দ অপদূতদের নাম ও আকৃতির অধিকারী যেগুলো আবির্ভূত হয়েছে (ক)।

[২] কিন্তু আপনারা যা ভালো মত জানেন, কেনই বা আপনাদের কাছে তা বলা দরকার আছে, অর্থাৎ কেমন করে কারিগরেরা খোদাই ক'রে, কেটে, ঢালাই ক'রে ও পিটিয়ে পিটিয়ে জড়পদার্থ গড়ে? (খ)। তাছাড়া, অসম্মানজনক জিনিসকে নতুন আকৃতি দেবার লক্ষ্যে তারা নিজেদের নৈপুণ্য দ্বারা সেগুলোর গঠন পাল্টিয়ে সেই অসম্মানজনক জিনিসকেও প্রায়ই দেব-দেবী বলে থাকে।

[৩] এভাবে ঈশ্বরের নাম এমন ক্ষয়শীল বস্তুতে যুক্ত করা হচ্ছে যা অবিরত যত্নের দরকার; আমাদের মতে এসমস্ত কিছু অযৌক্তিক শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে অপমানজনকও বটে, কেননা তিনি অনির্বচনীয় গৌরব ও গঠনের অধিকারী। [৪] তাছাড়া আপনারা এও ভালো মত জানেন যে, সেই প্রতিমাগুলোর কারিগরেরা এমন দুশ্চরিত্র ও যত উচ্ছৃঙ্খলতায় নিপুণ যা আমরা বর্ণনা করতে এড়াব, কেননা ওরা নিজেদের সহযোগী কিশোরীদেরও নীতিভ্রষ্ট করে।

[৫] আহা, এ কেমন নির্বুদ্ধিতা যে দুশ্চরিত্র মানুষেরা আপনাদের পূজাকর্মের উদ্দেশ্যে দেব-দেবীকে গড়বে ও নির্মাণ করবে এবং সেগুলো যেখানে রাখা হয় সেই মন্দিরগুলোতে আপনারা তেমন রক্ষকদের নিযুক্ত করবেন একথাও না ভেবে যে, মানুষই যে হবে দেব-দেবীর রক্ষক (গ) তেমনটা ভাবা ও উচ্চারণ করাই নিন্দাজনক ব্যাপার।

১০। ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস

[১] অন্য দিকে আমাদের এ শেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বরের পক্ষে মানুষদের বস্তুগত অর্ঘ্যের দরকার হয় না, কেননা এ স্পষ্টই যে তিনিই সমস্ত কিছু দান করে থাকেন (ক)। এবং আমরা এও মেনে নিচ্ছি, ও নিশ্চিত হয়ে বিশ্বাস করছি যে তিনি তাদেরই মাত্র গ্রহণ করেন যারা সেই সমস্ত মঙ্গল অনুকরণ করে যা তাঁর মধ্যে উপস্থিত, তথা আত্মসংযম, ধর্মময়তা, মানবপ্রীতি ও সেই সমস্ত কিছু যা সেই ঈশ্বর সংক্রান্ত যাঁকে কোন নামেই অভিহিত করা উপযুক্ত নয়।

[২] তাছাড়া আমরা এও শিখেছি যে, মঙ্গলময় বলে তিনি আদিতে মানুষদের খাতিরে নিরাকার জড়পদার্থ থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন (খ); আর যদি সেই মানুষ নিজেদের কর্ম সম্পাদনে নিজেদেরকে তাঁর ইচ্ছার যোগ্য বলে দেখাবে, তবে আমাদের এমনটা বলা হয়েছে যে, তারা অক্ষয়শীল ও উদ্বেগবিহীন হয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে রাজত্ব

করার জন্য উন্নীত হবে (গ)। [৩] এবং আদিতে যেমন তিনি এমনটা নির্মাণ করেছিলেন যা পূর্বে ছিল না, তেমনি আমরা এমনটা ভাবি যে, যে কেউ তা-ই বেছে নেয় যা তাঁর গ্রহণীয়, সে নিজের সেই সিদ্ধান্তের ফলে ঈশ্বরের অক্ষয়শীলতা ও তাঁর আপন জীবনের যোগ্য হয়ে উঠবে।

[৪] কেননা বিদ্যমান হওয়া আদিতে আমাদের আয়ত্তের বাইরেই ছিল, কিন্তু তাঁর যা প্রিয়, তিনি আমাদের যা দান করেছেন সেই যুক্তি-বিশিষ্ট গুণাবলি গুণে আমরা যেন স্বেচ্ছায় তা বেছে নিতে পারি সেজন্য তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেন ও বিশ্বাসে চালনা করেন। [৫] এবং আমরা এমনটাও ভাবি যে, এসমস্ত কিছু শেখা ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি না করা, এমনকি এই সমস্ত গ্রহণ করতে উৎসাহ দান করা-ই সকল মানুষের উপকারার্থে আসবে। [৬] কেননা মানব-নিয়মবিধি যা সার্থক করতে ব্যর্থ হয়েছে, ঐশ্বরিক হওয়ায় বাণীই সেই সমস্ত কিছু সম্পন্ন করতেন যদি সেই মন্দ অপদূতেরা প্রতিটি মানুষে উপস্থিত ও প্রকৃতিগত বহুবিধ সেই দুষ্ট লালসাকে মিত্র হিসাবে নিয়ে মিথ্যা ও ভক্তিহীন সেই বহু অভিযোগ না ছড়িয়ে দিত যেগুলোর একটাও আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না (ঘ)।

১১। খ্রিষ্টিয়ান যারা তারা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় রয়েছে

[১] আর আপনারা, এমনটা শুনে যে আমরা একটা রাজ্যের প্রতীক্ষায় রয়েছি, সেই আপনারা চিন্তা-ভাবনা না করে এমনটা ধরে নিচ্ছেন আমরা মানবীয় একটা রাজ্যের কথা বলছি যখন অপরদিকে আমরা ঈশ্বরেরই রাজ্যের কথা বলছি, সেইভাবে যেভাবে তখনই স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যখন আপনাদের দ্বারা আমাদের জেরা করা হলে আমরা, একথা জেনেও যে, যে কেউ তা স্বীকার করে সে মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হয়, তবু আমরা স্বীকার করি আমরা খ্রিষ্টিয়ান (ক)।

[২] কেননা আমরা যদি মানবীয় এক রাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকতাম, তবে মৃত্যু এড়াবার জন্য [খ্রিষ্টকে] অস্বীকার করতাম ও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নিজেদের লুকোতে চেষ্টা করতাম; কিন্তু যেহেতু আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা বর্তমানকালে স্থিত নয়, সেজন্য আমাদের যে হরণ করা হবে তাতে আমাদের কোন চিন্তা নেই যেহেতু মৃত্যুবরণ এমন কিছু যা যেকোন অবস্থায় শোধ করা দরকার।

১২। খ্রিষ্টীয় তত্ত্ব দেশের জন্য উপকারী

[১] শান্তির লক্ষ্যে সকল মানুষের চেয়ে আমরাই বেশি করে আপনাদের সহযোগী ও মিত্র, সেই আমরা যারা এই সমস্ত সমর্থন করি তথা, দুর্জন, লোভী, ষড়যন্ত্রকারী, এমনকি পুণ্যবান কোন মানুষও যে ঈশ্বরকে এড়াবে তা সম্ভব নয়, এবং নিজ নিজ কর্মের মূল্য অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের জন্য হয় অনন্ত দণ্ড না হয় পরিত্রাণ নিরূপিত।

[২] কেননা সকল মানুষ যদি একথা জানত, তবে কেউই এক মুহূর্তের জন্যও অনিষ্ট বেছে নিত না একথা জেনে যে, সে আগুনের সেই অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে; বরং ঈশ্বর থেকে আগত মঙ্গলদানগুলো লাভ করার লক্ষ্যে ও শাস্তি এড়াবার উদ্দেশ্যে সে নিজেকে সংযত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করত ও যত গুণাবলিতে নিজেকে ভূষিত করত। [৩] কেননা আপনারা যে নিয়মবিধি ও শাস্তি স্থির করেছেন সেগুলোর কারণেই যে লোকে অন্যায় করার পর নিজেদের লুকোতে চেষ্টা করে এমন নয়, তারা বরং অন্যায় করে চলে একথা জেনে যে, আপনারা মানুষ হওয়ায় আপনাদের এড়ানো সম্ভব (ক)। অন্যদিকে তারা যদি এমনটা জানত ও বিশ্বাস করত যে, কর্মে শুধু নয়, অভিপ্রায়েও ঈশ্বরকে এড়ানো সম্ভব নয়, তবে অবশ্যম্ভাবী এই হুমকির কারণেও তারা একেবারে সৎমানুষ হত, যেইভাবে আপনারাও বুঝতে পারেন।

[৪] কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনারা এমনটা ভয় করছেন পাছে সবাই ন্যায্যতা অনুসারে ব্যবহার করে যার ফলে শাস্তি দেওয়ার মত আপনাদের আর কেউই থাকবে না; কিন্তু তেমনটা হত উত্তম জননেতাদের নয়, জল্লাদদেরই চিন্তা। [৫] আমরা মনে করি, এটাও সেই মন্দ অপদূতদের কাজ, যে অপদূতেরা, যেমনটা ইতিমধ্যে বলেছি, সেই অনুসারে সেই মানুষদের কাছে যজ্ঞ ও সেবা আদায় করে যারা অযৌক্তিক জীবন যাপন করে; কিন্তু ভক্তি ও দর্শনবিদ্যা যাঁদের লক্ষ্য, সেই আপনাদের বেলায় আমরা এমনটা মনে করতে পারি না যে আপনারা অযৌক্তিক কিছু করবেন। [৬] কিন্তু আপনারাও যদি নির্বোধদের মত সত্যের চেয়ে ঐতিহ্যগত প্রথাই বেশি সম্মান করেন, তবে যা করতে পারেন তা-ই করুন; এক্ষেত্রে, যে শাসকেরা সত্যের চেয়ে জনমতই বেশি সম্মান করে, তারা এমন ক্ষমতার অধিকারী যা মরুপ্রান্তরের লুটেরাদের ক্ষমতার মত। [৭] কিন্তু এটা যে শুভলক্ষণ নয়, তা [ঐশ] বাণী প্রমাণ করেন, আর আমরা জানি, যে ঈশ্বর সেই বাণীকে

জনিত করেছেন সেই ঈশ্বরের কথা বাদে সেই বাণীর চেয়ে অধিকতর রাজকীয় ও ন্যায়বান শাসক বলতে এমন কেউই নেই। [৮] কেননা যেমন সকলেই উত্তরাধিকার রূপে দীনতা, কষ্ট বা দুর্নাম না পাবার জন্য সচেষ্ট, তেমনি সুবোধের যে অধিকারী, [ঐশ] বাণী যা বেছে না নিতে আজ্ঞা করেন, সে তা বেছে নেবে না। [৯] এসমস্ত কিছু যে সিদ্ধি লাভ করবে, তা, আমি বলছি, আমাদের শিক্ষাগুরুই আগে থেকেই বলেছিলেন; তিনি সকলের পিতা ও মহাপ্রভু ঈশ্বরের পুত্র ও প্রেরিতদূত [খ] সেই যিশুখ্রিষ্ট যাঁর কাছ থেকে আমরা 'খ্রিষ্টিয়ান' নামটাও পেয়েছি। [১০] তাঁরই কাছ থেকে আমরা তাঁর সমস্ত দেওয়া শিক্ষাবাণীতে দৃঢ়তা পাই, কেননা তিনি যা ঘটবে বলে আগে থেকে বলেছিলেন, সেই সমস্ত কিছু বাস্তব ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে; এবং ঘটনা ঘটবার আগে ঘটনাটা পূর্বঘোষণা করা ঈশ্বরের কাজ, যেমনটা যা পূর্বঘোষিত হয়েছিল তা যে সিদ্ধি লাভ করেছে তা দেখানোও ঈশ্বরের কাজ।

[১১] তবে একথা ভেবে যে আমরা ন্যায় ও সত্য দাবি করছি, আমরা আর অন্য কিছু না বলে এখানেই আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা ভালোই জানি যে, অজ্ঞতার অধীনস্থ একটা মনকে স্বল্প কথায় পরিবর্তন করানো সহজ ব্যাপার নয়, সেজন্য সত্যপ্রেমিকদের মন জয় করার লক্ষ্যে আমরা আরও ক'টা বিষয় যোগ করতে অভিপ্রায় করছি, কেননা আমরা এসম্পর্কে সচেতন আছি যে, সত্য উপস্থাপন করলে অজ্ঞতা দূর করে দেওয়া অসম্ভব নয়।

খ্রিষ্টবিশ্বাসের পক্ষসমর্থন (১৩–১৭ অধ্যায়)

১৩। পিতা ঈশ্বর, যিশুখ্রিষ্ট ও নবীয় আত্মায় বিশ্বাস নাস্তিকতাকে বর্জন করে

[১] তবে, আমরা নাস্তিক নই কেননা এই বিশ্বের স্রষ্টার উপাসনা করি যাঁর বিষয়ে, আমাদের দেওয়া শিক্ষা অনুসারে, আমরা বলি, তাঁর যজ্ঞীয় রক্তের দরকার হয় না, পানীয় নৈবেদ্য ও ধূপধুনোরও দরকার হয় না, কিন্তু আমরা প্রার্থনার ভাষায় ও গৃহীত সমস্ত দানের জন্য ধন্যবাদের ভাষায় সাধ্যমত তাঁর প্রশংসাবাদ করি, কেননা আমাদের এ সম্প্রদান করা হয়েছে যে, সেই একমাত্র সম্মান যা তাঁরই যোগ্য তা হল: আমাদের পুষ্টিসাধনের জন্য যা তাঁর কাছ থেকে আগত, তা আগুনে ধ্বংস না করে বরং আমরা

নিজেরা নিজেদের জন্য তা ব্যবহার করা ও অভাবীদের সঙ্গে তা ভাগ ভাগ করা, [২] এবং আমরা যে সৃষ্ট হয়েছি ও আমাদের মঙ্গলার্থে তিনি যে সমস্ত উপায় আমাদের দান করে থাকেন এসমস্ত কিছুর জন্য, নানা ধরনের জিনিসের নানা গুণাবলির জন্য, ঋতু আবর্তনের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে মিনতি-নিবেদন-সহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ও স্তুতিগান করা; এবং অবশেষে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস গুণে আমাদের অক্ষয়শীলতা অর্জনের জন্য তাঁর সাক্ষাতে প্রার্থনা উপস্থাপন করা। তবে সুবোধের অধিকারী কোন্ মানুষ এসমস্ত কিছু স্বীকার করবে না?

[৩] যিনি এসমস্ত বিষয়ে আমাদের শিক্ষাদান করেছেন ও ঠিক এই কারণেই আমাদের মধ্যে এসেছেন, সেই শিক্ষাগুরু হলেন সেই যিশুখ্রিষ্ট যাঁকে তিবেরিউস কায়েসারের সময়ে যুদেয়ার প্রদেশপাল পন্তিউস পিলাতের শাসনকালে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল; আমরা যা শিখেছি, সেই অনুসারে তিনি হলেন প্রকৃত ঈশ্বরের পুত্র ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী, ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সেই নবীয় আত্মা: আমরা প্রমাণ দেব যে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তাঁদের উপাসনা করি (ক)। [৪] কেননা ওরা ঠিক এতেই আমাদের উন্মাদনা দেখে যখন এমনটা বলে যে, অপরিবর্তনশীল ও সনাতন ঈশ্বর যিনি, সেই বিশ্বনির্মাতার পরে আমরা দ্বিতীয় স্থান ক্রুশবিদ্ধ একটা মানুষে আরোপ করি; বাস্তবিকই ওরা সেই রহস্য বিষয়ে অজ্ঞ যেটার উপরে আমরা আমাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করি (খ)।

১৪। খ্রিষ্টীয় জীবনের নবীনতা

[১] আমরা সাবধান থাকবার জন্য আপনাদের সতর্ক করছি পাছে যে অপদূতদের আমরা অভিযুক্ত করেছি, সেগুলো আপনাদের ভোলায় ও আমরা যা বলতে চলেছি তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে ও ভালো ভাবে বুঝতে আপনাদের মন অন্য দিকে ফেরায়; কেননা সেই অপদূতেরা আপনাদের নিজেদের দাস ও ভৃত্ত অবস্থায় রাখতে সংগ্রামরত, এবং যারা নিজেদের পরিত্রাণের জন্য আদৌ সংগ্রাম করে না, সেই সকলকে তারা সময় সময় স্বপ্নে দর্শনের মাধ্যমে, সময় সময় সবধরনের জাদুবলে বশীভূত করে। আমরাও ঠিক তাই করি, কেননা বাণীতে বিশ্বাস রাখার পর সেই অপদূতদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি ও পুত্রের মধ্য দিয়ে একমাত্র অজনিত সেই ঈশ্বরেরই অনুসরণ করি (ক)।

[২] হ্যাঁ, আমরা যারা আগে ব্যভিচারে পুলকিত ছিলাম, সেই আমরা এখন কেবল আত্মসংযম আঁকড়িয়ে ধরি; আমরা যারা জাদুবিদ্যা অনুশীলন করতাম, সেই আমরা এখন মঙ্গলময় ও অজনিত ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করি; আমরা যারা সব কিছুর উর্ধ্বে ধন-ঐশ্বর্যই আকাঙ্ক্ষা করতাম, সেই আমরা এখন সেই সবকিছু সকলের সমান অধিকারে রাখি (খ) যাতে সকল অভাবীরা তাতে অংশী হতে পারে; [৩] আমরা যারা একে অন্যকে ঘৃণা ও ধ্বংস করতাম, ও রীতিমত অন্য গোষ্ঠীর মানুষকে নিজেদের ভোজনপাটে স্থান দিতাম না, সেই আমরা এখন, খ্রিষ্টের আবির্ভাবের পরে, ঐক্যজীবনে জীবনযাপন করি, আমাদের শত্রুদের মঙ্গল প্রার্থনা করি, ও অন্যায়ভাবে আমাদের ঘৃণা করে যারা, আমরা তাদের মন জয় করতে চেষ্টা করি যাতে খ্রিষ্টের সুন্দর আদেশমালা অনুযায়ী জীবন যাপন করায় আমাদের সঙ্গে সবকিছুর একমাত্র প্রভু সেই ঈশ্বরের সুখ পাবার আশা অর্জন করতে পারে (গ)।

[৪] এমনটা যেন মনে না হয় যে আমরা তর্কবিদ্যাপ্রিয়, সেই লক্ষ্যে প্রমাণ দেবার আগে স্বয়ং খ্রিষ্টের ক'টা শিক্ষাবাণী স্মরণ করানো আমাদের সমীচীন মনে হল; পরে, আমরা যা শিখেছি ও শেখাই তা যে সত্য অনুসারে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আপনাদের রাজকীয় অধিকার গুণে আপনাদেরই কর্তব্য হবে। [৫] সেই খ্রিষ্টের বাণী ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত; বাস্তবিকই তিনি তর্কবাগীশ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর বাণী ছিল ঈশ্বরের পরাক্রম (ঘ)।

১৫। খ্রিষ্টের নানাবিধ শিক্ষাবাণী

[১] আত্মসংযম সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, *যে কেউ কোন স্ত্রীলোককে বাসনা করার জন্য তার দিকে তাকায়, সে ঈশ্বরের সামনে ইতিমধ্যেই মনে মনে ব্যভিচার করে ফেলেছে* (ক)। [২] আরও, *তোমার ডান চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল; কেননা দু'টো চোখ নিয়ে অনন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে, শুধু এক চোখ নিয়ে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল* (খ)। [৩] আরও, *যে কেউ অন্য লোকের পরিত্যক্তা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে* (গ)। [৪] আরও, *এমন নপুংসক আছে মানুষ দ্বারাই যাদের নপুংসক করা হয়েছে, অন্য নপুংসক নপুংসক হয়ে জন্ম নিয়েছে, আবার এমন নপুংসক আছে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্যই নিজেদের*

নপুংসক করেছে; কিন্তু সবাই তা বুঝতে পারে না [ঘ]। [৫] তাই, আমাদের শিক্ষাগুরুর চোখে যেমন তারাই পাপী যারা মানবীয় আইন অনুসারে দ্বিতীয় বিবাহ করে, তেমনি, একইপ্রকারে, তারাও পাপী যারা লালসার চোখে একটা স্ত্রীলোকের দিকে তাকায়। কেননা যে কেউ বাস্তবে ব্যভিচার করে, তাঁর দ্বারা শুধু সে-ই যে দণ্ডিত হয় তা নয়, কিন্তু সেও দণ্ডিত হয় যে ব্যভিচার করতে বাসনা করে, কেননা ঈশ্বরের কাছে কর্ম শুধু নয়, কিন্তু অভিপ্রায়ও প্রকাশ্য। [৬] এবং ষাট বা সত্তর বছর বয়সী কতিপয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক যারা বাল্যকাল থেকে খ্রিষ্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা শুচিতায় নিষ্ঠাবান থাকে; আর যেকোন সামাজিক স্তরের তেমন মানুষকে দেখাতে আমি খুশী।

[৭] এরপর আমাকে কি সেই অগণন ভিড়কে স্মরণ করাতে হবে যারা অসংযমী অভ্যাস ছেড়ে এই সমস্ত শিক্ষাবাণী আপন করে নিয়েছে? কেননা খ্রিষ্ট ধার্মিক ও শুচি মানুষদের কাছে নয়, বরং ভক্তিহীন, পাপী ও অধার্মিক মানুষদেরই কাছে মনপরিবর্তনের আহ্বান জানালেন।

[৮] বাস্তবিকই তিনি বলেছিলেন, *আমি ধার্মিকদের কাছে নয়, পাপীদেরই কাছে মনপরিবর্তনের আহ্বান জানাতে এসেছি* [ঙ]। কেননা স্বর্গস্থ পিতা পাপীর শাস্তি নয়, তার মনপরিবর্তনই ইচ্ছা করেন।

[৯] সকলের প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে তিনি একথা শিখিয়েছেন, *যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমরা নতুন কিবা করছ? কেননা অশুচিরাও তেমনটা করে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের মঙ্গল প্রার্থনা কর; যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের ভালবাস; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ কর; যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর* [চ]।

[১০] অভাবীদের সঙ্গে ধনের সহভাগিতা করা সম্পর্কে ও গৌরবের খাতিরে কিছুই না করা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, *যারা তোমাদের কাছে চায়, তাদের দাও, ও যে কেউ তোমাদের কাছে টাকা যাচনা করে, তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না* [ছ]। *কেননা ফিরে পাবার আশায় যদি ধার দাও, তবে নতুন কিবা করছ? কর-আদায়কারীও সেইমত করে* [জ]। [১১] *তোমরা পৃথিবীতে ধন জমিয়ে রেখো না: এখানে তো পোকা ও মরচে ধরে তা ক্ষয় করে ও চোরে তা চুরি করে; স্বর্গেই বরং ধন জমিয়ে রাখ: সেখানে পোকা ও*

মরচেও ধরে তা ক্ষয় করে না (ঝ)। [১২] *বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় করে কিন্তু নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা সেই প্রাণের বিনিময়ে সে কী দিতে পারবে? তাই স্বর্গেই ধন জমিয়ে রাখ: সেখানে পোকা ও মরচেও ধরে তা ক্ষয় করে না* (ঞ)।

[১৩] আরও, *তোমরা মঙ্গলকর ও দয়াবান হও যেমন তোমাদের পিতা মঙ্গলকর ও দয়াবান, ও পাপীদের, ধার্মিকদের ও দুর্জনদের উপরে সূর্য জাগান* (ট)। [১৪] *তোমরা কী খাবে বা কী পরবে এবিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। তোমরা কি পাখিদের ও পশুদের চেয়ে অধিক মূল্যবান নও? এবং ঈশ্বর তাদের খেতে দিয়ে থাকেন।* [১৫] অতএব, *তোমরা কী খাবে বা কী পান করবে বা কী পরবে, এবিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; বাস্তবিকই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে।* [১৬] *তাই তোমরা স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলেই বাকি সবকিছু বাড়তি হিসাবে তোমাদের দেওয়া হবে* (ঠ)। *কেননা যেখানে ধন রয়েছে, সেখানে মানুষের মনও রয়েছে* (ড)।

[১৭] আরও, *মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তেমনটা করো না, করলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে তোমাদের কোন মজুরি থাকবে না* (ঢ)।

১৬। খ্রিষ্টীয় অন্যান্য গুণাবলি

[১] অপকারের দিনে ধৈর্যশীল হওয়া, সবার সেবায় তৈরী হওয়া, ও ক্রোধমুক্ত হওয়া সম্পর্কে তিনি একথা বলেছেন, *যে তোমার এক গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে পেতে দাও; যে তোমার জামা বা চাদর কেড়ে নেয়, তাকে বারণ করো না* (ক)। [২] *যে কেউ ক্রুদ্ধ হবে, সে আগুনের অধীন হবে* (খ)। *যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল পথ চল* (গ)। *তোমাদের সৎকর্ম মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তা দেখে তারা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (ঘ)।

[৩] বিরোধিতা করতে নেই; তিনি তো এমনটা চাননি আমরা দুর্জনদের অনুকারী হব, তিনি বরং সহিষ্ণুতা ও কোমলতার সঙ্গে সকল মানুষকে লজ্জাকর আচরণ থেকে ও অনিষ্টের বাসনা থেকে চালনা করতে প্রেরণা দিয়েছেন। [৪] আর তেমনটা আমরা বহু মানুষের দ্বারা প্রমাণ করতে পারি যারা একসময়ে তোমাদেরই ছিল: তাদের প্রতিবেশীর

জীবনধারণের নিষ্ঠতার সাক্ষ্যদানে আঘাতগ্রস্ত হয়ে, বা নিজেদের প্রতারিত সহকর্মীদের অসাধারণ সহিষ্ণুতা লক্ষ ক'রে, বা কর্ম সম্পাদনে তাদের সংস্পর্শে এসে তারা নিজেদের হিংস্র ও অত্যাচারী মনোভাব পরিবর্তন করেছে।

[৫] যেকোন ধরনের শপথ এড়ানো সম্পর্কে ও সবসময়ই সত্যকথা বলা সম্পর্কে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন, *তোমরা আদৌ শপথ করো না; তোমাদের কথা হোক হ্যাঁ হ্যাঁ ও না না; এর অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত* (ঙ)। [৬] এবং কেবল ঈশ্বরকে উপাসনা করা যে উচিত, সেসম্পর্কে তিনি একথা বলেই আমাদের নিশ্চিত করেছেন, *শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা এ, তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে উপাসনা করবে ও কেবল তাঁকেই সেবা করবে, সেই ঈশ্বর প্রভুকে যিনি তোমাকে নির্মাণ করেছেন* (চ)।

[৭] একদিন কে যেন একজন এসে তাঁকে বলল, *মঙ্গলময় গুরু*, আর তিনি উত্তরে বললেন, *একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নেই, তিনি সেই ঈশ্বর যিনি সমস্ত নির্মাণ করেছেন* (ছ)। [৮] আর এমন মানুষকে পাওয়া গেলে যারা তাঁর শিক্ষাবানী অনুযায়ী জীবন যাপন করে না, তারা খ্রিষ্টিয়ান বলে স্বীকৃত হবে না যদিও তারা কথায় খ্রিষ্টের শিক্ষাবাণী ঘোষণা করে; কেননা তিনি এ বলেছেন যে, যারা শুধু কথায় নয়, কিন্তু কাজে-কর্মে ও ব্যবহারেও খ্রিষ্টিয়ান, কেবল তারাই পরিত্রাণ পাবে।

[৯] কেননা তিনি একথা বলেছেন, *যে কেউ আমাকে প্রভু প্রভু বলে, সেই-ই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে* (জ)। [১০] *কেননা যে কেউ আমাকে শোনে ও আমি যা বলি তা-ই করে, সে তাঁকেই শোনে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন* (ঝ)। [১১] *অনেকে আমাকে বলবে, প্রভু, প্রভু, আপনার নামে আমরা কি খাওয়া-দাওয়া করিনি, পান করিনি ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করিনি? আর আমি উত্তরে তাদের বলব, হে জঘন্য কর্মের সাধক, আমা থেকে দূর হও* (ঞ)। [১২] *আর যখন ধার্মিকেরা সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে ও অধার্মিকদের অনির্বাণ আগুনে ফেলে দেওয়া হবে, তখন হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘসি* (ট)। [১৩] *কেননা বাইরে মেষের চামড়া পরে অনেকে আমার নামে আসবে, কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-ললুপ নেকড়ে; তোমরা তাদের কর্ম দ্বারা তাদের চিনতে পারবে। যেকোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়* (ঠ)। [১৪] তাই যারা তাঁর শিক্ষাবাণী

অনুযায়ী জীবন যাপন করে না ও কেবল নামেই খ্রিষ্টিয়ান, তারাই দণ্ডিত হোক, এবিষয়েও আপনাদের কাছে আবেদন রাখি।

১৭। কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও

[১] আমরা সর্বস্থানে, অন্যান্য সকলের আগেই আপনাদের নিযুক্ত লোকদের কাছে সাধারণ ও অসাধারণ কর দিতে চেষ্টা করি, যেইভাবে তাঁর কাছ থেকে শিখেছি (ক)। [২] সেসময় তাঁর কাছে কয়েকজন লোক এল যারা জিজ্ঞাসা করছিল কায়েসারকে কর দেওয়া উচিত ছিল কিনা। তিনি উত্তরে বললেন, *আমাকে বল, এই টাকার উপরে কার্ প্রতিকৃতি রয়েছে?* তারা উত্তরে বলল, *কায়েসারের।* আর তিনি পুনরায় তাদের দিকে ফিরে বললেন, *তবে কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও* (খ)।

[৩] অতএব, আমরা কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করি, কিন্তু বাকি সবকিছুর জন্য আমরা স্বচ্ছন্দে আপনাদের সেবা করি, কেননা আপনাদের আমরা বৈধ সম্রাট ও মানুষদের শাসনকর্তা বলে স্বীকার করি, এবং আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি যাতে আপনাদের মধ্যে রাজ-অধিকারের সঙ্গে ন্যায় যুক্তিও পাওয়া যায়।

[৪] কিন্তু আপনারা আমাদের প্রার্থনা ও স্পষ্ট জবাব তুচ্ছ মনে করলে তবে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, কেননা আমরা বিশ্বাস করি, এমনকি এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, এক একজন নিজ নিজ কর্মের মূল্য অনুসারে অনন্ত আগুনে শাস্তি পাবে, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে যে অধিকার পেয়েছিল, সেই অনুসারে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, সেইভাবে যেভাবে খ্রিষ্ট সেদিন স্পষ্টই ব্যক্ত করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *ঈশ্বর যাকে বেশি দিয়েছেন, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে* (গ)।

গ্রীক দর্শনবাদ ও খ্রিষ্টবিশ্বাস (১৮—২৩ অধ্যায়)

১৮। গ্রীক ঐতিহ্যে আত্মার অমরতা

[১] বাস্তবিকপক্ষে, আসুন, যত সম্রাট হয়েছেন ও এমন মৃত্যু বরণ করেছেন যা সকলেরই সাধারণ মৃত্যুর মত, আপনারা তাঁদের এক একজনের পরিণাম বিচার-

বিবেচনা করুন। যদি তেমন মৃত্যু সমস্ত অনুভূতি নিঃশেষ করত, তবে সেই মৃত্যু সকল অধার্মিকদের পক্ষে সৌভাগ্য (ক) হত। [২] কিন্তু, যারা জীবনযাপন করেছে যেহেতু তাদের সকলের মধ্যে অনুভূতি রয়ে গেছে ও তাদের জন্য অনন্ত একটা শাস্তি প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেজন্য একথা যে সত্য সেবিষয়ে আপনারা যেন নিজেদের নিশ্চিত করতে ও এতে বিশ্বাস করতে অবহেলা না করেন। [৩] ভূত সংক্রান্ত জাদুবিদ্যা, নিরপরাধী শিশুদের দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পাতাল থেকে মানবাত্মাকে আহ্বান, জাদুকরেরা যাদের স্বপ্নের উত্থাপক ও আমাদের পথের সাথী বলে থাকে, সেই অপদূতেরা, এমনকি জাদুবিদ্যা-নিপুণ লোকদের দ্বারা সাধিত সমস্ত অসাধারণ ঘটনা, এক কথায়, এসমস্ত কিছু আপনাদের এবিষয়ে নিশ্চিত করুক যে, মৃত্যুর পরে আত্মাগুলো অনুভূতি বজায় রাখে। [৪] তাছাড়া, সেই যে সকল মানুষকে মৃতদের আত্মা পেয়েছে ও যারা সেই আত্মগুলো দ্বারা কম্পান্বিত, যাদের সকলে অপদূতগ্রস্ত ও ক্ষিপ্ত বলে ডাকে, এবং আম্ফিলোখুসের, দদোনার, পিথিয়ার (খ) ও তাদের মত অন্যান্যদের তথাকথিত সেই দৈববাণী; [৫] আরও, লেখকদের, এম্পেদোক্লেসের ও পিথাগোরাসের, প্লেটোর ও সক্রেটিসের (গ) শেখানো কথা, ও সেই যে কবর বিষয়ে হোমার কথা বলে, পাতালের সমস্ত কিছুর নিরীক্ষার লক্ষ্যে অদিসেউসের অবরোহণ, ও অন্যান্য লেখকদের সমরূপ বর্ণনা (ঘ); [৬] তাদের কথা আপনারা যেমন শোনেন, তেমনি আমাদেরও কথা শুনুন, কেননা তাদের চেয়ে আমরা কম বিশ্বাসী নই এমনকি তাদের চেয়ে আমরা ঈশ্বরে আরও বেশিই বিশ্বাসী; এবং এই কারণেও আমাদের কথা শুনুন যে, যেহেতু আমরা একথা বলি যে ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই, সেজন্য আমরা এমনটা প্রতীক্ষায় আছি যে, মৃতেরা ও মাটির নিচে সমাহিত যারা তারা পুনরায় নিজ নিজ দেহ ফিরিয়ে নেবে।

১৯। দেহের পুনরুত্থান

[১] সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে আমাদের কাছে এব্যাপারের চেয়ে কীবা অবিশ্বাস্য বলে মনে হত যদি একজন বলত, আমরা তখনও দেহে অস্তিত্ববিহীন হলে মানব-বীজের ক্ষুদ্র একটা ফোটা থেকে হাড়, স্নায়ু ও মাংস গঠিত হবে ঠিক সেই আকারে যে আকারে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি?

[২] আপাতত আসুন, অনুমান যোগে একথা বলি: আপনারা যদি এইভাবে ও এই প্রকৃতি নিয়ে এজগতে না থাকতেন ও কেউ না কেউ মানব-বীজ ও মানুষের একটা ছবি দেখাত, ও আস্থার সঙ্গে আপনাদের বলত, প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টাকে জনিত করা যেতে পারে, আপনারা তা বাস্তবে না দেখার আগে তাকে বিশ্বাস করতেন? না, এবং এর বিপরীত বলতে কেউই সাহস করত না। [৩] তেমনি ভাবে, যেহেতু আপনারা একটা মৃতব্যক্তিকে পুনরুত্থান করতে কখনও দেখেননি, সেজন্য আপনারা এখনও তেমনটা বিশ্বাস করেন না। [৪] কিন্তু, প্রথমে যেমন আপনারা এমনটা বিশ্বাস করেননি যে ক্ষুদ্র একটা ফোটা থেকে মানুষ জন্ম নিতে পারত, ও পরে দেখতে পাচ্ছেন, তারা জন্মেছে, তেমনি একই প্রকারে বিচার-বিবেচনা করুন যে, বিলীন ও বীজের মত মাটিতে বিক্ষিপ্ত মানব-দেহগুলো যে ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ে পুনরুত্থান করবে ও অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে, তা অসম্ভব ব্যাপার নয় (ক)।

[৫] বস্তুতপক্ষে, যারা এমনটা বলে যে, প্রতিটি বস্তু যে পদার্থ থেকে জনিত হয়েছিল, তা নিজ নিজ পদার্থে ফিরে যায়, ও তেমনটার বাইরে ঈশ্বরও কিছু করতে পারেন না, তারা ঈশ্বরের পরাক্রমে কেমন মূল্য দিচ্ছেন তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু আমরা এটাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, তারা এমনটা সম্ভব বলে কখনও বিশ্বাস করত না যে, এই একই পদার্থ থেকে শুরু করে সেই প্রাণীগুলো জনিত হবে যা তারা দেখতে পাচ্ছে, এমনকি তারা নিজেরা যেভাবে আছে সেভাবে জনিত হবে ও গোটা বিশ্বও সেভাবে জনিত হবে [তাও তারা বিশ্বাস করত না]। [৬] এবং অন্যান্য সকলের মত বিশ্বাস না করার চেয়ে মানব-প্রকৃতির পক্ষে ও মানুষের পক্ষে যা অসাধ্য তা বিশ্বাস করা যে শ্রেয়, তা আমরা শিখেছি, কেননা আমাদের শিক্ষাগুরু যিশুখ্রিষ্টও আমাদের বলেছিলেন, *যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তা ঈশ্বরের পক্ষে সাধ্য* (খ)। [৭] তাছাড়া তিনি বলেছেন, *যারা তোমাদের মেরে ফেলে কিন্তু পরে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, তাদের ভয় করো না; তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি মৃত্যুর পরে প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন* (গ)। [৮] জাহান্নাম হলো সেই স্থান যেখানে তারা দণ্ডিত হবে যারা অধর্মময় জীবন যাপন করেছে ও যারা এমনটা বিশ্বাস করে না যে, খ্রিষ্টের দ্বারা ঈশ্বর যা শিখিয়েছেন, সেইসব কিছু সিদ্ধি লাভ করবে।

২০। বিশ্ব সংক্রান্ত পৌত্তলিক ও খ্রিষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে

[১] সেই সিবিলা (ক) ও সেই হিস্তাস্পেস (খ) এমনটা বলেছিল যে, যা কিছু ক্ষয়শীল সেইসব কিছুর অগ্নিময় একটা বিস্ফোরণ হবে। [২] স্তোয়াপন্থী বলে পরিচিত দার্শনিকেরাও এমনটা শেখায় যে, ঈশ্বর নিজে আগুনে নিঃশেষিত হবেন ও এমনটা বলে যে, তেমন রূপান্তরের পর জগৎ পুনরায় গঠিত হবে; অপরদিকে আমরা মনে করি যে, বিশ্বনির্মাতা ঈশ্বর যিনি, তিনি পরিবর্তন-সাপেক্ষ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। [৩] তাই যখন আমরা ক'টা ক্ষেত্রে আপনাদের সম্মানিত কবী ও দার্শনিকদের সমরূপ বিষয় শেখাই, কিন্তু অন্য অন্য ব্যাপারে আরও বেশি উন্নত ও ঈশ্বরের যোগ্য বিষয় শেখাই ও আমরা একাই তা প্রমাণ করি, তখন কেনই বা সকলের চেয়ে আমাদেরই অন্যায়ভাবে ঘৃণা করা হয়?

[৪] কেননা আমরা যখন বলি যে, সবকিছু ঈশ্বর দ্বারা গঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়েছে, তখন এমনটা মনে হতে পারে যে, আমরা প্লেটোরই একটা কথা (গ) উপস্থাপন করছি; যখন আগ্নিকাণ্ডের কথা বলি তখন এমনটা মনে হতে পারে যে, আমরা স্তোয়াপন্থীদেরই একটা কথা উপস্থাপন করছি; যখন বলি, মৃত্যুর পরে অধার্মিকদের আত্মা অনুভূতি-বিশিষ্ট হওয়ায় দণ্ডিত হবে কিন্তু ভক্তপ্রাণদের আত্মা দণ্ডমুক্ত হয়ে সুখে থাকবে, তখন এমনটা মনে হতে পারে যে, আমরাও কবী ও দার্শনিকদের একই কথা সমর্থন করছি; [৫] যখন আমরা বলি, মানুষের হাতে গড়া প্রতিমার সামনে ভূমিষ্ঠ হওয়া উচিত নয়, তখন ঠিক তা-ই বলি যা মজার কবী সেই মেনান্দ্র ও তাঁর মত অন্য অন্য কবীও বলেছিল, কেননা তারা ঘোষণা করেছিল যে, নির্মাতা নির্মিত বস্তুর চেয়ে ঊর্ধ্বতম।

২১। জেউসের সন্তানেরা

[১] আমরা যখন বলি, ঈশ্বরের প্রথমজনিত যিনি সেই [ঐশ] বাণী যৌন মিলন ছাড়া জনিত হলেন, ও আমাদের শিক্ষাগুরু সেই যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন, পুনরুত্থিত হলেন ও স্বর্গে আরোহণ করলেন, তখন আপনারা যাদের জেউসের সন্তান (ক) বলে থাকেন, তাদের তুলনায় আমরা নতুন কোন কিছুই উপস্থাপন করছি না। [২] কেননা আপনাদের সম্মানিত লেখকেরা জেউসকে যে কতজন সন্তানদের আরোপ করেন আপনারা তা ভালোই জানেন। ব্যাখ্যা-বিশিষ্ট বাণী ও সবকিছুর শিক্ষক সেই

হের্মেস; সেই আস্‌ক্লেপিউস যে মহান চিকিৎসক হয়েও বিদ্যুৎ-ঝলকে আঘাতগ্রস্ত হয়ে স্বর্গে আরোহণ করল; সেই দিওনিসোস যাকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল; সেই হেরাক্লেসও যে নিজের কষ্ট এড়াবার জন্য অগ্নিশিখায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিল; লেদার ছেলে দু'টো সেই দিওস্কুরোই; দানার ছেলে পের্সেউস; এবং অবশেষে সেই বেল্লেরোফোন্তেস যে মরণশীল সন্তান হয়েও পেগাসোস নামক ঘোড়ার পিঠে স্বর্গে আরোহণ করেছিল।

[৩] আর সেই আরিয়াদ্না ও আরিয়াদ্নার মত সেই সকলের বিষয়ে আর কী বা বলব যারা জ্যোতিষ্কে রূপান্তরিত হয়েছিল বলে কথিত আছে? আর কী বা বলব সেই সম্রাটদের বিষয়ে যাঁরা আপনাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু আপনারা তাঁদের অমর বলে সম্মান করেন ও তাঁদের পক্ষে এমন কাউকে উপস্থিত করান যে দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলবে, সে আগুনে জ্বলন্ত কায়েসারকে চিতা থেকে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখেছে?

[৪] এবং জেউসের সেই তথাকথিত প্রতিটি সন্তান সম্পর্কে যে কেমন ধরনের কর্মকান্ড বর্ণনা করা হয়, যারা সেইসব কিছু জেনে থাকে তাদের কাছে সেই সমস্ত বলা কোন দরকার হয় না; একটা মাত্র কথাই বলা হোক, তথা, সেসমস্ত কিছু যুবা ছাত্রদের সুবিধার্থে ও তাদের সাহসদানের লক্ষ্যেই লেখা হয়েছিল, কেননা সবাই দেব-দেবীর অনুকারী হওয়া শ্রেয় মনে করে।

[৫] কিন্তু দেব-দেবী সংক্রান্ত তেমন চিন্তা সুবোধের অধিকারী যেকোন প্রাণ থেকে দূর হোক; কেননা সবকিছুর প্রভু ও পিতা সেই জেউস নিজেই পিতৃঘাতক ও পিতৃঘাতকের ছেলে বলে গণিত, এবং লালসা ও জঘন্য ও হীন কামনা-বাসনার বশীভূত হয়ে সে সেই যুবা গানিমেদেসকে ছিনতাই করেছিল ও বহু স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করেছিল যাদের সন্তানেরাও তেমন আচরণের অধিকারী হয়েছিল। [৬] কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে উপরে বলেছিলাম, তেমন কুকর্মকে সেই মন্দ অপদূতেরাই সাধন করেছিল। কিন্তু আমাদের যে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি যে, যারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পুণ্যময় ও সদ্‌গুণমন্ডিত জীবন যাপন করেছে, কেবল তারাই অমর হয়ে ওঠে, কিন্তু যারা মনপরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক সেই দুর্জনেরা অনন্ত আগুনে দন্ডিত হয়।

২২। ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সেই বাণী যিশুখ্রিষ্ট

[১] উপরন্তু, যিশু বলে অভিহিত ঈশ্বরের পুত্র তাঁর সাধারণ প্রজন্মের দিক দিয়ে মানুষ হয়েও তবু তাঁর প্রজ্ঞার কারণে ঈশ্বরের পুত্র অভিহিত হওয়ার যোগ্য, কেননা সকল লেখকেরা ঈশ্বরকে মানুষদের ও দেব-দেবীর পিতা বলে ডাকে (ক)। [২] আর যখন আমরা এমনটাও বলি যে তিনি সাধারণ যত প্রজন্মের বাইরে বিশিষ্ট ভাবেই স্বয়ং ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরের বাণী বলে জনিত হয়েছিলেন (খ) (যেইভাবে আমরা আগেও বলেছিলাম), তখন আমাদের এই কথা আপনাদের দাবির সঙ্গে মেলে, কেননা আপনারাও এমনটা বলেন যে, হের্মেস হল সেই বাণী যা ঈশ্বরের দূত (গ)। [৩] আর কেউ যদি আপত্তি করে বলত, তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তবে একথাও জেউসের আগেকার উল্লিখিত সেই সন্তানদের সঙ্গে খাপ খায় যারা আপনাদের মতে কষ্টভোগ করেছিল।

[৪] কেননা এমনটা বর্ণনা করা আছে যে, তারাও মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করেছিল যদিও সেই যন্ত্রণাগুলো একই নয় কিন্তু ভিন্ন। ফলত তাঁর বিশেষ ধরনের যন্ত্রণাভোগের দিক দিয়েও তিনি তাদের তুলনায় নিম্নতর অবস্থা-মণ্ডিত মনে হচ্ছে না, বরং এই বক্তব্যের পরবর্তী অংশে আমরা দেখাব যে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের ঊর্ধ্বতরই অবস্থা-মণ্ডিত, সেইভাবে যেভাবে আমরা এবিষয়ে কথা দিয়েছিলাম, এমনকি বিষয়টা ইতিমধ্যে দেখানো হয়েই গেছে, কেননা যে শ্রেষ্ঠ, সে নিজের কর্ম দ্বারা প্রকাশিত। [৫] আর যখন আমরা এও বলি যে তিনি কুমারী থেকে জন্ম নিয়েছেন, তখন এতে আপনারা আপনাদের সেই পের্সেউসের (ঘ) সঙ্গেও মিল দেখতে পান। [৬] আর যখন আমরা বলি, তিনি খোঁড়া, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও জন্ম থেকে পীড়িত মানুষদের সুস্থ করেছেন ও মৃতদের পুনরুত্থিত করেছেন, তখন এমনটা মনে হচ্ছে, তেমন কর্মও সেই কর্মের সদৃশ যা আস্ক্লেপিউসের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল বলে কথিত আছে।

২৩। খ্রিষ্টধর্ম নিজস্ব সত্যের গুণেই মূল্যবান

[১] কিন্তু এসমস্ত কিছু আপনাদের কাছে আরও স্পষ্ট করার জন্য আমরা তিনটে প্রমাণ উপস্থাপন করব (ক): [প্রথমত] আমরা যা বলি ও খ্রিষ্টের কাছ থেকে ও তাঁর আগে আসা নবীদের কাছ থেকে যা কিছু আমরা শিখেছি, সেটাই একমাত্র সত্য ও সকল

লেখকের চেয়ে আরও বেশি প্রাচীনতম, ও সেই ভিত্তিতে তেমন সত্য গ্রহণ করা দরকার: সত্যটা যে সেই লেখকদের একই কথা বলে এর জন্য নয়, কিন্তু এই কারণে যে, সেটাই প্রকৃত সত্য।

[২] [দ্বিতীয়ত,] কেবল যিশুখ্রিষ্টই প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে জনিত হয়েছেন যেহেতু তিনিই তাঁর প্রথমজনিত বাণী ও তাঁর পরাক্রম, এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমে মানুষ হয়ে মানবজাতির মুক্তি ও নবায়নের লক্ষ্যে এসমস্ত শিক্ষাবাণী দিয়েছেন;

[৩] [তৃতীয়ত,] তিনি মানুষদের মধ্যে মানুষ হবার আগে, পূর্বে উল্লিখিত সেই মন্দ অপদূতদের দ্বারা ও কবীদের মধ্য দিয়ে কেউ না কেউ নিজ নিজ কল্পিত গল্পগুলোকে বাস্তবে ঘটিত বলে উপস্থাপন করেছিল ও সেইভাবেও আমাদের বিরুদ্ধে এমন নিন্দাজনক অপবাদ ও ঘৃণ্য অশ্লীলতা বানিয়েছে যা সম্পর্কে কোন প্রমাণও নেই, কোনও সাক্ষ্যও নেই। আমরা এসমস্ত কিছুর বিবরণ দেব।

প্রতিমাপূজা, ভ্রান্তমত ও অশ্লীল ব্যবহার নিন্দা (২৪–২৯ অধ্যায়)

২৪। খ্রিষ্টধর্ম প্রতিমাপূজা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন

[১] প্রথমত, গ্রীকদের শিক্ষা সমরূপ ক'টা শিক্ষা স্বীকার করলেও কেবল আমরাই খ্রিষ্ট-নামের কারণে ঘৃণার পাত্র হচ্ছি ও কোন অনিষ্ট কর্ম না করা সত্ত্বেও অপরাধী বলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছি। অপরদিকে অন্যেরা নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী গাছগাছালি, নদনদী, ইঁদুর, বিড়াল, কুমির ও যুক্তিক্ষমতা বিহীন অন্য বহু প্রাণীকে পূজা করে [ক]; একই প্রাণীগুলো যে সকলের দ্বারা পূজিত এমন নয়, বরং একটা অঞ্চলে একটা প্রাণী, অন্য অঞ্চলে অন্য প্রাণী পূজিত, যার ফলে এক একজনের বিচারমতে সবগুলোই অপবিত্র যেহেতু সবাই একই বস্তুকে পূজা করে না। [২] অতএব, যে একমাত্র অভিযোগ আপনারা আমাদের উপর আরোপ করতে পারেন এটি হলো যে, আমরা আপনাদের একই দেব-দেবীকে উপাসনা করি না, মৃতদের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য ও চর্বি অর্পণ করি না, মূর্তির উদ্দেশেও ফুলমালা ও যজ্ঞবলি নিবেদন করি না। [৩] কেননা আপনারা এবিষয়ে খুবই সচেতন যে, একই জন্তু কার কার দ্বারা দেব-দেবী বলে গণিত, অন্য কার দ্বারা পশু বলে, ও অন্য কার দ্বারা যজ্ঞবলি বলে গণিত।

২৫। খ্রিষ্টিয়ানেরা দেব-দেবীকে ছেড়ে যিশুখ্রিষ্টকে বেছে নিয়েছে

[১] দ্বিতীয়ত [ক], সমগ্র মানবজাতি জুড়ে এই আমরা যারা আগে সেমেলের ছেলে দিওনিসোসকে ও লাতোনার ছেলে আপল্লোসকে পূজা করতাম (যাদের বিষয়ে কিশোরদের প্রতি লালসার খাতিরে তারা যা করেছিল তা উল্লেখ করাও আমরা লজ্জাবোধ করছি) ও সেই পের্সেফোনেসকে ও আফ্রদিতেসকে পূজা করতাম (যারা দু'জনেই আদোনিসের প্রেমে উন্মাদ ছিল ও যাদের বিষয়ে আপনারা রহস্যগুলোও পালন করছেন), অথবা সেই আস্‌ক্লেপিউসকে বা তথাকথিত দেব-দেবীর অন্য কোন একটাকে পূজা করতাম, আচ্ছা, সেই আমরা যিশুখ্রিষ্টের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডের হুমকিতেও এখন সেগুলোকে অবজ্ঞা করি। [২] কেননা আমরা অজনিত ও আবেগহীন ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেছি ও তাঁর বিষয়ে এমনটা বিশ্বাস করি যে, তিনি কখনও লালসার বশে আন্তিওপেসকে বা সেপ্রকারের অন্য নারীদের এমনকি গানিমেদেসকেও ধর্ষণ করেননি; এমনটাও বিশ্বাস করি না যে তিনি থেতিসের সাহায্যে একশত-হাত-বিশিষ্ট সেই দৈত্যের দ্বারা [খ] মুক্তিলাভ করেছিলেন ও তেমন মুক্তিলাভের ফলে থেতিসের ছেলে আখিল্লেস দ্বারা তার উপপত্নী ব্রিসেইসের কারণে বহু গ্রীকদের ধ্বংস করেছিলেন। [৩] যারা এসমস্ত কিছু বিশ্বাস করে, তাদের জন্য আমরা দুঃখিত, কেননা আমরা জানি, সেই অপদূতেরাই সেই সমস্ত কিছুর কারণ হয়েছিল।

২৬। এমন রহস্যময় উপাসনা-কর্ম যেগুলো নিন্দিত নয়

[১] তৃতীয়ত [ক], স্বর্গে খ্রিষ্টের আরোহণের পরেও সেই অপদূতেরা এমন ক'টা মানুষের উদ্ভব ঘটাল যারা নিজেদের বিষয়ে বলত তারা নিজেরা দেবতা, এবং আপনারা যে তাদের নির্যাতন করেননি তা শুধু নয়, বরং তাদের সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

[২] উদাহরণ স্বরূপ, গিত্তন গ্রামে সঞ্জাত সামারীয় একজন শিমোন [খ] ছিল যে ক্লাউদিউস সম্রাটের আমলে নিজের অন্তরে কার্যকর অপদূতদের সহায়তায় আপনাদের রাজকীয় শহর এই রোমে অপূর্ব কর্ম সাধন করেছিল; আচ্ছা, সেই লোকটা দেবতা বলে গণ্য হল ও দেবতা হিসাবে আপনাদের দ্বারা একটা মূর্তি দিয়ে সম্মানপ্রাপ্ত হল; মূর্তিটা তিবেরিস নদীতে দু'টো সেতুর মাঝখান যায়গায় অবস্থিত ও তাতে রোমীয় ভাষায় এই

লিপি রয়েছে ‘Simoni Deo Sancto’ [‘পবিত্র দেবতা শিমোনের উদ্দেশে’]। [৩] এবং প্রায় সকল সামারীয়রা ও অন্য দেশেরও কয়েকজন তাকে প্রথম দেবতা বলে মানে ও পূজা করে; এবং হেলেনা নামক যে স্ত্রীলোক সেসময় তার সঙ্গে চলে বেড়াত কিন্তু আগে বেশ্যা ছিল, তার বিষয়ে তারা বলে, সে হল সেই প্রথম ধারণা যা সেই শিমোন থেকে নির্গত।

[৪] তাছাড়া আমরা এও জানি যে, কাপ্পারেতেয়া গ্রামের আদিবাসিন্দা মেনান্দ্র (গ) নামক কে যেন একজন, আর সেও সামারীয়, সে শিমোনের শিষ্য হয়ে ও ফলত অপদূতদের বশে বশীভূত হয়ে আন্তিওখিয়ায় গিয়ে জাদুবিদ্যা দ্বারা বহু বহু মানুষকে প্রতারণা করেছিল, এমনকি, যারা তার অনুসরণ করছিল, তাদের নিশ্চিত করেছিল তারা কখনও মরবে না। তার অনুসারীদের মধ্যে আজকালেও কেউ না কেউ আছে যারা তা বিশ্বাস করছে।

[৫] আরও, পন্তস দেশের মার্কিওন (ঘ) নামক একটা লোক আছে, সে তো আজও জীবিত, ও নিজের অনুসারীদের এমনটা শেখায় যে, স্রষ্টার ঊর্ধ্বতর এক ঈশ্বর আছেন; লোকটা সর্বস্তরের মানুষের কাছে ও অপদূতদের সহায়তায় বহু মানুষকে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা বলাতে, ঈশ্বর যে এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা তা অস্বীকার করাতে, ও ঊর্ধ্বতর এমন আর এক দেবকে স্বীকার করাতে কৃতকার্য হয়েছে যে মহত্তর কিছু সৃষ্টি করেছে।

[৬] যারা উপরোল্লিখিত লোকদের অভিমত মেনে নেয়, তারা (যেমনটা আগেও বলেছি) খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত; ঠিক সেই লোকদের মত যারা তত্ত্ব ক্ষেত্রে দার্শনিকদের সঙ্গে একমত নয় অথচ সেই দার্শনিকদের সঙ্গে তারাও একই ‘দার্শনিক’ নামের অংশী (ঙ)। [৭] তথাপি, ওদের বিষয়ে যা যা বলা হয়, সেই ব্যাপারে আমরা জানি না ওরা সত্যিকারে সেই সমস্ত জঘন্য কর্ম সম্পাদন করে কিনা, যেমন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া, অশ্লীল যৌন মিলন ও মানব-মাংস ভক্ষণ। কিন্তু এ জানি যে, কমপক্ষে তাদের অভিমতের ভিত্তিতে, আপনারা তাদের নির্যাতনও করেন না, মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করেন না (চ)।

[৮] এদিকে আমি উদ্ভূত সমস্ত ভ্রান্তমতের বিপক্ষে একটা নিবন্ধ লিখেছি (ছ); আপনারা নিবন্ধটা পড়তে ইচ্ছা করলে, আমি আপনাদের তা দিয়ে দেব।

২৭। খ্রিষ্টিয়ানেরা অশ্লীল ব্যবহার থেকে দূরবর্তী

[১] আমাদের দিক দিয়ে, আমাদের শেখানো হয়েছে যে, নবজাত শিশুদের ফেলে দেওয়া সত্যিই দুর্জনদের কাজ (ক)। প্রথমত একারণে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা সবাই অর্থাৎ মেয়েরা শুধু নয়, ছেলেরাও পতিতা ও পতিতবৃত্তিতে চালিত হয়; এবং যেমন প্রাচীনদের বিষয়ে বলা হয় তারা বলদ, ছাগ, ভেড়া ও ঘোড়ার পাল পালন করত, তেমনি দেখতে পাচ্ছি আপনারা আজ কেবল এই লজ্জাকর ব্যবসার লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরীকে পালন করে থাকেন; আর এইভাবে স্ত্রীলোক, হিজড়া ও বিকৃত চরিত্রের অগণন ভিড় রয়েছে যারা প্রতিটি জাতিতে এই পেশাবৃত্তি করে থাকে, [২] আর আপনারা ওদের ভাড়া, উপবৃত্তি ও কর পেয়ে থাকেন; অথচ এমনটা উচিত আপনাদের দেশ থেকে এই ব্যবসা উচ্ছেদ করা। [৩] এবং নাস্তিক, ভক্তিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল যৌন মিলনের কথা বাদে, যারা এপ্রকার ব্যবসা করে থাকে, সময় সময় তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যে নিজের ছেলের সঙ্গে অথবা আত্মীয়ের সঙ্গে বা ভাইয়ের সঙ্গেও মিলিত হয়। [৪] অন্য কেউ রয়েছে যারা নিজ নিজ ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করায়; অন্য কেউও রয়েছে যারা পায়ুকামের লক্ষ্যে প্রকাশ্যে নিজেদের অঙ্গ উচ্ছেদ করে ও দেব-দেবীর মাতার সম্মানার্থে পালিত রহস্যগুলোতে যোগ দেয়। তাছাড়া, আপনারা যাদের দেবতা বলে জ্ঞান করেন, সেগুলোর এক একটাকে মহৎ ও রহস্যময় প্রতীক হিসাবে একটা সাপ-চিত্র আরোপ করা হয় (খ)।

[৫] এবং এসমস্ত কিছু যা আপনারা করতালি দিতে দিতে প্রকাশ্যে করে থাকেন কেমন যেন ঈশ্বরের আলো উল্টিয়ে গেছে ও নিভিয়ে গেছে, সেই সমস্ত কিছু আপনারা আমাদের উপরেই চাপিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু, যেহেতু আমরা সেসমস্ত জঘন্য কর্মের একটাও সম্পাদন করা থেকে বেশ দূরে রয়েছি, সেজন্য আপনাদের এই অভিযোগ আমাদের আদৌ স্পর্শ করে না, বরং যারা তেমন কর্মকাণ্ড করে ও মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, সেই অভিযোগ তাদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২৮। ঈশ্বর মানুষের প্রতি যত্নশীল

[১] বাস্তবিকই আমাদের মধ্যে মন্দ অপদূতদের যে প্রধান, সে সাপ, শয়তান ও দিয়াবল বলে অভিহিত (ক), যেমন আপনারা নিজেরা আমাদের শাস্ত্র পড়ে শিখতে

পারেন। এবং সেই সাপকে যে তার সেনাদলের সঙ্গে ও তার অনুগামী লোকদের সঙ্গে আগুনে ছুড়ে ফেলা হবে ও অন্তহীন কাল ধরে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, একথা খ্রিষ্ট আগে থেকে ঘোষণা করেছিলেন (খ)।

[২] বাস্তবিকই ঈশ্বর কেন তেমনটা করতে স্থগিত করেছেন, এর কারণ হলো মানবজাতির প্রতি তাঁর যত্ন; কেননা তিনি আগে থেকে জানেন যে, কেউ কেউ মনপরিবর্তন দ্বারা পরিত্রাণ পাবে, অন্য কেউও হয় তো পরিত্রাণ পাবে যারা এখনও জন্মায়নি। [৩] কেননা তিনি আদিতে চেতনা-বিশিষ্ট ও স্বেচ্ছায় সত্যকে বেছে নেবার ও সদাচরণ করতে সক্ষম মানবজাতিকে নির্মাণ করেছেন, ফলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সকল মানুষের জন্য কোন অজুহাত নেই, কারণ সবাই যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন ও চিন্তাশীল হয়ে জন্ম নিয়েছে (গ)।

[৪] আর যদি কেউ না কেউ এমনটা বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর এসমস্ত বিষয়ে চিন্তিত, তবে হয় সে এমনটা অনুমান করবে যে ঈশ্বর নেই, না হয় এমনটা মেনে নেবে যে তিনি থাকা সত্ত্বেও অনিষ্টে প্রীত, না হয় একটা পাথরের মত উদাসীন; সে এও বলবে যে, সদ্‌গুণ ও রিপু দু'টোই নেই, ও কেবল মানুষের অভিমতেই এসমস্ত কিছু ভাল বা মন্দ বলে পরিগণিত। আচ্ছা, এটাই সবচেয়ে বড় অভক্তি ও অন্যায্যতা।

২৯। খ্রিষ্টিয়ানদের আত্মসংযম

[১] আরও, [আমরা নবজাত শিশুদের ফেলে দিই না] যাতে এমনটা না হয় যে, কেউই তাদের গ্রহণ করে না নিলে তারা কেউ না কেউ মারা যাবে, ফলে আমরা নরহত্যা দায়ে অপরাধী হব। না, আমরা বরং যদি বিবাহ করি, তবে কেবল সন্তানদের লালন-পালন করার জন্যই বিবাহ করি, অথবা, যদি বিবাহ না করি, তবে কৌমার্য পালন করি।

[২] আর আপনারা যেন এটা বুঝতে পারেন যে এলোমেলো যৌন সংযম আমাদের রহস্যগুলোর মধ্যে স্থান পায় না, আমাদের একজন একসময় আলেক্সান্দ্রিয়ায় পৌরশাসক ফেলিক্সের কাছে একটা পুস্তিকা উপস্থাপন করেছিল যাতে চিকিৎসক দ্বারা নিজের অণ্ডকোষ দু'টো ছেদন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, কেননা সেখানকার চিকিৎসকেরা নাকি বলত, পৌরশাসকের অনুমতি না থাকলে তেমনটা করা নিষেধ (ক)। [৩] আর যেহেতু ফেলিক্স তেমন অনুমোদন দিতে একেবারে অস্বীকার করলেন, সেজন্য সেই যুবক

নিজের বিবেকে শান্তি ভোগ ক'রে ও যারা তার সঙ্গে একমত ছিল তাদেরও সম্মতিতে তুষ্ট হয়ে কৌমার্য-জীবনে নিষ্ঠাবান থাকল।

[৪] অপরদিকে সেই আন্তিনোওসের [খ] কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় মনে করি না; সে সম্প্রতিকালেও জীবিত ছিল। আচ্ছা, সবাই ভয়েতে তাকে দেবতা বলে পূজা করতে অতিব্যস্ত ছিল যদিও সবাই ভাল করে জানত, লোকটা কে ও সে কোথাকার মানুষ।

খ্রিষ্ট সংক্রান্ত মশীহমূলক ভাববাণী (৩০–৪২ অধ্যায়)

৩০। খ্রিষ্ট কি জাদুকর ছিলেন?

[১] যাতে এমন কেউই এই আপত্তি না তোলে যে, আমরা যাঁকে খ্রিষ্ট বলে থাকি, তিনি মানুষদের সন্তান মানুষ হওয়ায় আমরা যা অলৌকিক কাজ বলে থাকি তা তিনি জাদুবিদ্যা দ্বারাই সম্পাদন করেছিলেন এবং এর ফলে এমনটা মনে হলো তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, [যাতে এমন কেউই এই আপত্তি না তোলে,] সেজন্য আমরা এখন এবিষয়ে এই প্রমাণ উপস্থাপন করব: আমরা সরল বর্ণনায় বিশ্বাস রাখি না, বরং এসমস্ত কিছু ঘটবার আগে যে যে ভাববাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সেই ভাববাণী দ্বারাই আমরা একেবারে নিশ্চিত, কেননা স্বচক্ষে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা বাস্তবে ঘটেছে ও তা সেইভাবেই ঘটছে যেভাবে সেবিষয়ে ভাববাণী দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং আমরা মনে করি, আপনাদের জন্যও এটা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সত্য প্রমাণ বলে দেখা দেবে [ক]।

৩১। পুরাতন নিয়মের নবীদের সম্পর্কে

[১] তবে, ইহুদীদের মধ্যে কোন কোন মানুষ ছিলেন ঈশ্বরের নবী, কেননা তাঁদের মধ্য দিয়ে নবীয় আত্মা এমন কিছু ঘটবার আগেই তা আগে থেকে ঘোষণা করছিলেন; এবং তাঁদের ভাববাণী যেভাবে উচ্চারিত হচ্ছিল যখন তাঁরা ভাববাণী দিচ্ছিলেন, সেই ভাববাণী ঠিক সেইভাবে সেই রাজাদের দ্বারা সযত্নেই গৃহীত হচ্ছিল যাঁরা যুদেয়ায় নানা কালে রাজত্ব করছিলেন; এবং এই রাজারা খুবই সতর্ক ছিলেন যাতে এমন পুস্তক যোগাড় করতে পারেন যা স্বয়ং নবীদের দ্বারা নিজেদের হিব্রু ভাষায় রচিত হয়েছিল [ক]।

[২] যখন মিশর-রাজ তলেমি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন ও সকল মানুষের লেখা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছিলেন, তখন, এ ভাববাণীগুলোর কথা শুনতে পেয়ে তখনকার ইহুদীদের রাজা হেরোদের কাছে এমন আবেদন-পত্র প্রেরণ করলেন যাতে সেই পুস্তকগুলো তাঁর কাছে পাঠানো হয় (খ)। [৩] এবং হেরোদ রাজা তাঁকে সেই লেখাগুলো পাঠিয়েছিলেন যা উপরোল্লিখিত হিব্রু ভাষায় লেখা। [৪] কিন্তু, যেহেতু সেই লেখাগুলো মিশরীয়দের কাছে অবোধ্য ছিল, তিনি পুনরায় এমন আবেদন-পত্র পাঠালেন যাতে তাঁর কাছে এমন মানুষদের পাঠানো হয় যারা লেখাগুলোকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম (গ)।

[৫] এসব কিছু ঘটবার পর পুস্তকগুলো আজ পর্যন্ত মিশরীয়দের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে; তবু পুস্তকগুলো সর্বস্থানে সকল ইহুদীদের কাছেও পাওয়া যেতে পারে, যারা সেগুলো পড়তে পারলেও সেগুলোর প্রকৃত অর্থ বোঝে না, এমনকি তারা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু মনে করে, এবং তেমনটা করতে পারলে আপনাদের মত আমাদের নির্যাতন করে ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, যেইভাবে আপনারা সহজে সপ্রমাণ করতে পারেন (ঘ)।

[৬] বস্তুতপক্ষে সম্প্রতিকালীন ইহুদী যুদ্ধে ইহুদীদের বিপ্লবের নেতা সেই বার-কখেবাও (ঙ) এমন আজ্ঞা দিয়েছিল, যা অনুসারে কেবল খ্রিষ্টিয়ানেরাই হিংস্র শাস্তিভোগে চালিত হবে যদি না যিশুখ্রিষ্টকে অস্বীকার করত ও তাঁর বিষয়ে নিন্দাজনক কথা না বলত।

[৭] কিন্তু আমরা ঠিক সেই নবীদের পুস্তকগুলোতেই সেই ঘোষণা পাই যা অনুসারে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট এক কুমারী থেকে জন্মগ্রহণ ক'রে ও মানুষ হয়ে আগমন ক'রে, যত রোগ ও পীড়া নিরাময় ক'রে, মৃতদের পুনরুত্থিত ক'রে, ঘৃণার পাত্র হয়ে ও অস্বীকৃত হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় ও তেমন নাম বহন করায় তিনি মৃত্যুবরণ ক'রে পুনরুত্থান করবেন ও স্বর্গে আরোহণ করবেন; আমরা এই পূর্বঘোষণাও পাই যে, এসমস্ত কথা প্রচার করার জন্য তাঁর দ্বারা কয়েজন মানুষ সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত হবেন, ও বিশেষভাবে বিজাতীয়েরাই তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখবে (চ)। [৮] তাঁর আবির্ভাবের আগে যে সমস্ত ভাববাণী তাঁকে লক্ষ করে, সেইগুলো প্রথমবারে পাঁচ হাজার

বছর আগে, দ্বিতীয়বারে তিন হাজার বছর আগে, তৃতীয়বারে দু’ হাজার বছর আগে, চতুর্থবারে এক হাজার বছর আগে, ও শেষবারে আটশ’ বছর আগে উচ্চারিত হয়েছিল, কেননা প্রজন্ম ক্রমে নানা নবীর উদ্ভব হয়েছিল (ছ)।

৩২। মোশি ও ইশাইয়ার ভাববাণী

[১] সুতরাং, নবীদের মধ্যে প্রথম যিনি, সেই মোশি অক্ষরে অক্ষরে একথা বলেছিলেন, *যুদার একটি জননেতার অভাব হবে না, তার দু’ উরুর মাঝখান থেকেও একটি অধিনায়কের অভাব হবে না, যতদিন না তিনি আসেন তেমন পদ যাঁর অধিকার; তিনি হবেন বিজাতীয়দের সেই প্রতীক্ষিত যিনি নিজের শাবককে আঙুরলতায় বেঁধে রাখেন ও আঙুরের রক্তে নিজের কাপড় ধুয়ে নেন* (ক)।

[২] সূক্ষ্ম তদন্ত করা আপনাদের উপরেই নির্ভর করে; আপনারাই দেখবেন কোন্ সময় পর্যন্ত ইহুদীদের একটি নেতা বা একটি রাজা হয়েছেন। সেই যিশুখ্রিষ্টের সময় পর্যন্ত, যিনি আমাদের শিক্ষাগুরু ও সেই ভাববাণীর ব্যাখ্যাতা যা সেকাল পর্যন্ত অস্পষ্ট ছিল; ঠিক সেইভাবে যেভাবে মোশীর মধ্য দিয়ে ঐশ ও নবীয় পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্বঘোষণা করা হয়েছিল যে, ইহুদীদের জন্য একটি অধিনায়কের অভাব হবে না, যতদিন না তিনি আসেন রাজ্য যাঁর অধিকার (খ)। [৩] কেননা যুদা হলেন ইহুদীদের আদিপিতা, আর এজন্যই তারা ইহুদী বলে অভিহিত; এবং খ্রিষ্টের আবির্ভাবের পরে আপনারা ইহুদীদের উপরেও রাজত্ব করতে শুরু করেছেন ও তাদের গোটা অঞ্চল শাসন করে থাকেন।

[৪] ‘তিনি হবেন বিজাতীয়দের প্রতীক্ষিত’ বাক্যটার অর্থ ছিল, তিনি আপন দ্বিতীয় আগমনে সকল জাতির দ্বারা প্রতীক্ষিত হবেন, যেইভাবে আপনারা নিজেরা স্বচক্ষে দেখতে পান ও সেবিষয়ে বাস্তবে নিশ্চিত হতে পারেন; কেননা যাঁকে যুদেয়ায় ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তিনি সমস্ত দেশের মানুষের দ্বারা প্রতীক্ষিত হচ্ছেন, এবং তাঁর ক্রুশারোপণের পর দেশটা যুদ্ধের লুণ্ঠিত সম্পদ হিসাবে আপনাদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। [৫] এবং ‘তিনি নিজের শাবককে আঙুরলতায় বেঁধে রাখেন ও আঙুরের রক্তে নিজের কাপড় ধুয়ে নেন’ বাক্যটা খ্রিষ্টের যা ঘটবার ও তিনি যে কী করবেন সেটারই একটা অর্থপূর্ণ প্রতীক ছিল। [৬] কেননা গাধার একটা বাচ্চা একটা গ্রামের প্রবেশপথে,

একটা আঙুরলতায় বাঁধা ছিল (গ), ও তিনি আদেশ করেছিলেন যেন তাঁর অনুগামীরা সাথে সাথে সেটাকে তাঁর কাছে আনেন; আর যখন সেই বাচ্চাকে আনা হল, তখন তিনি সেটার পিঠে উঠে সেটা চড়ে যেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলেন, যা এমন স্থান যেখানে ইহুদীদের সেই মহিমময় মন্দির ছিল যা পরবর্তীকালে আপনারা ভূমিসাৎ করেছিলেন; এবং এসমস্ত কিছুর পরে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল যাতে ভাববাণীর অবশিষ্টাংশ সিদ্ধি লাভ করে। [৭] কেননা তিনি 'আঙুরের রক্তে নিজের কাপড় ধুয়ে নেন' বাক্যটা সেই যন্ত্রণার একটা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যারা, নিজের রক্তে তাদের শোধন করার জন্য তাঁর ভোগ করার কথা ছিল। [৮] কেননা নবীর মধ্য দিয়ে ঐশ আত্মা দ্বারা যা 'কাপড়' বলে চিহ্নিত হয়েছিল, তা হলো সেই মানুষেরা যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে ও যাদের মধ্যে ঈশ্বরের বীজ (ঘ) তথা বাণী বিদ্যমান। [৯] অন্যদিকে, যা 'আঙুরের রক্ত' বলে চিহ্নিত, তার অর্থ হলো, যিনি আবির্ভূত হবেন তাঁর রক্ত থাকবে, কিন্তু মানব-বীজ থেকে নয়, বরং ঐশপরাক্রম থেকেই তাঁর রক্ত থাকবে (ঙ)। [১০] এবং সকলের পিতা সেই প্রভু ঈশ্বরের পরে প্রথম পরাক্রম হলেন সেই বাণী যিনি [তাঁর] পুত্রও। সেই বাণী কেমন করে মাংস ধারণ করলেন ও মানুষ হলেন, তা আমরা পরবর্তীতে বলব। [১১] কেননা যেমন মানুষ নয়, কিন্তু ঈশ্বরই আঙুরের রক্ত গড়েছিলেন, তেমনি একই প্রকারে বাক্যটার অর্থ এ ছিল যে, তাঁর রক্ত মানবীয় বীজ থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রম থেকে জনিত হবে, যেইভাবে আমরা বলে এসেছি।

[১২] তাছাড়া আর এক নবী, সেই ইশাইয়া, অন্য কথা দ্বারা একই ঘটনাগুলো পূর্বঘোষণা করে বলেছিলেন, *যাকোব থেকে একটা জ্যোতিষ্ক উৎপন্ন হবেন, যেসের শিকড় থেকে একটা ফুল গজিয়ে উঠবেন; বিজাতীয়েরা তাঁর বাহুতে ভরসা রাখবে* (চ)। [১৩] এবং একটা জ্যোতিষ্ক উৎপন্ন হলেন, যেসের শিকড় থেকে একটা ফুল গজিয়ে উঠলেন: তিনি সেই খ্রিষ্ট। [১৪] কেননা ঈশ্বরের পরাক্রমে তাঁকে এমন কুমারীর গর্ভে ধারণ করা হয়েছে যিনি সেই যাকোবের বীজের মানুষ যিনি ছিলেন যুদার পিতা ও উপরোল্লিখিত ইহুদীদের পিতা। যেসেও তাঁর পূর্বপিতা ছিলেন, কেননা, সেই দৈববাণী অনুসারে বংশধারা অনুযায়ী তিনি ছিলেন যাকোবের ও যুদার সন্তান।

৩৩। যিশুর জন্ম সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] এবার আপনারা শুনুন কেমন করে ইশাইয়ার দ্বারা কেমন সূক্ষ্মতার সঙ্গে এমনটা ঘোষিত হয়েছিল, তিনি একটি কুমারী থেকে জন্ম নেবেন। তিনি একথা বলেছিলেন, *দেখ, একটি কুমারী গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন, ও তাঁর নাম রাখবেন ইম্মানুয়েল* (ক)। [২] বাস্তবিকই যা মানুষের পক্ষে অবিশ্বাস্য ও অসাধ্য বলে গণ্য ছিল, ঈশ্বর নবীয় আত্মা দ্বারা ঠিক তা-ই ঘটবে বলে পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যাতে তা ঘটবার সময়ে মানুষ আর অবিশ্বাসী না হয়ে বরং সেই ভাববাণী গুণে বিশ্বাসী হয় (খ)।

[৩] উল্লিখিত এই ভাববাণী না বুঝে যাতে কেউ আমাদের উপর সেই একই অভিযোগ না আনে যা দ্বারা আমরা সেই কবীদের অভিযুক্ত করেছিলাম যারা এমনটা বলে যে, জেউস স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রেখেছে, সেজন্য আমরা বাক্যটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

[৪] তবে 'দেখ, একটি কুমারী গর্ভবতী হবেন' বাক্যটার অর্থ এ হলো যে, সেই কুমারী যৌন মিলন ছাড়া গর্ভধারণ করলেন; কেননা যদি তাঁর কোন যৌন সম্পর্ক হয়ে থাকত তবে তিনি আর কুমারী হতেন না; পক্ষান্তরে ঈশ্বরের পরাক্রম সেই কুমারীর উপরে নেমে এল, তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করল, ও এমনটা করল যাতে নিজের কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে কুমারীটি গর্ভস্থা হন (গ)। [৫] এবং সেই উপলক্ষে যিনি সেই কুমারীর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, ঈশ্বরের সেই দূত শুভসংবাদ দান কালে বলেছিলেন, *দেখ, পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর তিনি পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন ও তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে কারণ তিনি নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন* (ঘ); এসমস্ত কিছু তাঁরাই আমাদের শেখান যাঁরা আমাদের ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্ট বিষয়ে যা কিছু সম্পর্কিত তা হস্তান্তরিত করেছেন, আর আমরা তাঁদের বিশ্বাস করি কেননা যাঁর কথা এইমাত্র উল্লেখ করেছি সেই ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে নবীয় আত্মা বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি সেই ভাবে জন্ম নেবেন যেভাবে আমরা উপরে বর্ণনা করে এসেছি।

[৬] সুতরাং, সেই আত্মা ও ঈশ্বরের সেই পরাক্রম বলতে যে সেই বাণী ছাড়া অন্য কিছু বোঝায়, তা ভুল; হ্যাঁ, সেই বাণী এমন যিনি ঈশ্বরের প্রথমজনিতও, যেইভাবে আগে উল্লিখিত নবী সেই মোশি বলেছিলেন। আর সেই আত্মাই কুমারীটির উপরে নেমে এসে ও তাঁর উপরে নিজের ছায়া বিস্তার ক'রে যৌন মিলন দ্বারা নয় বরং নিজের পরাক্রম দ্বারাই তাঁকে গর্ভস্থা করলেন। [৭] হিব্রু ভাষার 'যিশু' নামটার অর্থ গ্রীক ভাষায় ত্রাণকর্তা। [৮] এজন্য দূত কুমারীকে বলেছিলেন, 'তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে; কেননা তিনি নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।'

[৯] আমি মনে করি, আপনারাও এবিষয়ে একমত হবেন যে, নবীরা কোন কিছু দ্বারা অনুপ্রাণিত নন, কেবল ঐশবাণী দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

৩৪। যিশুর জন্মস্থান সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] উপরন্তু এবার শুনুন আর একজন নবী, সেই মিখা, পৃথিবীর যে কোন্ স্থানে তাঁর জন্মাবার কথা তা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। তিনি একথা বলেছিলেন, *আর তুমি, যুদেয়া দেশের হে বেথলেহেম, যুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ হীনতম নও, কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে প্রতিপালন করবেন* (ক)। [২] আচ্ছা, ইহুদীদের দেশে যেরুশালেম থেকে পঁয়ত্রিশ 'স্তাদিউম' দূরবর্তী হয়ে সেই [বেথলেহেম] গ্রাম রয়েছে যেখানে যিশুখ্রিষ্ট জন্ম নিলেন, যেইভাবে যুদেয়ায় আপনাদের প্রথম প্রদেশপাল কুইরিনুসের আমলে যে লোকগণনা করা হয়েছিল, সেটার জন্মনিবন্ধন-খাতা থেকে আপনারা সপ্রমাণ করতে পারেন (খ)।

৩৫। সিদ্ধ অন্যান্য ভাববাণী

[১] খ্রিষ্ট জন্ম থেকে পরিপক্ক বয়স পর্যন্ত যে অন্যান্য মানুষের কাছে গুপ্ত জীবন ধারণ করবেন, আর তা এমন কিছু যা পরে ঘটেছিল, সেসম্পর্কে শুনুন কথাটা কেমন করে পূর্বঘোষিত হয়েছিল। [২] লেখা আছে, *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার* (ক): এটি সেই ক্রুশের পরাক্রমের একটা চিহ্ন যে ক্রুশের উপরে তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার সময়ে কাঁধ সঁপে দিয়েছিলেন, যেইভাবে এই বক্তব্যের পরে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

[৩] তাছাড়া, নবীয় আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই একই ইশাইয়া নবী বলেছিলেন, *আমি অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি, যে জাতি কুপেথ চলে।* [৪] *তারা এখন আমার বিষয়ে বিচার চায় ও ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে দুঃসাহস করে* (খ)। [৫] আরও, অন্য কথা দিয়ে ও অন্য একজন নবী দ্বারা তিনি বলেন, *আমার হাত ও আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা, আমার পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল* (গ)। [৬] আর আসলে, একথা বলেছিলেন যিনি, রাজা ও নবী সেই দাউদ এবিষয়ে নিজে কিছুই ভোগ করেননি, কিন্তু যিশুখ্রিষ্টই তখন নিজের হাত বাড়িয়েছিলেন যখন তাঁকে সেই ইহুদীদের দ্বারা ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল যারা তাঁর প্রতি বিদ্রোহ করেছিল ও তিনি যে সেই খ্রিষ্ট তা অস্বীকার করেছিল; বাস্তবিকই, সেই নবী যেমন বলেছিলেন, সেই অনুসারে তারা তাঁকে বিদ্রূপ করতে করতে ও তাঁকে 'আমাদের বিচার কর' বলতে বলতে তাঁকে একটা সিংহাসনে রেখেছিল'(ঘ)। [৭] 'আমার হাত ও আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা' বাক্যটা ক্রুশের সেই পেরেকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় যেগুলো তাঁর হাতে ও পায়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। [৮] এবং তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার পর সেই ক্রুশবিদ্ধকারীরা তাঁর পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল ও নিজেদের মধ্যে তাঁর জামাকাপড় ভাগ করে নিল (ঙ)।

[৯] এসমস্ত কিছু যে সত্যিকারে ঘটেছে, তা আপনারা 'পন্তিউস পিলাতের কার্যবিবরণী'-তেও সপ্রমাণ করতে পারেন (চ)। [১০] এবং তিনি যে একটা গাধীর বাচ্চার পিঠে যেরুশালেমে প্রবেশ করবেন, তেমন ঘটনা যে সত্যিকারে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, সেবিষয়ে আমি আর এক নবী তথা জেফানিয়ার ভাববাণী উল্লেখ করব। [১১] তাঁর বাণী এ, *সিয়োন কন্যা, উল্লাসে মেতে ওঠ; চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা; এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন; তিনি কোমল, তিনি একটা গাধার পিঠে, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে চড়ছেন* (ছ)।

৩৬। ঐশবাণী সংক্রান্ত নানা ভাববাণী

[১] যখন আপনারা নবীদের সেই কথা শোনেন যা অভিনায়কদের দ্বারাই যেন ধ্বনিত হচ্ছে, তখন এমনটা মনে করবেন না যে সেই কথাগুলো অনুপ্রাণিত সেই তাঁদের নিজেদেরই থেকে আসছে, বরং সেই কথাগুলো ঐশবাণী থেকেই আসছে যিনি তাঁদের

চালিত করেন। [২] কেননা সময় সময় তিনি ভাবী ঘটনার কথা ঘোষণা করতে করতেই কথা বলেন, কিন্তু সময় সময় প্রভু ও বিশ্বপিতা ঈশ্বরের নামেই কথা বলেন; আরও সময় সময় তিনি খ্রিষ্টের নামে, এবং অবশেষে সেই জাতিগুলোরও নামে কথা বলেন যারা নিজেদের প্রভু ও পিতাকে উত্তর দেয়। তেমন কিছু আপনারা আপনাদের নিজেদের লেখকদের বেলায় দেখতে পান যখন তারা মঞ্চে বহু চরিত্র দাঁড় করায় যারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা করে যদিও পুরো লেখার রচয়িতা একজনমাত্র। [৩] নবীদের লেখাগুলোর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি; না, খ্রিষ্টের আগমনের পরেও তারা তাঁকে চেনেনি বরং আমাদের এজন্য ঘৃণা করে যেহেতু আমরা বলি তিনি এসে গেছেন, ও এমনটাও দেখাই যে, যেভাবে পূর্বঘোষণা করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে তাঁকে তাদেরই দ্বারা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে।

৩৭। পিতা ঈশ্বরের সাক্ষ্যবাণী

[১] যাতে আপনাদের কাছে একথাও স্পষ্ট হয়, সেজন্য আগেকার উল্লিখিত সেই নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে স্বয়ং পিতা দ্বারা এ বাণীগুলো উচ্চারিত হয়েছিল, *বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল আমাকে জানে না ও আমার জনগণ আমাকে বোঝে না।* [২] *ধিক্ তোমাদের, হে পাপীষ্ঠ জাতি, পাপে ভরা জনগণ, মন্দ বীজ, অপকর্মার সন্তানেরা; তোমরা প্রভুকে ত্যাগ করেছ* (ক)।

[৩] এবং অন্যত্রও একই নবী পিতার নামে কথা বলেন, *আমার জন্য তোমরা কোন্ গৃহ গেঁথে তুলবে? প্রভুর উক্তি।* [৪] *স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ* (খ)।

[৫] এবং অন্যত্র তিনি আরও বলেন, *আমার প্রাণ তোমাদের অমাবস্যা ও সাব্বাৎ ঘৃণা করে; উপবাসের সেই মহাদিন ও তোমাদের কর্মহীনতা আমি সহ্য করি না; যখন আমার সাক্ষাতে আসবে, তখন আমি তোমাদের শুনব না।* [৬] *তোমাদের হাত রক্তেরই ভরা।* [৭] *যদিও সেরা ময়দা বা ধূপধুনো আন, এসমস্ত আমার কাছে জঘন্যই লাগে; আমি তো বৃষদের চর্বি ও মেষশাবকদের রক্ত ইচ্ছা করি না।* [৮] *তোমাদের হাত থেকে এসমস্ত কিছু কেইবা দাবি করেছে? তুমি বরং অন্যায্যতার যত গিঁট খুলে দাও, হিংস্র*

সম্পর্কের শেকল ভেঙে ফেল, উলঙ্গকে ও গৃহহীনকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার রুটি ভাগ করে নাও (গ)।

[৯] সুতরাং, নবীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর থেকে দেওয়া শিক্ষাবাণী কেমন ধরনের, আপনারা এখন তা বুঝতে পারেন।

৩৮। যিশুখ্রিষ্টের সাক্ষ্যবাণী

[১] এবং যখন নবীয় আত্মা যিশুখ্রিষ্টের নামে কথা বলেন, তখন বাণীগুলো এরূপ, *আমি অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি, যে জাতি কুপথে চলে* (ক)। [২] আরও, *আমি আমার পীঠ চাবুককে ও আমার গাল চপেটাঘাতকে দিলাম, ও থুথুর অপমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি।* [৩] *প্রভু হলেন আমার সহায়, এজন্যই আমি বিহ্বল হইনি বরং কঠিন পাথরের মতই করে তুলেছি আমার মুখ, ও বুঝতে পেরেছি আমাকে লজ্জিত হতে হবে না, কেননা আমাকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন যিনি, তিনি কাছে রয়েছেন* (খ)।

[৪] আরও, তখনই [তিনি যিশুখ্রিষ্টের নামে কথা বলেন] যখন তিনি বলেন, *ওরা আমার পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল, আমার হাত ও আমার পা বিঁধে ফেলেছে।* [৫] *কিন্তু আমি শয়ন করে ঘুমিয়ে পড়লাম ও জেগে উঠলাম, কারণ প্রভু ধরে রাখলেন আমায়* (গ)।

[৬] আরও, তখনও [তিনি যিশুখ্রিষ্টের নামে কথা বলেন] যখন তিনি বলেন, *ওরা ঠোঁট বেঁকিয়ে ও মাথা নাড়িয়ে বলে, সে নিজেকে নিস্তার করুক* (ঘ)।

[৭] খ্রিষ্ট যে ইহুদীদের হাতে এসব কিছু ভোগ করেছেন, তা আপনারা সপ্রমাণ করতে পারেন। [৮] কেননা যখন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারা ঠোঁট বাঁকাচ্ছিল ও মাথা নেড়ে বলছিল, *মৃতদের যে পুনরুত্থিত করল সে নিজেকে ত্রাণ করুক* (ঙ)।

৩৯। আত্মার উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী

[১] আর যখন নবীয় আত্মা ভাবী ঘটনার পূর্বঘোষণা করার জন্য কথা বলেন, তখন তিনি এভাবে কথা বলেন, *কেননা সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে বিধান, ও যেরুশালেম থেকে প্রভুর বাণী; তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন, বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা, নিজেদের*

বর্শাকে করবে কাস্তে। এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ উঁচু করবে না, তারা রণশিক্ষাও আর করবে না (ক)।

[২] এসমস্ত কিছু যে সিদ্ধি লাভ করেছে, আপনারা তাও দেখতে পাচ্ছেন। [৩] বস্তুত সেই যেরুশালেম থেকে অজ্ঞ ও কথা বলতে অক্ষম বারোটা লোক জগতে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রম গুণে তাঁরা সমগ্র মানবজাতির কাছে এ ঘোষণা করলেন যে, সকলের কাছে ঈশ্বরের বাণী শেখাবার জন্য তাঁরা খ্রিষ্ট দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন; আর এই আমরা যারা আগে একে অন্যকে হত্যা করতে সক্ষম ছিলাম, সেই আমরা যে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করি না শুধু তা নয়, বরং মিথ্যাসাক্ষ্য না দেবার জন্য ও আমাদের বিচারকদের প্রতারিত না করার জন্য খ্রিষ্টকে স্বীকার করতে করতে সানন্দেও মৃত্যুবরণ করি।

[৪] বাস্তবিকই 'জিহ্বা শপথ উচ্চারণ করল, কিন্তু মন শপথ করেনি' (খ) বচনটা আমরা এই অবস্থা-পরিস্থিতিতে সার্থক করতে পারতাম। [৫] অথচ যে সৈন্যদের আপনারা সৈন্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন ও অক্ষয়শীল কিছুই তাদের দেবেন বলে অঙ্গীকার করতে না পারলেও তাদের আপন প্রাণের, মাতাপিতার, মাতৃভূমির, ও নিজস্ব সমস্ত স্বার্থের ঊর্ধ্বে বিশ্বস্ত হতে শপথাবদ্ধ করেছেন, সেই সৈন্যেরা যখন প্রকৃতপক্ষেই আপনাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তখন এমনটা অবশ্যই অদ্ভুত দেখাত যদি অক্ষয়শীলতার আকাঙ্ক্ষী এই যে আমরা যে মঙ্গলদান তাঁরই কাছ থেকে বাসনা করি যিনি তা মঞ্জুর করতে সক্ষম, সেই আমরা তেমন মঙ্গলদান পাবার লক্ষ্যে যেকোন কষ্ট ভোগ করতে সক্ষম না হতাম।

৪০। খ্রিষ্টের আগমন সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] এবার শুনুন সেই বাণী যা উপরোল্লিখিত সেই রাজা ও নবী নবীয় আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রিষ্টের ধর্মশিক্ষার প্রচারকদের সম্পর্কে ও খ্রিষ্টের আগমনের সংবাদদাতাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, *দিন দিনের কাছে সেই সংবাদ ব্যক্ত করে, রাত রাতের কাছে সেই কথা ঘোষণা করে।* [২] *এমন কথা ও এমন বাণী নেই যার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না।* [৩] *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাদের স্বরধ্বনি, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন।* [৪] *নিজের তাঁবু তিনি সূর্যে গাড়লেন, এবং বাসর থেকে*

বেরিয়ে আসছে এমন বরের মত তিনি মেতে উঠবেন শক্তিশালী এমন মহাকায় পুরুষের মত যিনি নিজের পথে দৌড়োন [ক]।

[৫] তাছাড়া আমরা সেই একই দাউদের অন্য ক'টা নবীয় সামসঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেওয়া ন্যায় ও উপযুক্ত মনে করি যা দ্বারা আপনারা শিখতে পারেন নবীয় আত্মা মানুষের কাছে কেমন জীবনধারণ উপস্থাপন করেন, [৬] কেমন করে তিনি খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে ইহুদীদের দেশে আপনার প্রদেশপাল পিলাতের সঙ্গে ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে ইহুদীদের রাজা হেরোদের ও ইহুদীদের নিজেদেরও সাধিত ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন; [৭] এবং কেমন করে তিনি পূর্বঘোষণা করেছিলেন যে, সমস্ত জাতির মানুষ খ্রিষ্টে বিশ্বাস রাখবে; আরও, কেমন করে ঈশ্বর খ্রিষ্টকে আপন পুত্র বলে ডাকেন ও এমনটা ঘোষণা করেন যে, সেই খ্রিষ্ট নিজের সকল শত্রুকে নিজের অধীনে বশীভূত করবেন; এবং কেমন করে অপদূতেরা যতখানি ক্ষমতা রাখে সেই অনুসারে সকলের প্রভু ও পিতা সেই ঈশ্বরের এমনকি স্বয়ং খ্রিষ্টেরও কর্তৃত্ব এড়াতে চেষ্টা করে; ও কেমন করে বিচারের দিন আসবার আগে ঈশ্বর সকলের কাছে মনপরিবর্তনের আহ্বান জানান।

[৮] এসমস্ত কিছু এভাবে ব্যক্ত, *সুখী সেই মানুষ, ভক্তিহীনদের মন্ত্রণায় যে চলেনি, পাপীদের পথেও দাঁড়ায়নি, নির্বোধদের আসনে বসেনি; বরং প্রভুর বিধানে যার ইচ্ছা ও তাঁর বিধান যে জপ করে নিশিদিন।* [৯] *সে হবে যেন জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের মত, যথাসময় যা হবে ফলবান, যার পাতা হবে না ম্লান, সে যা করে, সেই সবই সার্থক হবে।* [১০] *দুর্জনেরা কিন্তু তেমন নয়, তেমন নয়! তারা যেন তুষের মত বাতাস যাদের পৃথিবীর মুখ থেকে তাড়িত করবে। এজন্য ভক্তিহীনেরা সেই বিচারে উঠে দাঁড়াতে পারবে না, পাপীরাও ধার্মিকদের জনসমাবেশে। কেননা প্রভু জানেন ধার্মিকদের পথ, কিন্তু বিনাশ করেন পাপীদের পথ* [খ]।

[১১] *বিজাতীয়রা কোলাহল করল কেন? কেনই বা জাতিসকল অনর্থক কল্পনা করল? পৃথিবীর রাজাসকল রুখে দাঁড়াল, ও নায়কেরা প্রভু ও তাঁর খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলল, এসো, ছিঁড়ে ফেলি ওদের শৃঙ্খল, আমাদের কাছ থেকে দূরে ফেলে দিই ওদের যোয়াল।* [১২] *স্বর্গে বাস করেন যিনি, তিনি তো হাসেন, ঊর্ধ্ব থেকে ওদের নিয়ে উপহাস করেন প্রভু। তারপর নিজের ক্রোধে তিনি ওদের উদ্দেশ করে কথা বলেন, উত্তপ্ত হয়ে ওদের সন্ত্রস্ত করেন।* [১৩] *তাঁর পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর প্রভুর বিধি*

প্রচার করার জন্য আমি তাঁর দ্বারা রাজা পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। [১৪] *প্রভু আমাকে বললেন, তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।* [১৫] *আমার কাছে যাচনা কর, তোমার উত্তরাধিকার রূপে আমি বিজাতীয়দের, ও সম্পদ রূপে পৃথিবীর প্রান্তসীমা তোমাকে দান করব। লৌহদণ্ড দ্বারা তুমি তাদের চালনা করবে, কুমোরের পাত্রের মতই তাদের টুকরো টুকরো করবে।* [১৬] *তাই তোমরা, রাজারা, সুবিবেচক হও, পৃথিবীর সকল বিচারক, শিক্ষা লাভ কর।* [১৭] *সভয়ে প্রভুকে সেবা কর, সকম্পে তাঁকে নিয়ে মেতে ওঠ।* [১৮] *তাঁর শিক্ষাবাণী পালন কর, পাছে প্রভু ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা ন্যায়পথ হারাও, কারণ পলকেই জ্বলে ওঠে তাঁর ক্রোধ। [১৯] তারা সকলেই সুখী, তাঁর উপরে ভরসা রাখল যারা* (গ)।

৪১। খ্রিষ্টের ক্রুশারোপণ সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] তাছাড়া, আরেক ভাববাণীতে, এবারও দাউদের মধ্য দিয়ে, নবীয় আত্মা ঘোষণা করেছিলেন যে, ক্রুশে দেওয়ার পর খ্রিষ্ট রাজত্ব করবেন; ভাববাণী এরূপ, *সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ; কারণ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়, সকল দেবতার ঊর্ধ্বে ভয়ঙ্কর তিনি। কেননা জাতিগুলির সকল দেবতা অপদূতদের প্রতিমা মাত্র, কিন্তু প্রভুই আকাশমণ্ডল নির্মাণ করেছেন।* [২] *গৌরব ও প্রশংসা তাঁর সম্মুখে, শক্তি ও প্রভা তাঁর পবিত্রধামে। যুগের পিতা সেই প্রভুতে আরোপ কর গৌরব।* [৩] *অর্ঘ্য এনে তাঁর সাক্ষাতে প্রবেশ কর, ও তাঁর পবিত্র প্রাঙ্গণে প্রণিপাত কর। সমগ্র পৃথিবী তাঁর সাক্ষাতে কম্পিত হোক, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হোক যেন না টলে যায়।* [৪] *জাতি-বিজাতির মাঝে সবাই মেতে উঠুক। প্রভু বৃক্ষ থেকে রাজত্ব করলেন* (ক)।

৪২। মশীহ সংক্রান্ত দাউদের ভাববাণীর ব্যাখ্যা

[১] সবেমাত্র উল্লিখিত সামগুলো থেকে যেভাবে অনুমান করা যেতে পারে, সেই অনুসারে নবীয় আত্মা সময় সময় ভাবী ঘটনা সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলেন সেই ঘটনাগুলো যেন ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। এব্যাপারে আমাদের পাঠকদের যেন [ভুলভ্রান্তিতে থাকার] কোন অজুহাত না থাকে, সেজন্য আমরা এসমস্ত কিছুও স্পষ্ট করব।

[২] নবীয় আত্মা সেই সমস্ত ঘটনা একেবারে ভালো জানেন বিধায়ই তিনি ভাবী ঘটনাসমূহ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে বলে পূর্বঘোষণা করেন। এসমস্ত কথায় মনোনিবেশ দেন, কেননা ঠিক সেইভাবেই তা উপলব্ধি করা দরকার। [৩] দাউদ উপরোল্লিখিত ভাববাণী সকল খ্রিষ্ট মানুষ হওয়ার ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পনেরোশ' বছর আগেই (ক) উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু খ্রিষ্টের আগে যারা জীবনযাপন করেছিল, এমনকি তাঁর সমকালীন মানুষ যারা, তারা কেউই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে বিজাতীয়দের কাছে আনন্দ বহন করেনি। [৪] কিন্তু আমাদের যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন, পুনরুত্থান করেছেন ও স্বর্গে আরোহণ করার পর রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন; এবং তাঁর যে সংবাদ প্রেরিতদূতদের দ্বারা সকল জাতির মাঝে প্রচারিত হয়েছে, যারা তাঁর অঙ্গীকৃত অমরতার প্রতীক্ষায় রয়েছে তাদের সকলের মধ্যে এখন সেই সংবাদ গুণে আনন্দ বিরাজ করছে।

ঐশবাণী-তত্ত্ব (৪৩–৪৬ অধ্যায়)

৪৩। মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে

[১] আমরা যা বলে এসেছি, তা থেকে যেন কেউই না ভাবে যে আমরা এমনটা সমর্থন করি যে, যেহেতু সেই সমস্ত কিছু পূর্বজানা বলেই পূর্বঘোষিত, ফলে যা কিছু ঘটে তা দৈবজনিত প্রয়োজনীতায়ই ঘটে, সেজন্য আমরা এসমস্যাও ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি (ক)।

[২] যেহেতু নবীদের দ্বারা আমরা জেনেছি যে শাস্তি, দন্ড ও পুরস্কার এক একজনের কর্ম অনুযায়ী আরোপিত, সেজন্য আমরা দেখাচ্ছি যে, একথা সত্য; এবং ব্যাপারটা সেইমত না হলে বরং এক একটা ঘটনা যদি দৈবের জোরে ঘটত, তবে এমন কিছুও আর থাকত না যা আমাদের উপর নির্ভর করে। কেননা যদি এমনটা হত যে, কেউ কেউ ভাল হবে বলে ও অন্য কেউ মন্দ হবে বলে স্থিরীকৃত, তবে প্রথমজনকে প্রশংসা করতে ও দ্বিতীয়জনকে নিন্দা করতে পারতাম না।

[৩] অন্যদিকে, মানবজাতির যদি অনিষ্ট এড়াবার ও ভাল বেছে নেবার ক্ষমতা না থাকত, তবে কেউই নিজের কোন কর্ম বিষয়ে দায়ী হত না। [৪] কিন্তু মানুষ যে স্বাধীন ইচ্ছা ক্রমেই সদ্ব্যবহার করে বা অপব্যবহার করে, তা আমরা এভাবে প্রমাণ করছি।

[৫] আমরা তো লক্ষ করি যে, একই ব্যক্তি একপ্রকার ব্যবহার থেকে সেটার বিপরীত ব্যবহারে ঘুরে দাঁড়ায়।

[৬] কিন্তু যদি এমনটা স্থিরীকৃত হত যে সেই ব্যক্তি ভাল বা মন্দ হবে, তবে তার পক্ষে পরস্পর বিরোধী কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হত না ও নিজের ব্যবহার প্রায়ই পরিবর্তন করত না; এমনকি, তেমনটা হলে তবে ভাল কি মন্দ মানুষও থাকত না, একারণে যে, দৈবই ভাল ও মন্দের একমাত্র কারণ, এবং এক্ষেত্রে এ স্পষ্ট যে, তেমন যুক্তিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত; তা না হলে, তবে আমাদের ভাবতে হত যে, আগে যা বলেছিলাম তা সত্য অর্থাৎ গুণ ও রিপু দু'টোই শূন্য, ও ভাল ও মন্দ কেবল মানুষের অভিমতের বিষয় মাত্র; কিন্তু এক্ষেত্রে ন্যায় যুক্তি দেখায় যে, তেমনটা হলো মহৎ ও ভক্তিহীন অন্যায্যতা (খ)।

[৭] অপরদিকে আমরা বলি, অনিবার্য দৈব বলতে একটামাত্র রয়েছে, আর সেটাই হলো যে, যে ভাল বেছে নেয় তার জন্য একটা পুরস্কার আছে, ও একইপ্রকারে, যে ভালোর বিপরীত বেছে নেয় তার জন্য ন্যায্য শাস্তি রয়েছে। [৮] কেননা ঈশ্বর মানুষকে অন্য যত প্রাণীদের মত, তথা সেই গাছগাছালি ও জন্তুদের মত নির্মাণ করেননি যেগুলো স্বাধীন ইচ্ছা ক্রমে ব্যবহার করতে অক্ষম; বাস্তবিকপক্ষে মানুষ যদি স্ব-ইচ্ছা ক্রমে নয় কিন্তু মানব-স্বভাব ক্রমে ভাল বেছে নিত, তবে সে পুরস্কার বা প্রশংসার যোগ্য হত না, এবং একইপ্রকারে যে খারাপ, সেও যদি স্ব-ইচ্ছা ক্রমে নয় কিন্তু নিজের মানব-স্বভাবের চেয়ে আলাদা হতে না পারার ফলে খারাপ হত, তবে সেও ন্যায্যভাবে দণ্ডিত হত না।

৪৪। ঐশব্যবস্থা সম্পর্কে

[১] সুতরাং পবিত্র সেই নবীয় আত্মা এসমস্ত শিক্ষা আমাদের তখনই দিয়েছিলেন যখন মোশির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রথম গড়া মানুষকে একথা বলেছিলেন, *দেখ, আমি আজ মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার সামনে রাখলাম: মঙ্গল বেছে নাও* (ক)। [২] এবং তখনও তিনি এবিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন যখন অন্য সেই নবী তথা সেই ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সকলের প্রভু ও পিতা সেই ঈশ্বরের নামে বলেছিলেন, [৩] *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, তোমাদের প্রাণ থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ কর; যা ভাল তা করতে শেখ, এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। পরে*

এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু; তোমাদের পাপ সিঁদুরে-লাল হলে আমি তা পশমের মত শুভ্র করে তুলব; টকটকে লাল হলে তা আমি করে তুলব তুষারের মত। [৪] *এবং তোমরা ইচ্ছা করলে ও আমাকে শুনলে তবে ভূমির উত্তম ফল খাবে, কিন্তু আমাকে না শুনলে তবে একটা খড়্গ তোমাদের গ্রাস করবে; কারণ প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে*[খ]।

[৫] ‘একটা খড়্গ তোমাদের গ্রাস করবে’ বচনটার অর্থ এ নয় যে, অবাধ্য যারা খড়্গ দ্বারা খুন হবে, কিন্তু অর্থ হলো, ঈশ্বরের খড়্গ হলো সেই আগুন যার শিকার হলো তারা যারা অন্যায় করতে বেছে নেয়। [৬] এজন্যই তিনি বলেন, ‘একটা খড়্গ তোমাদের গ্রাস করবে; কারণ প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে’। [৭] তিনি যদি এমন খড়্গের কথা বলতেন যা এক নিমেষে কাটে ও ছিন্ন করে, তবে তিনি ‘গ্রাস করবে’ বলতেন না। [৮] এর ফলে, যখন প্লেটো বললেন, ‘যে বেছে নেয়, দায়িত্ব তার, ঈশ্বর দায়ী নন’[গ], তখন তিনি এই ধারণা মোশি থেকেই বের করেছিলেন, কেননা মোশি গ্রীক যত লেখকদের চেয়ে প্রাচীন[ঘ]।

[৯] এবং যে আত্মার অমরতা সংক্রান্ত ও মৃত্যুর পরে শাস্তি সংক্রান্ত যা কিছু দার্শনিকেরা ও কবীরা উপস্থাপন করেছে, এমনকি স্বর্গীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত ও সেই ধরনের অন্য যত কথা, সেই সমস্ত কিছু কল্পিত ও ব্যক্ত হতে পারল যেহেতু তারা নবীদের উপর নির্ভর করছিল[ঙ]। [১০] অতএব, এমনটা মনে হয় যে, সকলের মধ্যে সত্যের বীজ বিরাজমান; তথাপি, যখন তারা নিজেদের মধ্যে বিপরীত কথা বলে তখন তারা যে সত্যকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি সেবিষয়ে তারা অভিযোগের অধীন। [১১] সুতরাং আমরা যখন বলি, ভাবীকাল পূর্বঘোষিত হতে পারে, তখন এমনটা বলতে চাই না যে, সেই ভাবীকাল দৈবক্রমেই ঘটবে; বরং, সকল মানুষ যে যে কর্ম সম্পাদন করবে, যেহেতু ঈশ্বর তা আগে থেকে জানেন ও বিধি হিসাবে এমনটা নির্ধারণ করেছেন যে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কর্মের মূল্য অনুযায়ী এমন মজুরি পাবে যা সেই কর্মের মূল্য অনুযায়ী, সেজন্য তিনি মানবজাতিকে জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার দিকে চলানা করতে করতে ও এটাও দেখিয়ে যে তিনি মানুষের যত্ন নেন ও তার জন্য সবই যুগিয়ে দেন, সেইভাবে নবীয় আত্মা দ্বারা ভাবী ঘটনা জানান।

[১২] উপরন্তু, সেই মন্দ অপদূতদের কর্মফলে মৃত্যুদণ্ড তাদের জন্য স্থির করা হয়েছে যারা হিস্তাস্পেসের, সিবিলার ও নবীদের পুস্তকগুলো পড়বে, যাতে, যারা সেগুলো পড়ে, সেই অপদূতেরা ভয়ের মাধ্যমে তাদের মঙ্গল-জ্ঞান গ্রহণ করতে বাধাগ্রস্ত করতে পারে ও নিজেদের দাসত্বে তাদের আবদ্ধ রাখতে পারে। তথাপি সেই অপদূতেরা শেষ মাত্রায় তাতে কৃতকার্য হয়নি। [১৩] কেননা আমরা যে সেই পুস্তকগুলো নির্ভয়ে পড়ি তা শুধু নয়, বরং, যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা সেই পুস্তকগুলো আপনাদের মনোযোগের সম্মুখীন করছি, একথা জেনে যে সেই পুস্তকগুলো সকলের উপকারে আসবে। আর যদিও এব্যাপারে শুধু অল্প কয়েকজনেরও মন জয় করতে পারতাম, তবু আমাদের লাভ অতি মহৎ হত; কেননা উত্তম কৃষকদের মত আমরা আমাদের মনিবের মজুরি পাবই (চ)।

৪৫। খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণের পূর্বঘোষণা

[১] এবার শুনুন কেমন করে নবী দাউদের মধ্য দিয়ে এমনটা পূর্বঘোষিত হয়েছিল যে, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পর সকলের পিতা সেই ঈশ্বর সেই খ্রিষ্টকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন ও তাঁকে নিজের কাছে স্থান দেবেন যতক্ষণ না তাঁর শত্রু সেই অপদূতদের নিজের অধীনে বশীভূত না করেন ও তাঁর পূর্বজানা সেই উত্তম ও পুণ্যবাণদের সংখ্যা পূর্ণ না হয় যাদের খাতিরে তিনি এতক্ষণে সেই অগ্নিকাণ্ড স্থগিত করে থাকেন।

[২] এবিষয়ে তাঁর কথা এ, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ।* [৩] *প্রভু তোমার কাছে যেরুশালেম থেকে প্রতাপের রাজদণ্ড প্রেরণ করবেন, প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে।* [৪] *তোমার পরাক্রমের দিনে, পুণ্যজনদের দীপ্তিতে, তোমার সঙ্গে রয়েছে শাসন; আমি উষার আগে গর্ভ থেকে জন্ম দিয়েছি তোমায়* (ক)।

[৫] 'প্রভু তোমার কাছে যেরুশালেম থেকে প্রতাপের রাজদণ্ড প্রেরণ করবেন' বচনটা হলো সেই পরাক্রান্ত বাণীর একটা ভাববাণী যা তাঁর প্রেরিতদূতেরা যেরুশালেম থেকে শুরু করে সর্বস্থানে ঘোষণা করেছিলেন; যে কেউ খ্রিষ্ট-নাম শেখায়, বা সেই

নামটা কেবল স্বীকার করে, যদিও তার জন্য মৃত্যুদণ্ড জারীকৃত, তবু আমরা সেই নাম গ্রহণ করি ও সর্বস্থানে শিখিয়ে দিই।

[৬] আপনাদের দিক দিয়ে, আপনারা যদি শত্রু হিসাবে এসমস্ত কথা পড়বেন, তবে, যেইভাবে ইতিমধ্যেও বলে এসেছি, সেই অনুসারে আপনারা আমাদের হত্যা করা ছাড়া আর বেশি কিছু করতে পারবেন না; কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু তা আপনাদের জন্য ও যারা আমাদের অন্যায়ভাবে ঘৃণা করে ও অনুশোচনা করে না, সেই সকলেরও জন্য আগুনে অনন্ত শাস্তি আনবে।

৪৬। খ্রিষ্টের আগে জগতে বাণীর ভূমিকা

[১] কিন্তু যাতে এমন কেউ না থাকে যে, আমরা যা শেখাই, তা নির্বিচারে বিকৃত করার লক্ষ্যে এই আপত্তি তোলে যে, যদি আমরা সত্যিকারে একথা সমর্থন করি যে খ্রিষ্ট কুইরিনুসের আমলে দেড়শ' বছর আগে জন্ম নিয়েছেন (ক) ও আমরা যা শেখাই তা তিনি পন্তিউস পিলাতের আমলে কয়েক বছর পর প্রচার করেছেন, তাহলে এর ফলে এমনটা দাঁড়াত যে, তাঁর পূর্বে যত মানুষ জীবনযাপন করেছিল তারা নিজ নিজ কর্মের দায়ী বলে গণ্য হতে পারত না, সেজন্য আসুন, আমরা এখন এই সমস্যা আগে থেকে লক্ষ করতে ও সমাধান করতে চেষ্টা করি।

[২] আমাদের শেখানো হয়েছে যে, খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের প্রথমজনিত, এবং উপরে এও দেখিয়েছি যে, তিনি সেই [ঐশ] বাণী সমগ্র মানবজাতি যাঁর সহভাগী। [৩] যারা [ঐশ] যুক্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে, যদিও তারা নাস্তিক বলে গণ্য, তবু তারা খ্রিষ্টিয়ান, যেমন গ্রীকদের মধ্যে রয়েছেন সেই সক্রেটিস ও হেরাক্লিতোস (খ) ও তাঁদের মত অন্য অন্য মানুষ; এবং গ্রীক কৃষ্টির মানুষ নয় যাঁরা তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আব্রাহাম, আনানিয়া, আজারিয়া, মিশায়েল, এলীয় ও আরও বহুজন যাঁদের কর্ম ও নাম এখন তালিকাভুক্ত করি না কেননা জানি, তেমন তালিকা অতিরিক্ত দীর্ঘ হবে (গ)। [৪] এর ফলে, যারা খ্রিষ্টের আগে কিন্তু [ঐশ] যুক্তি অনুযায়ী নয় এমন জীবন যাপন করেছিল, তারা ছিল দুর্জন, খ্রিষ্টের শত্রু ও তাদেরই খুনী যারা [ঐশ] যুক্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করছিল; অপরদিকে, যারা [ঐশ] যুক্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিল ও করে থাকে, তারা খ্রিষ্টিয়ান ও ভয় ও সঙ্কট থেকে মুক্ত (ঘ)।

[৫] তারপর, যে কারণে [ঐশ] বাণীর প্রতাপের মধ্য দিয়ে ও সকলের প্রভু সেই পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে একটা মানুষকে যে একটি কুমারী-গর্ভে ধারণ করা হয়েছিল, তাঁকে যে যিশু বলে অভিহিত করা হয়েছিল, তাঁকে যে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, পুনরুত্থান করেছিলেন ও স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, সেই কারণ প্রতিটি যুক্তিসম্পন্ন মানুষ সবেমাত্র ব্যক্ত যুক্তির ভিত্তিতে বুঝতে পারবে।

[৬] আমাদের বেলায়, যেহেতু এবিষয়ে প্রমাণ দেওয়া এখন দরকার হয় না, সেজন্য যা যা আরও জরুরী, আপাতত আমরা সেই বিষয়াদি প্রমাণ করতে এগোব।

ভাবীকাল সংক্রান্ত নানা ভাববাণী (৪৭–৫২ অধ্যায়)

৪৭। যেরুশালেম-ধ্বংস সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] ইহুদীদের দেশ যে ধ্বংসিত হবে, সেবিষয়ে নবীয় আত্মা যা পূর্বঘোষণা করেছিলেন তা শুনুন। পূর্বঘোষণাটার কথাগুলো এমন ভাবে উপস্থাপতি কেমন যেন তা ঘটনাগুলোর সম্মুখীন বিহ্বল জাতিগুলো দ্বারাই উচ্চারিত। [২] কথাগুলো এ, *সিয়োন একটা প্রান্তর হল, যেরুশালেম প্রান্তরের মত হল, আমাদের পবিত্রধামের গৃহ অভিশাপ স্বরূপ হল, ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা যা উদ্‌যাপন করেছিল, সেই গৃহের গৌরব আগুনের শিকার হল, এবং যা কিছু ছিল তার গৌরব, তার পতন হয়েছে।* [৩] *আর তুমি এসব কিছু সত্ত্বেও উদাসীন হলে, চুপ করে থাকলে, ও অতিমাত্রায় আমাদের অবনমিত করলে* (ক)।

[৪] ভাববাণী মত যেরুশালেম যে আজ প্রান্তর হয়ে গেছে, সেসম্পর্কে আপনারা তো সুনিশ্চিত (খ)। [৫] ধ্বংসের কথা ছাড়া, নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে এও পূর্বঘোষিত হয়েছিল যে, বসবাস করার জন্য সেখানে ফিরে যাওয়া নিষেধ করা হবে, *তাদের দেশ একটা প্রান্তর হবে, তাদের শত্রুরা তাদের চোখের সামনেই তা গ্রাস করবে; সেখানে বসবাস করতে এমন কেউ আর থাকবে না* (গ)।

[৬] এদিকে, দেশে যেন কেউ প্রবেশ না করে সেজন্য যে আপনাদের দ্বারা দেশটা পাহারা দেওয়া হচ্ছে, এবং যেকোন ইহুদী সেখানে প্রবেশ করার সময়ে ধরা পড়লে তার জন্য যে মৃত্যুদণ্ড জারীকৃত, এসমস্ত কথা আপনারা ভাল মতই জানেন।

৪৮। যিশুর অলৌকিক কাজ সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] এবং এমনটাও যে পূর্বঘোষিত হয়েছিল যে, আমাদের খ্রিষ্ট যত রোগ-ব্যাধি নিরাময় করবেন ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেবিষয়ে যা বলা হয়েছিল তা শুনুন। [২] কথাগুলো এ, *তাঁর আগমনে খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে, ও বোবাদের জিহ্বা স্পষ্ট কথা বলবে; অন্ধরা দেখতে পাবে, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষেরা শুচীকৃত হবে, মৃতেরা উঠে হেঁটে বেড়াবে* (ক)। [৩] তিনি যে এসব কিছু সাধন করেছিলেন, তা আপনারা 'পন্তিউস পিলাতের কার্যবিবরণী' থেকে শিখতে পারেন (খ)।

[৪] এবং তাঁকে ও তাঁর উপরে যারা ভরসা রাখে তারাও যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে, তা কেমন করে নবীয় আত্মা দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, সেবিষয়ে ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে যা বলা হয়েছিল তা শুনুন। [৫] ভাববাণী এ, '*দেখ কেমন করে ন্যায়বান মারা পড়ছে কিন্তু সেবিষয়ে কেউই মনে মনে চিন্তাটুকুও করে না; ন্যায়বানদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কেউই তা লক্ষ করে না।* [৬] *অন্যায্যতার সম্মুখ থেকে ন্যায়বানকে কেড়ে নেওয়া হল, ও তার সমাধি শান্তিতে হবে; তাকে কেড়ে নেওয়া হল* (গ)।

৪৯। ইহুদীদের দ্বারা যিশুকে প্রত্যাখ্যান পূর্বঘোষিত

[১] আরও, সেই ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে এমনটা পূর্বঘোষিত হয়েছিল যে, যারা তাঁর প্রতীক্ষা করছিল না, সেই বিজাতীয়েরাই তাঁর উপাসনা করবে, কিন্তু যারা সবসময়ই তাঁর প্রতীক্ষা করে আসছে, তাঁর আগমনে সেই ইহুদীরা তাঁকে চিনবে না। এ বাণীসকল খ্রিষ্টের নামে উচ্চারিত হয়েছিল। [২] বাণীগুলো এ, *যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না, তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশিত করেছি; যারা আমাকে খুঁজত না, তাদের আমি নিজের উদ্দেশ পেতে দিয়েছি; যে জাতি আমার নাম করত না, আমি তাদের বলেছি, দেখ, এই যে আমি আছি।* [৩] *আমি অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি, যে জাতি কুপথে চলে, নিজেদের পাপের পথেই চলে।* [৪] *এমন জাতি যারা আমাকে অবিরতই ক্ষুব্ধ করে তোলে* (ক)।

[৫] কেননা ভাববাণীগুলোর অধিকারী হয়েও ও সবসময় খ্রিষ্টের প্রতীক্ষায় থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা যে তাঁর আগমনে তাঁকে চিনল না, তা শুধু নয়, বরং তাঁর প্রতি লজ্জাকর ভাবে ব্যবহার করল; অপরদিকে যারা খ্রিষ্ট বিষয়ে কখনও কোন কথা শোনেনি যতদিন

না যেরুশালেম থেকে আগত সেই প্রেরিতদূতদের দ্বারা তাদের কাছে তাঁর কথা ঘোষণা করা হল যাঁরা ভাববাণীগুলো ব্যাপ্ত করলেন, আনন্দে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ সেই বিজাতীয়েরা প্রতিমাগুলো অস্বীকার করল ও অজনিত ঈশ্বরের কাছে খ্রিষ্টের দ্বারা নিজেদের উৎসর্গ করল। [৬] এবং যারা খ্রিষ্টকে স্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে যে এসমস্ত নিন্দাজনক কথা উচ্চারিত হবে, এবং যারা তাঁকে অপবাদ দিল ও এমনটা বলে যে, প্রাচীন প্রথা রক্ষা করা ভাল, তারা যে দুর্দশার পাত্র হবে, এবিষয়ে শুনুন ইশাইয়ার উচ্চারিত সংক্ষিপ্ত বাণী। [৭] সেই বাণী এ, *ধিক্ তাদের, যারা যা তিত তা মিষ্ট, ও যা মিষ্ট তা তিত বলে* (খ)।

৫০। খ্রিষ্টের অবমাননা সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] তিনি যে আমাদের খাতিরে মানুষ হয়ে যন্ত্রণাভোগ করতে ও অপমানের পাত্র হতে মেনে নেবেন কিন্তু পরে গৌরবে পুনরাগমন করবেন, ভাববাণীসকল এবিষয়ে যা বলে তা শুনুন। [২] বাণী এ, *যেহেতু তাঁর প্রাণ মৃত্যুর হাতে উজাড় করে দেওয়া হল ও তিনি অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হলেন, সেজন্য তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করলেন ও অপরাধীদের হয়ে দয়া প্রার্থনা করবেন* (ক)।

[৩] *কেননা দেখ, আমার দাস উপলব্ধি করবেন; তিনি উত্তোলিত ও খুবই গৌরবান্বিত হবেন।* [৪] *তাই যেমন তোমার বিষয়ে অনেকে বিস্মিত হবে, তেমনি মানুষদের দ্বারা তোমার চেহারা অবজ্ঞাত হবে ও তোমার গৌরব মানুষ থেকে দূরে ফেলা হবে; বহু দেশও বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে ও রাজারা নিজেদের মুখ বন্ধ রাখবে, কারণ যাদের কাছে তাঁর বিষয়ে কিছু বলা হয়নি ও যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা উপলব্ধি করবে।* [৫] *প্রভু, আমাদের বিবরণে কে বিশ্বাস রেখেছে? প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে? আমরা তাঁর সাক্ষাতে, একটা শিশুরই কাছে যেন, পিপাসিত ভূমিতে একটা শিকড়েরই কাছে যেন আমাদের বর্ণনা করেছি;* [৬] *তাঁর কোন শোভা বা গৌরব নেই। আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর কোন শোভা বা রূপ ছিল না; তাঁর আকৃতি বিদ্রূপের বস্তু ছিল, অন্য মানুষদের চেয়ে আরও বেশি নিরাশাগ্রস্ত।* [৭] *তিনি ছিলেন এমন কষ্টভোগী মানুষ যিনি জানতেন কীভাবে পীড়ন বহন করতে হয়, কেননা তাঁর মুখ ফেরানো ছিল, তিনি ছিলেন অবজ্ঞাত ও তাচ্ছিল্যের বস্তু।* [৮] *তিনিই আমাদের পাপকর্ম*

তুলে বহন করছেন ও আমাদের খাতিরে কষ্টভোগ করছেন; আমরা নাকি মনে করছিলাম তিনি দুঃখে জর্জরিত, আঘাতগ্রস্ত ও প্রহারিত। [৯] *তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন, আমাদের পাপকর্মের জন্যই নিপীড়িত হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শান্তির শিক্ষা আসে, তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।* [১০] *আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম; প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তিনি আমাদের পাপকর্মের জন্য তাঁকে ধরিয়ে দিলেন, তাঁর দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি খুললেন না মুখ; জবাইখানায় চালিত মেষ যেন, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষশাবক যেন, তিনি সেইভাবে খুলছেন না মুখ।* [১১] *তাঁর তেমন অবমাননায় তাঁর বিচার কেড়ে নেওয়া হল*[খ]।

[১২] সেই অনুসারে, ওরা তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার পর তাঁর শিষ্যেরাও সকলে তাঁকে অস্বীকার করার পর তাঁকে একা ফেলে রাখলেন; কিন্তু পরে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলে ও তাঁদের কাছে দর্শন দিয়ে যে যে ভাববাণী পূর্বঘোষণা করেছিল এসবকিছু ঘটবে তা তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিলে তাঁরা যখন দেখলেন তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, যখন বিশ্বাস করলেন ও ঊর্ধ্ব থেকে তাঁর প্রেরিত পরাক্রম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁরা এই সমস্ত কিছু শেখাবার জন্য গোটা মানবজাতির কাছে গেলেন ও প্রেরিতদূত বলে অভিহিত হলেন।

৫১। স্বর্গারোহণ সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] উপরন্তু, তেমন যন্ত্রণা যে ভোগ করেন তাঁর উদ্ভব যে অনির্বচনীয় ও তিনি যে শত্রুদের উপর রাজত্ব করেন, এসমস্ত কথা ইঙ্গিত করার লক্ষ্যে নবীয় আত্মা এইভাবে কথা বললেন, *কে তাঁর উদ্ভবের কথা বর্ণনা করবে? কারণ তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে ও তাদের পাপের জন্য তিনি মৃত্যুর দিকে চলছেন।* [২] *আমি দুর্জনদের তাঁর সমাধির সামনে ও ধনবানদের তাঁর মৃত্যুর সামনে রাখব, কারণ তিনি কোন অপকর্ম করেননি, তাঁর মুখেও ছলনা পাওয়া যায়নি; এবং প্রভু তাঁকে ক্ষত থেকে শুদ্ধীকৃত করতে ইচ্ছা করছেন।* [৩] *তাঁকে যদি পাপের কারণে সঁপে দেওয়া হবে, তাহলে তোমাদের প্রাণ দেখতে পাবে, তাঁর বীজ দীর্ঘায়ু হবে।* [৪] *প্রভু তাঁর প্রাণ পীড়ন থেকে নিস্তার করতে, তাঁকে আলো দেখাতে ও সুবুদ্ধি দিয়ে তাঁকে গড়তে ইচ্ছা করছেন*

যাতে, যে ধার্মিক উত্তমরূপে বহুজনের দাস হলেন, তাঁকে তিনি ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে পারেন। এবং তিনি নিজেই আমাদের পাপ বহন করবেন। [৫] *তাই তিনি উত্তরাধিকার রূপে বহুজনকে পাবেন ও শক্তিশালীদের লুটের মাল ভাগ ভাগ করে দেবেন, কেননা তাঁর প্রাণ মৃত্যুর হাতে উজাড় করে দেওয়া হল ও তিনি অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হলেন: তিনি বহুজনের পাপ বহন করলেন ও তাদের শঠতার জন্য তাঁকে ধরিয়ে দেওয়া হল* (ক)।

[৬] তিনি কেমন করে স্বর্গে আরোহণ করবেন, শুনুন তা কেমন সঠিকভাবে পূর্বঘোষণা করা হয়েছিল। [৭] কেননা বলা হয়েছিল, *স্বর্গের তোরণদ্বার উত্তোলন কর, সেই দ্বার উন্মুক্ত কর যাতে গৌরবের রাজা প্রবেশ করতে পারেন। এই গৌরবের রাজা, তিনি কে? তিনি শক্তিমান প্রভু, তিনি পরাক্রমী প্রভু* (খ)।

[৮] এবং তিনি কেমন করে স্বর্গ থেকে গৌরবে পুনরাগমন করবেন, সেবিষয়ে নবী যেরেমিয়া যা বলেছিলেন তা শুনুন। [৯] তাঁর বাণী এ, *দেখ, মানবপুত্র রূপে তিনি আকাশের মেঘে করে আসছেন, ও তাঁর দূতেরা তাঁর সঙ্গে আছেন* (গ)।

৫২। খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

[১] তবে, যেহেতু আমরা দেখিয়েছি যে, যা কিছু ঘটেছিল তা ঘটবার আগেই নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, সেজন্য এমনটাও বিশ্বাস করা প্রয়োজন যে, যা কিছু একই প্রকারে পূর্বঘোষিত হয়েছিল কিন্তু এখনও ঘটেনি, সেই সমস্ত কিছুও অবশ্যই ঘটবে। [২] কেননা, যেমন যা কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তা যেভাবে পূর্বঘোষিত হয়েছিল ঠিক সেইভাবে ঘটেছিল, অথবা তা অজানা হয়ে থাকল, তেমনি ভাবী ঘটনাগুলো অজানা হলেও বা অবিশ্বাসের বস্তু হলেও ঘটবেই ঘটবে।

[৩] কেননা নবীরা তাঁর বিষয়ে দু'টো আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন: প্রথমটা যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তখনই ঘটেছে যখন তিনি অবজ্ঞাত ও কষ্টভোগী মানুষ হিসাবে আগমন করেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়টা ভাববাণীগুলো অনুসারে তখনই ঘটবে যখন তিনি আপন দূতবাহিনীকে সঙ্গে করে স্বর্গ থেকে সগৌরবে আসবেন ও যে যে মানুষ জীবনযাপন করেছে তাদের সকলের শরীর পুনরুত্থিত করবেন, হ্যাঁ, তিনি ধার্মিকদের শরীর অক্ষয়শীলতায় পরিবৃত করবেন ও মন্দ অপদূতদের সঙ্গে অধার্মিকদের শরীর

দৈহিক অনন্ত দণ্ডে, সেই অনন্ত আগুনে প্রেরণ করবেন। [৪] ও যা কিছু এখনও ঘটবার কথা, তাও যে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, তা আমরা দেখাব।

[৫] কেননা নবী এজেকিয়েলের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছিল, *গ্রন্থি গ্রন্থির সঙ্গে ও হাড় হাড়ের সঙ্গে যুক্ত হবে, ও মাংস পুনরায় বৃদ্ধি পাবে।* [৬] ও *প্রতিটি জানু প্রভুর সম্মুখে আনত হবে ও প্রতিটি জিহ্বা তাঁকে স্বীকার করবে* (ক)।

[৭] অধার্মিকেরা যে কেমন ধরনের অনুভূতি ও শাস্তিতে থাকবে, সেবিষয়ে যা একইভাবে পূর্বঘোষিত হয়েছে, তা থেকে শুনুন। [৮] বাণী এ, *তাদের কীট কখনও মরবে না, ও তাদের আগুন কখনও নিভবে না* (খ)। [৯] তারা তখনই মনপরিবর্তন করবে, যখন তেমন মনপরিবর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না।

[১০] ইহুদী জাতি যখন তাঁকে সগৌরবে আসতে দেখবে, তখন তারা যে কী বলবে ও কী করবে, কথাটা নবী জাখারিয়া দ্বারা এভাবে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, *আমি চারবায়ুকে বিক্ষিপ্ত সন্তানদের জড় করতে আজ্ঞা দেব, বোরাকে [উত্তরা বায়ুকে] তাদের বহন করতে ও নতোকে [দক্ষিণা বায়ুকে] তাতে বাধা না দিতে আজ্ঞা করব;* [১১] *তখন যেরুশালেমে মহা বিলাপ হবে, মুখ ও ওষ্ঠের বিলাপ নয়, কিন্তু হৃদয়েরই বিলাপ, এবং তারা নিজেদের পোশাক নয়, নিজেদের মনকেই ছিঁড়ে ফেলবে।* [১২] *তারা তখন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে নিজ নিজ বুক চাপড়াবে যখন যাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল তারা তাঁকে দেখতে পাবে ও বলবে: প্রভু, তুমি কেন তোমার পথ থেকে আমাদের সরিয়ে দিয়েছ? আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে গৌরবকে ধন্য বলত, আমাদের জন্য সেই গৌরব লজ্জায় পরিণত হয়েছে* (গ)।

ইহুদী, বিজাতীয় ও ভ্রান্তমতপন্থীরা (৫৩–৫৮ অধ্যায়)

৫৩। ইহুদীদের চেয়ে বিজাতীয়েরাই খ্রিষ্টবিশ্বাস বেশি গ্রহণ করে

[১] বহু বহু অন্য ভাববাণীর কথা উল্লেখ করতে পারলেও আমরা এখানে বিরতি নেব, কেননা উপলব্ধি করার মত ও বুঝবার মত যাদের কান আছে, আমাদের মতে এগুলোই তাদের মন জয় করার জন্য যথেষ্ট, এবং মনে করি যে, এরা বুঝতে পারবে যে, জেউসের তথাকথিত সন্তানদের সংক্রান্ত পুরাণের বিপরীতে আমরা শুধু কথা বলি

না, বরং প্রমাণও উপস্থাপন করি। [২] কেননা, কোন্ কারণেই বা আমরা এমনটা বিশ্বাস করব যে ক্রুশবিদ্ধ একজন মানুষ হলেন অজনিত ঈশ্বরের সেই প্রথমজনিত যিনি গোটা মানবজাতিকে বিচার করবেন, যদি আমরা তাঁর বিষয়ে এমন সাক্ষ্যবাণীগুলো না খুঁজে পেতাম যেগুলো তাঁর আগমনের ও মানুষ হিসাবে তাঁর জন্মের পূর্ববর্তী, এবং যদি না দেখতাম যে, সবকিছু ঠিক সেইভাবে ঘটেছিল?

[৩] বস্তুতপক্ষে, ইহুদীদের দেশ যে প্রান্তরের মত বিনষ্ট, যত দেশের মানুষ যে তাঁর প্রেরিতদূতদের শিক্ষাবাণী দ্বারা [এসত্য সম্পর্কে] সুনিশ্চিত, পথভ্রষ্ট কত মানুষ যারা প্রাচীন প্রথায় নিমগ্ন ছিল তারা যে সেই প্রথাগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে, এসমস্ত কিছু তো আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি; এমনকি স্বচক্ষে এও দেখতে পাচ্ছি যে, ইহুদীদের ও সামারীয়দের চেয়ে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত আরও বেশি প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান রয়েছে। [৪] কেননা অন্য যত মানবগোষ্ঠী নবীয় আত্মা দ্বারা বিজাতীয় বলে অভিহিত, কিন্তু ইহুদী ও সামারীয় গোষ্ঠী ইস্রায়েলের গোষ্ঠী ও যাকোবকুল বলে অভিহিত।

[৫] সুতরাং, ইহুদী ও সামারীয়দের চেয়ে বিজাতীয়দের মধ্যেই যে বিশ্বাসীগণ বেশি হবে, তা কেমন করে পূর্বঘোষিত হয়েছিল আমরা সেই ভাববাণী উপস্থাপন করব। ভাববাণীটা এরূপ, *মেতে ওঠ, বন্ধ্যা, তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি; ওঠ ও উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি। কেননা স্বামীযুক্তার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার ছেলেরা বেশি* (ক)।

[৬] কেননা যে যে জাতি নিজ নিজ হাতে তৈরী প্রতিমা পূজা করত, তারা সকলে সত্যকার ঈশ্বর ক্ষেত্রে পরিত্যক্তই ছিল; কিন্তু যারা নবীদের মধ্য দিয়ে দেওয়া ঐশবাণীর অধিকারী ছিল ও সবসময় থেকে খ্রিস্টের প্রতীক্ষায় ছিল, সেই ইহুদী ও সামারীয়েরা তাঁর আগমনে তাঁকে চিনল না, সেই কয়েকজনের কথা বাদে যাঁদের কাছে ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে নবীয় পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিত্রাণের কথা প্রচার করা হয়েছিল। [৭] বাস্তবিকই তিনি কেমন যেন তাদের নামে বলেছিলেন, *প্রভু যদি আমাদের মধ্যে একটা বীজ না রাখতেন, তবে আমরা সদোম ও গমোরার মত হতাম* (খ)। [৮] কেননা, মোশি দ্বারা যেমনটা বর্ণনা করা হয়, সদোম ও গমোরা ছিল ভক্তিহীন মানুষদের শহর যেগুলোকে ঈশ্বর আগুন ও গন্ধক দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিলেন, ও যেগুলোর বাসিন্দারা একজনও

রেহাই পায়নি, লোট নামে কেবল কাল্দীয় জাতের একজন বিদেশী রেহাই পেয়েছিলেন, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যারাও রেহাই পেয়েছিল। [৯] আর তাদের গোটা দেশ জনহীন, পোড়া অবস্থায় ও অনুর্বর হয়ে থেকেছে; যে কেউ ইচ্ছা করে, সে তা দেখতে পায়।

[১০] এবং বিশ্বাসীরা যে বিজাতীয়দের মধ্যেই বেশি হবে ও অধিক প্রকৃত বিশ্বাসী হবে, একথাও যে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, তা দেখাবার জন্য আমরা তা-ই উল্লেখ করব যা ইশাইয়া দ্বারা বলা হয়েছিল। [১১] কেননা তিনি বলেছিলেন, *ইস্রায়েল হৃদয়ে, বিজাতীয়রা অগ্রচর্মে অপরিচ্ছেদিত* (গ)।

[১২] সুতরাং, তেমন স্পষ্ট বিষয়গুলো যুক্তির সাহায্যে নিশ্চয়তা ও বিশ্বাসের দিকে সেই সকলকে প্রেরণা দিতে পারে যারা সত্যকে সাগ্রহে গ্রহণ করে, নিজেরা দাম্ভিক নয়, নিজেদের ভাবাবেগ দ্বারাও শাসিত নয়।

৫৪। পৌত্তলিক পুরাণের উৎপত্তি সম্পর্কে

[১] অপরদিকে, যারা কবীদের তৈরী পুরাণ সম্প্রদান করে, তারা তাদের যুবা শিষ্যদের কাছে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে না, অথচ আমরা এমনটা প্রমাণ করতে চাই যে, মানবজাতিকে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যেই সেই পুরাণ মন্দ অপদূতদের উস্কানিতে উচ্চারিত হয়েছিল (ক)। [২] কেননা সেই অপদূতেরা যখন শুনল, নবীরা এমনটা পূর্বঘোষণা করছিলেন যে, খ্রিষ্ট আসবেন ও মানুষদের মধ্যে ভক্তিহীন যারা তারা আগুনে শাস্তি ভোগ করবে, তখন তারা জেউসের তথাকথিত বহু সন্তানদের উপস্থাপন করল, একথা ভেবে যে, তারা মানুষদের মনে এই ধারণা অনুপ্রবেশ করাতে পারবে যে, খ্রিষ্ট সম্পর্কে যা পূর্বঘোষণা করা হচ্ছিল তা প্রকৃতপক্ষে এমন অপূর্ব রূপকথা যা সেই রূপকথার মত যা কবীদের দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছিল। [৩] এবং এসব কিছু গ্রীকদের মধ্যে ও সকল বিজাতীয়দের মধ্যে বিস্তার লাভ করল, বিশেষভাবে সেইখানে যেখানে অপদূতেরা নবীদের দ্বারা বলতে শুনছিল যে, খ্রিষ্ট বেশিই বিশ্বাসের পাত্র হবেন। [৪] কিন্তু নবীদের দ্বারা যা বলা হচ্ছিল তা শুনেও তারা সঠিকভাবে বুঝতে পাচ্ছিল না; আর আমরা দেখাব যে, আমাদের খ্রিষ্টের সঙ্গে যা সম্পর্কিত, তা তারা কেবল কোন রকমেই অনুকরণ করছিল।

[৫] তাই, যেমনটা আগেও বলেছি, সেই অনুসারে নবী মোশিই হলেন সকল লেখকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন লেখক, এবং, যেমনটা আগেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, সেই অনুসারে তাঁর মধ্য দিয়ে একথা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, *যুদার একটি জননেতার অভাব হবে না, তার দু' উরুর মাঝখান থেকেও একটি অধিনায়কের অভাব হবে না, যতদিন না তিনি আসেন তেমন পদ যাঁর অধিকার; তিনি হবেন বিজাতীয়দের সেই প্রতীক্ষিত যিনি নিজের শাবককে আঙুরলতায় বেঁধে রাখেন ও আঙুরের রক্তে নিজের কাপড় ধুয়ে নেন* [খ]।

[৬] তেমন নবীয় বাণী শুনে সেই অপদূতেরা এ বর্ণনা করল যে, দিওনিসোস ছিল জেউসের সেই ছেলে যে আঙুরলতার আবিষ্কারক (বাস্তবিকই তারা দিওনিসোস সংক্রান্ত রহস্যগুলোতে আঙুর অনুপ্রবেশ করায়) এবং এও শেখাতে লাগল যে, তাকে টুকরো টুকরো করা হওয়ার পর সে স্বর্গে আরোহণ করেছিল। [৭] কিন্তু, যেহেতু মোশির ভাববাণীতে এমনটা স্পষ্টভাবে নির্দেশিত ছিল না, যাঁর আসার কথা ছিল তিনি হবেন ঈশ্বরপুত্র [নাকি মানবপুত্র], ও শাবকের পিঠে উঠে তিনি পৃথিবীতে থেকে যাবেন নাকি স্বর্গে আরোহণ করবেন, এবং যেহেতু 'শাবক' নামটা গাধারও বা ঘোড়ারও শাবক নির্দেশ করতে পারত, সেজন্য যাঁর কথা পূর্বঘোষণা করা হচ্ছিল, তিনি নিজের আগমনের চিহ্ন হিসাবে একটা গাধার নাকি একটা ঘোড়ার শাবকের পিঠে আসবেন ও তিনি হবেন ঈশ্বরপুত্র নাকি (যেমন আগে বলেছি) হবেন মানবপুত্র এসমস্ত ব্যাপারে অনিশ্চিত হওয়ায় তারা সেই বেল্লেরোফোন্তেসের কথা উত্থাপন করল যে মানুষ থেকে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে পেগাসোস নামক একটা ঘোড়ার পিঠে স্বর্গে আরোহণ করল।

[৮] কিন্তু যখন তারা শুনল যে আরেক নবী তথা ইশাইয়া দ্বারা একথা বলা হয়েছিল যে তিনি একজন কুমারী থেকে জন্ম নেবেন ও স্বশক্তিতে স্বর্গে আরোহণ করবেন, তখন ওরা এমন দাবি উপস্থাপন করল যা অনুসারে পের্সেউস-ই সেসমস্ত কিছু করেছিল। [৯] এবং আগে উল্লিখিত ভাববাণীতে যেমনটা লেখা রয়েছে, সেই অনুসারে যা অনেক আগে পূর্বঘোষণা করা হয়েছিল তারা যখন তা জানতে পারল, তথা *তিনি শক্তিশালী এমন মহাকায় পুরুষের মত যিনি নিজের পথে দৌড়োন* [গ], তখন তারা বলল, হেরাক্লেসই সেই শক্তিশালী বীর যে গোটা পৃথিবী পেরিয়ে গেল। [১০] অবশেষে, যখন

তারা জানতে পারল যে, এমনটা পূর্বঘোষণা করা হয়েছিল যে খ্রিষ্ট যত রোগ-ব্যাধি নিরাময় করবেন ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, তখন তারা আস্‌ক্লেপিউস দেবকে উপস্থাপন করল।

৫৫। ক্রুশের প্রতীক-চিহ্ন

[১] তথাপি তারা কোনও লেখায় ও জেউসের তথাকথিত সন্তানদের একজনেরও জন্যও ক্রুশ-কাষ্ঠের কথা অনুকরণ করল না [ক]; কেননা সেই কথা তারা বুঝতে পারছিল না যেহেতু সেবিষয়ে যা কিছু পূর্বঘোষিত হয়েছিল, তা (যেমনটা আগে প্রমাণ করেছি) প্রতীকাকারেই ব্যক্ত ছিল।

[২] নবী যেমন পূর্বঘোষণা করেছিলেন, সেই অনুসারে এটিই [খ] খ্রিষ্টের পরাক্রম ও তাঁর রাজ্যের মহত্তম প্রতীক-চিহ্ন, আর আমাদের চোখের সামনে যা ঘটে, তাও কথাটা প্রমাণিত করে। প্রকৃতপক্ষে আপনারা ভেবে দেখুন, এই চিহ্ন ছাড়া যদি জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে কোন কিছু তৈরি করা বা বিন্যাস করা সম্ভব কিনা। [৩] বস্তুতপক্ষে এই যে জয়চিহ্ন বৃক্ষ বলে অভিহিত, সেটা জাহাজে অক্ষুণ্ন না থাকলে সাগর পার হওয়া যায় না; সেটা ছাড়া ভূমিও লাঙল চষা যায় না; কৃষকেরা নিজেদের কাজ করতে পারত না, এবং, একই প্রকারে, সেই আকারের কোন যন্ত্র না থাকলে কারিগরেরাও কাজ করতে পারত না। [৪] মানব-আকার যুক্তিক্ষমতা বিহীন প্রাণীদের আকারের তুলনায় কোনও কিছুতেই ভিন্ন নয়; কেবল এতেই ভিন্ন যে মানব-আকার উল্লম্ব অবস্থা-বিশিষ্ট ও হাত বাড়াবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট, এবং মুখমণ্ডলে, কপালের নিচে প্রসারিত হয়ে সেই অঙ্গ রয়েছে যার নাম নাক, যা দ্বারা সজীব প্রাণী নিশ্বাস করে; এবং এসব কিছু ক্রুশের চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছুই দেখায় না। [৫] সেজন্য নবী দ্বারা বলা হয়েছে, *আমাদের মুখমণ্ডলের সামনে বিদ্যমান আত্মা যিনি, তিনি খ্রিষ্ট প্রভু* [গ]।

[৬] আপনাদের প্রতীক-চিহ্নগুলোও এই চিহ্নের পরাক্রম দেখায়; সেই ‘ουηξιλλα’ [উয়েক্সিল্লা টীকা দ্রঃ] ও জয়চিহ্নেরই কথা বলছি যা দিয়ে রাজ-অধিকার ও প্রতাপের চিহ্ন দেখিয়ে আপনারা সর্বত্রই শোভাযাত্রা করে থাকেন, যদিও আপনারা যা করেন নিজেরা তা অনুভব করেন না। [৭] উপরন্তু, আপনারা আপনাদের মৃত সম্রাটদের

প্রতিকৃতি ঠিক এই আকারের উপরে উত্তোলন করে থাকেন ও শিলালিপিতে তাদের দেবতা গণ্য করে থাকেন।

[৮] অতএব, আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবে ও এই প্রকাশ্য প্রতীক-চিহ্নের আকার দ্বারা আপনাদের মন জয় করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, ও আপনারা আমাদের বিশ্বাস না করলেও আমরা এখন জানি যে, এতে আমাদের কোন দোষ নেই; আমাদের দিক দিয়ে সবই করা হয়েছে, সবই সমাপ্ত হয়েছে।

৫৬। অপদূতেরা এখনও কর্মরত

[১] কিন্তু খ্রিষ্টের আবির্ভাবের আগে সেই মন্দ অপদূতেরা জেউসের সন্তানদের রূপকথা প্রচার করায় তুষ্ট হল না; বরং তিনি যখন আবির্ভূত হলেন ও মানুষদের মাঝে এলেন, তখন নবীদের দ্বারা যেমনটা পূর্বঘোষণা করা হয়েছিল, সেই অনুসারে তারা ব্যাপারটা ভাল মত বুঝল এবং এও উপলব্ধি করল যে, তিনি প্রতিটি দেশে বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন ও প্রতীক্ষিত ছিলেন; তাই এর ফলে, আমরা যেমন আগেও দেখিয়েছি, তারা অন্য অন্য মানুষের উদ্ভব ঘটাল, যেমন সেই শিমোন ও সামারিয়ার সেই মেনান্দ্র যারা জাদুবিদ্যা অনুশীলন করতে করতে বহু মানুষকে প্রতারণা করল ও এখনও করে চলে।

[২] আগে যেমন বলেছিলাম, সেই শিমোন আপনাদের কাছে, রাজকীয় শহর এই রোমে, ক্লাউদিউস কায়েসারের আমলে এসেছিল ও পবিত্র প্রবীণসভাকে ও রোমীয় জনগণকে এমনভাবে আশ্চর্যান্বিত করেছে যে, তাকে দেবতা বলে গণ্য করা হল ও একটা মূর্তি দিয়ে সম্মানিত করা হল, সেই অন্যান্যদের মত যাদের আপনারা দেব-দেবী বলে শ্রদ্ধা করেন (ক)।

[৩] এজন্য আমরা পবিত্র প্রবীণসভাকে ও আপনাদের জনগণকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন আপনাদের সঙ্গে আমাদের এই আবেদনপত্র সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসেন, যাতে করে, যদি এখনও এমন কেউ থাকে যে সেই লোকটার মতবাদের অধীন, সে যেন সত্য জানতে ও ভুলভ্রান্তি এড়াতে পারে। [৪] সেই মূর্তির ব্যাপারে, ইচ্ছা করলে আপনারা সেটা ধ্বংস করুন।

৫৭। অপদূতেরাই নির্যাতনের কারণ

[১] সেই মন্দ অপদূতেরা এতেও কাউকে নিশ্চিত করতে পারে না যে ভক্তিহীনদের জন্য আগুনে একটা শাস্তি নেই (ক), যেইভাবে তারা খ্রিষ্টের আগমনের পরে তাঁকে গোপন রাখতে অসমর্থ হয়েছিল; কিন্তু মাত্র একটা জিনিস করতে পারে তথা, যে কেউ যুক্তি-বিরুদ্ধ জীবন যাপন করে, ভাবাবেগের দাস হয়, খারাপ নীতি অনুযায়ী মানুষ হয়েছে ও যত মতবাদের অধীন হয়, সে আমাদের হত্যা করবে ও ঘৃণা করবে। কিন্তু আমরা যে তাদের ঘৃণা করি না শুধু তা নয়, বরং এটাই স্পষ্ট যে, আমরা তাদের প্রতি দয়া দেখাই ও মনপরিবর্তনের দিকে তাদের চালনা করতে ইচ্ছা করি। [২] কেননা আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই না যেহেতু ভালোই জানি যে মৃত্যুবরণ করা আবশ্যকীয় ব্যাপার, এবং এতে নতুন কিছু নেই, কিন্তু আমরা জানি যে, এজগতে একই একই জিনিস সবসময়ের মত অনবরত চলতে থাকে; এবং এব্যাপারে বিতৃষ্ণায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য যখন একটামাত্র বছরই তা ভোগ করা যথেষ্ট, তখন ভাবাবেগ ও অভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবার জন্য আমাদেরই ধর্মশিক্ষায় কান দেওয়া দরকার।

[৩] তারপর, তারা যদি মনে করে, মৃত্যুর পরে আর কিছুই থাকে না বরং যদি এমনটা বলে যে মৃতেরা পুরো অনুভূতিবিহীন একটা অবস্থায় পার হয়, তাহলে এতেও তারা আমাদের উপকারে আসে কেননা কষ্ট ও ইহলোকের সমস্যা থেকে আমাদের মুক্ত করে, কিন্তু তবুও এতে নিজেদের সঙ্কীর্ণ মনা, মানবদ্বেষী ও মিথ্যা অভিমতের প্রেমিক দেখায়, কেননা আমাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে যে আমাদের হত্যা করে এমন নয়, বরং আমাদের জীবন ও সুখ থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যেই তারা আমাদের উচ্ছেদ করে।

৫৮। মার্কিওনের ভ্রান্তমত সম্পর্কে

[১] আমরা যেমনটা বলে এসেছি (ক), সেই মন্দ অপদূতেরা পন্তসের সেই মার্কিওনেরও উদ্ভব ঘটিয়েছিল; লোকটা স্বর্গীয় ও পার্থিব সকল বিষয়ের নির্মাতা ঈশ্বরকে ও নবীদের পূর্বঘোষিত তাঁর পুত্র খ্রিষ্টকে অস্বীকার ক'রে ও এর বদলে বিশ্বনির্মাতার চেয়ে ভিন্ন আরেক ঈশ্বরকে ও একই প্রকারে আরেক পুত্রকে ঘোষণা ক'রে আজও পর্যন্ত শিক্ষা দান করে চলছে; [২] লোকটা কেমন যেন একাই সত্যের অধিকারী, সেই অনুসারে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু লোক নিজেদের সমর্থন করা মতবাদ বিষয়ে

কোনও প্রমাণের অধিকারী না হয়েও আমাদের অবজ্ঞা করে এবং যুক্তিবিহীন ভাবে নেকড়ে দ্বারা ছিনতাই করা মেষশিশুর মত নিজেদেরকেই নাস্তিক মতবাদের ও অপদূতদের শিকার করে।

[৩] কেননা অপদূত বলে অভিহিত যারা, তারা কেবল মানুষকে তাদের নির্মাতা ঈশ্বর থেকে ও তাঁর প্রথমজনিত সেই খ্রিষ্ট থেকে দূরে নেবার জন্যই সচেষ্ট থাকে; একদিকে, মর্তের উপরে নিজেদের উন্নীত করতে সক্ষম নয় যারা, অপদূতেরা পেরেক দিয়েই যেন তাদেরকে পার্থিব বিষয়গুলোতে ও মানুষের গড়া প্রতিমাতে আবদ্ধ রেখেছে ও এখনও আবদ্ধ রাখছে; অন্যদিকে, ঐশবিষয় দর্শনলাভের উদ্দেশে নিবিষ্ট রাখে যারা, তারা প্রজ্ঞাময় বুদ্ধি-বিশিষ্ট না হলে এবং পুণ্য ও ভাবাবেগ থেকে দূরবর্তী জীবনধারণ-বিশিষ্ট না হলে, সেই অপদূতেরা তাদের পথভ্রষ্ট করে অভক্তির মধ্যে চালনা করে।

প্লেটোর মতবাদ ও খ্রিষ্টতত্ত্ব (৫৯—৬০ অধ্যায়)

৫৯। প্লেটো ও মোশি

[১] তাছাড়া, আপনাদের এও জানা উচিত যে, প্লেটো আমাদের ধর্মগুরুদের কাছ থেকে, আমি বলতে চাই, নবীদেরই বাণী থেকে সেই সমস্ত বিষয় ধার নিয়েছিলেন যা অনুসারে ঈশ্বর আকারবিহীন জড়পদার্থ থেকে বিশ্বকে নির্মাণ করেছেন [ক], এবং আপনারা এক্ষেত্রে, যাঁর কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, গ্রীক সকল লেখকের প্রাচীনতম লেখক [খ] তথা প্রথম নবী সেই মোশিরই বাণী অক্ষরে অক্ষরে শুনুন যাঁর মধ্য দিয়ে নবীয় আত্মা প্রকাশ করেছেন কীভাবে ও কোথা থেকে ঈশ্বর, আদিতে, এ বলেই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন: [২] *আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছেন।* [৩] *পৃথিবী অদৃশ্য ও অবিন্যস্ত ছিল, এবং অন্ধকার অতল গহ্বরের মুখের উপর বিরাজ করছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপর চলাচল করছিলেন।* [৪] *এবং ঈশ্বর বললেন, আলো হোক। আর সেইমত হল* [গ]।

[৫] ফলত, গোটা বিশ্ব ঈশ্বরের বাণী দ্বারা সেই জড়পদার্থ থেকে জনিত হল যা প্রথমে মোশি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছিল; সুতরাং প্লেটো, তাঁর মতবাদের অনুসারীরা ও আমরা নিজেরাও এথেকেই শিক্ষালাভ করেছি; এক্ষেত্রে আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন।

[৬] এবং কবীরা যা ‘এরেবোস’ বলে চিহ্নিত করে, সেসম্পর্কে আমরা জানি যে, তা প্রথমে মোশিতে পাওয়া যায় (ঘ)।

৬০। ক্রুশ সংক্রান্ত প্লেটোর মতবাদ

[১] এবং প্রকৃতি-দর্শনবাদ ক্ষেত্রে প্লেটো ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে ‘তিমাইয়োস’ নামক আপন লেখায় যখন বলেন ‘ঈশ্বর তাঁকে বিশ্বে X অক্ষরের আকারে রাখলেন’(ক), তখন তিনি একথাও একইপ্রকারে মোশি থেকে ধার নিয়েছিলেন। [২] কেননা মোশির লেখাগুলোতে এমনটা স্পষ্টই বলা রয়েছে যে, যেসময় ইস্রায়েলীয়রা মিশর থেকে বের হয়েছিল ও প্রান্তরে ছিল, সেসময়ে তারা এমন বিষাক্ত জন্তু দ্বারা, কেউটে, চন্দ্রবোড়া ও সবরকমের সাপ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল যেগুলো জনগণের মধ্যে মৃত্যু ঘটাচ্ছিল, [৩] তাই মোশি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা ও প্রভাবে কিছুটা ব্রোঞ্জ নিয়ে তা ক্রুশের আকারে ঢেলে তা পবিত্র তাঁবুর চূড়ায় স্থাপন করে জনগণকে বলেছিলেন, *তোমরা এই চিহ্নের দিকে তাকালে ও বিশ্বাস করলে, সেই চিহ্ন দ্বারা পরিত্রাণ পাবে* (খ)। [৪] এই ঘটনার পরে তিনি লিখলেন যে, সাপগুলো মারা গেছিল, ও পরম্পরায় এ সমর্পণ করলেন যে, জনগণ এইভাবেই মৃত্যু এড়াতে পেরেছিল।

[৫] যখন প্লেটো এসমস্ত কিছু পড়লেন তখন অর্থটা পুরোপুরি ভাবে বোঝেননি, কেননা এমনটা উপলব্ধি না করে যে ক্রুশের চিহ্নেরই কথা বলা হচ্ছিল তিনি বস্তুটা X অক্ষর হিসাবে মেনে নিয়ে বললেন যে, প্রথম ঈশ্বরের পর পরেই যে প্রতাপ রয়েছে, সেটা বিশ্বে X অক্ষরের আকারে রাখা।

[৬] এবং তৃতীয় প্রতাপ সম্পর্কে তিনি যা বললেন, তাও মোশির সেই লেখা পড়েছিলেন বিধায়ই উপলব্ধি করেছিলেন, সেই যে লেখা আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি ও যা অনুসারে *ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন* (গ)। [৭] বাস্তবিকই তিনি দ্বিতীয় স্থান সেই বাণীকে আরোপ করেন যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে রয়েছেন ও সেবিষয়ে বলেন, তা বিশ্বে X অক্ষরের আকারে রাখা, এবং তৃতীয় স্থান সেই আত্মাকে আরোপ করেন যাঁর বিষয়ে বলা হয়েছিল তিনি জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন; এবিষয়ে তিনি বলেন, ‘তৃতীয়টা তৃতীয়টার চারপাশে’(ঘ)।

[৮] এবং এবার শুনুন কেমন করে সেই নবীয় আত্মা মোশির মধ্য দিয়ে অগ্নিময় সেই বিস্ফোরণের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। [৯] তিনি বলেছিলেন, *অনির্বাণ একটা আগুন নেমে পড়বে ও গহ্বরের অতল পর্যন্ত সবকিছু গ্রাস করবে* (ঙ)। [১০] অতএব, আমরা যে পরের অভিমত স্বীকার করি এমন নয়, বরং অন্যান্য সকলেই আমাদের অভিমত অনুকরণ করে প্রতিধ্বনিত করে থাকে। [১১] তাছাড়া, যারা বর্ণমালার অক্ষরগুলো পর্যন্ত জানে না, যারা অজ্ঞ ও ভিন্ন ভাষার মানুষ কিন্তু পঙ্গু বা দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও মনে প্রজ্ঞাবান ও বিশ্বাসী মানুষ, তাদের কাছ থেকেও আপনারা এসমস্ত কিছু শুনতে ও শিখতে পারেন। তাতে বোঝা যায় যে, এসমস্ত কিছু মানবীয় জ্ঞানের ফল নয় বরং ঈশ্বরের পরাক্রমের উচ্চারিত বাণী (চ)।

বাপ্তিস্ম (৬১–৬২ অধ্যায়)

৬১। বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান

[১] এবার আমরা বুঝিয়ে দেব কেমন করে খ্রিষ্ট দ্বারা নবায়ীত হয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেছি; কেননা একথা বাতিল করলে এমনটা হতে পারে যে, আমাদের ব্যাখ্যা অপুর্ণাঙ্গ।

[২] যারা এবিষয়ে নিশ্চিত আছে ও আমরা যা বলি ও শেখাই তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সচেষ্ট থাকবে বলে সঙ্কল্পবদ্ধ, তারা প্রার্থনায় ও উপবাসে ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিজেদের আগেকার সমস্ত পাপমোচনার্থ অনুরোধ প্রসঙ্গে প্রশিক্ষিত হয়, আর সেইসঙ্গে আমরাও তাদের প্রার্থনায় ও উপবাসে যোগ দিই। [৩] পরে আমরা তাদের এমন যায়গায় নিয়ে যাই যেখানে জল থাকে, এবং আমরা নিজেরা যেভাবে নবজন্ম লাভ করেছিলাম, তারাও সেই একইভাবে নবীন জীবনে নবজন্ম লাভ করে। কেননা বিশ্বপ্রভু ও পিতা সেই ঈশ্বরের, আমাদের ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্টের ও পবিত্র আত্মার নামে (ক) তারা পরে জলপ্রক্ষালনে প্রক্ষালিত হয়। [৪] কেননা খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *পুনরায় জন্ম না নিলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না* (খ)।

[৫] এদিকে সকলের কাছে একথা স্পষ্ট যে, যারা একবার জন্ম নিয়েছে তাদের পক্ষে মাতৃগর্ভে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। [৬] এবং যেমন আগেও লিখেছি, পাপীরা

কেমন করে তাদের পাপ থেকে মুক্তি পাবে ও মনপরিবর্তন করবে, তা নবী ইশাইয়া দ্বারা বলা হয়েছিল। [৭] তিনি একথা বলেছিলেন, *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, তোমাদের প্রাণ থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ কর; যা ভাল তা করতে শেখ, এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। পরে এসো, একসঙ্গে বিচার-বিবেচনা করি—একথা বলছেন প্রভু; তোমাদের পাপ সিঁদুরে-লাল হলে আমি তা পশমের মত শুভ্র করে তুলব; টকটকে লাল হলে তা আমি করে তুলব তুষারের মত।* [৮] *কিন্তু তোমরা আমাকে না শুনলে তবে একটা খড়্গা তোমাদের গ্রাস করবে; কারণ প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ* করেছে (গ)।

[৯] এবং এক্ষেত্রে এটিই সেই যুক্তি যা আমরা প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে শিখেছি। [১০] যেহেতু আমাদের প্রথম জন্মে আমরা আমাদের পিতামাতার পারস্পরিক মিলনে তরল বীজের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনের ফলেই অজ্ঞ হয়ে জন্ম নিয়েছি ও নেতিবাচক অভ্যাস ও মন্দ প্রবণতা সহ জন্ম নিয়েছি, সেজন্য প্রয়োজনের ও অজ্ঞতার সন্তান হয়ে না থাকার জন্য কিন্তু স্বাধীনতা ও প্রজ্ঞার সন্তান হবার জন্য ও জলে কৃত পাপের মোচন লাভ করার জন্য, যে নবজন্ম লাভ করতে সম্মত ও নিজের পাপকর্ম বিষয়ে অনুশোচনা করেছে, তার উপরে বিশ্বপ্রভু ও পিতা সেই ঈশ্বরের নাম আহ্বান করা হয়, এবং এরপর, যার প্রক্ষালিত হওয়ার কথা তাকে প্রক্ষালনে চালনার জন্য নিযুক্ত যে ব্যক্তি, তিনি সর্বপ্রথমে শুধু এই নামটা আহ্বান করেন। [১১] কেননা এমন কেউই নেই যে অনির্বচনীয় ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করতে পারে; আর যদি কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে এমনটা বলত যে, তাঁর একটা নাম আছে, তবে সে বোধশূন্য উন্মাদনা প্রকাশ করত।

[১২] যাই হোক, এই জলপ্রক্ষালন 'আলোকীকরণ' বলে অভিহিত, কেননা যারা এসমস্ত বিষয় শেখে তারা মনে আলোপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে (ঘ)। [১৩] দ্বিতীয়ত, যে আলোপ্রাপ্ত, তাকে সেই যিশুখ্রিষ্টের নামেও প্রক্ষালিত করা হয় যিনি পন্তিউস পিলাতের আমলে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন; এবং পরিশেসে তাকে সেই নবীয় আত্মার নামে প্রক্ষালিত করা হয় যিনি নবীদের মধ্যে দিয়ে যিশু সংক্রান্ত সমস্ত কিছু পূর্বঘোষণা করেছিলেন।

৬২। বাপ্তিস্মের অনুকারী সেই অপদূতেরা

[১] নবী ইশাইয়ার ঘোষণা গুণে এই জলপ্রক্ষালনের কথা শুনে অপদূতেরা, তাদের মন্দিরগুলোতে যারা প্রবেশ করছিল ও পানীয়-নৈবেদ্য ও যজ্ঞ অর্পণের লক্ষ্যে তাদের কাছে এগোচ্ছিল, তাদেরও প্ররোচিত করতে লাগল যেন তারাও নিজেদের উপর জল ছিটায়; আর শুধু তা নয়, অপদূতেরা এমনটা দাবি করে, যে যে মন্দিরে তাদের মূর্তিগুলো রয়েছে, উপাসকেরা সেখানে প্রবেশ করার আগে যেন পুরোপুরিই নিজেদের ধৌত করে। [২] এবং উপরোল্লিখিত নবী সেই মোশির বেলায় যা ঘটেছিল, তা থেকে অপদূতেরা সেই নিয়ম শিখেছে ও অনুকরণ করেছে যা অনুসারে যাজকেরা ভক্তদের অনুষ্ঠানরীতি পালন করার জন্য মন্দিরে খালি পায়ে প্রবেশ করতে আজ্ঞা করে।

[৩] কেননা যে সময়ে মোশিকে মিশরে নেমে যাওয়ার ও যে ইস্রায়েল-জনগণ সেখানে বাস করত তাদের বের করে আনবার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, সেসময়ে তিনি নিজের মামার পাল চরাবার জন্য আরবীয় দেশে থাকতেই একটা ঝোপ থেকে আমাদের খ্রিষ্ট আগুনের আকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, *পা থেকে জুতো খুলে ফেল, এগিয়ে এসো ও শোন* (ক)। [৪] আর তিনি জুতো খুলে ও এগিয়ে গিয়ে একথা শুনেছিলেন যে, তাঁকে মিশরে নেমে যেতে হবে ও যে ইস্রায়েল-জনগণ সেখানে ছিল তাদের বের করে আনতে হবে; যিনি আগুনের আকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই খ্রিষ্ট থেকে মোশি এমন পরাক্রমী প্রতাপ পেয়েছিলেন যে, মিশরে নেমে গিয়ে সেই জনগণকে বের করে আনলেন, এমন মহৎ ও আশ্চর্য কর্মকাণ্ড সাধন ক'রে যা আপনারা তা জানবার ইচ্ছা করলে তাঁর নিজের লেখাগুলো থেকে স্পষ্টভাবে শিখতে পারেন।

ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ও পৌত্তলিক পুরাণ (৬৩–৬৪ অধ্যায়)

৬৩। ঈশ্বর কীভাবে মোশিকে দেখা দিলেন

[১] সকল ইহুদী আজকালেও শেখায় যে, অনির্বচনীয় ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছেন। [২] ঠিক একারণেই নবীয় আত্মা উপরোল্লিখিত নবী সেই ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে, যেইভাবে আগেও বলেছিলাম, একথা দ্বারা তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন, *বলদ*

নিজের মনিবকে জানে, গাধাও নিজের প্রভুর জাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল আমাকে জানে না ও আমার জনগণ আমাকে বোঝে না (ক)।

[৩] আর পিতা যে কে ও পুত্র যে কে, যেহেতু ইহুদীরা তা জানত না, সেজন্য পরে যিশুখ্রিষ্টও তাদের সেইভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন; বলেছিলেন, *পুত্র ছাড়া কেউই পিতাকে জানে না, পুত্রকেও কেউ জানে না সেই পিতা ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন* (খ)।

[৪] তবে, ঈশ্বরের বাণী হলেন তাঁর পুত্র, যেইভাবে আমরা আগে বলেছি। [৫] তিনি দূত ও প্রেরিতদূত বলেও অভিহিত, কেননা দূত হিসাবে তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দেন যা জানা দরকার, এবং [প্রেরিতদূত হিসাবে] তিনি সংবাদটা বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রেরিত হন, যেইভাবে স্বয়ং প্রভু আমাদের বলেছেন, *যে আমার কথা শোনে, সেই তাঁরই কথা শোনে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন* (গ)। [৬] এই কথাও মোশীর লেখাগুলো থেকে স্পষ্ট হবে। [৭] কেননা সেখানে একথা রয়েছে, *এবং ঈশ্বরের দূত একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় মোশিকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি সেই আছি যিনি আছেন, আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর, তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর।* [৮] *মিশরে নেমে যাও ও আমার জগগণকে বের করে আন* (ঘ)। [৯] পরে যা হয়েছিল, আপনারা তা জানতে ইচ্ছুক হলে, তবে তা সেই লেখাগুলোতে পড়তে পারবেন; কেননা এই লেখায় সবকিছু বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

[১০] যাই হোক, যা লেখা হয়েছে, তা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় যে যিশুখ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র ও প্রেরিতদূত যিনি আগে সেই বাণী ছিলেন, যিনি সময় সময় আগুনের আকারে ও সময় সময় অশরীরী সাদৃশ্যে আবির্ভূত হতেন, কিন্তু এখন ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ও মানবজাতির পরিত্রাণার্থে মানুষ হয়ে সেই সমস্ত কিছু ভোগ করতে মেনে নিলেন যা অপদূতেরা সেই উন্মাদ ইহুদীদের করতে প্ররোচিত করেছিল। [১১] এই ইহুদীরা যদিও মোশির লেখাগুলোতে এই স্পষ্ট কথার অধিকারী ছিল তথা, *এবং ঈশ্বরের দূত একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় মোশিকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি সেই আছি যিনি আছেন, আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর* (ঙ), তবু তারা বলে যে, যিনি এই কথা উচ্চারণ

করেছিলেন, তিনি হলেন সেই পিতা ও বিশ্বনির্মাতা। [১২] এই কারণেই নবীয় আত্মা এ বলে তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন, *ইস্রায়েল আমাকে জানে না ও আমার জনগণ আমাকে বোঝে না* (চ)।

[১৩] আরও, আমরা যেইভাবে আগেও বলেছিলাম, যিশু তাদের মাঝে থাকাকালে বলেছিলেন, *পুত্র ছাড়া কেউই পিতাকে জানে না, পুত্রকেও কেউ জানে না সেই পিতা ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন* (ছ)। [১৪] সুতরাং, যারা সবসময় এমনটা ভেবেছিল যে, বিশ্বপিতাই মোশির কাছে কথা বলেছিলেন অথচ যিনি কথা বলছিলেন তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সেই পুত্র যিনি দূত ও প্রেরিতদূত বলেও অভিহিত, সেই ইহুদীরা নবীয় আত্মাও দ্বারা ও স্বয়ং খ্রিষ্টও দ্বারা ন্যায়সঙ্গতভাবে এই ভর্ৎসনার পাত্র হচ্ছে যে, তারা পিতাকেও জানে না, পুত্রকেও জানে না। [১৫] কেননা যারা এমনটা সমর্থন করে যে পুত্র হলেন পিতা, তারা পিতা যে কে তা না জানবার প্রমাণ দেয়, এবিষয়েও প্রমাণ দেয় যে, তারা বুঝতে পারে না যে বিশ্বপিতার একটা পুত্র আছেন যিনি ঈশ্বরের প্রথমজনিত বাণী হওয়ায় তিনি ঈশ্বরও (জ)। [১৬] তিনি পূর্বে মোশির কাছে ও অন্যান্য নবীদের কাছে আগুনের আকারে ও অশরীরী সাদৃশ্যের আকারে আবির্ভূত হয়েছিলেন; কিন্তু এখন, আপনাদের সাম্রাজ্যের এই কালে, আমি যেইভাবে আগেও বলেছিলাম, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ও যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের পরিত্রাণার্থে একটি কুমারীর গর্ভে মানুষ হলেন এবং অবজ্ঞাত হতে ও কষ্টভোগ করতে মেনে নিলেন যাতে মৃত্যুবরণ করায় ও পুনরুত্থান করায় মৃত্যুকে পরাজিত করতে পারেন।

[১৭] সেই ঝোপ থেকে মোশিকে যা বলা হয়েছিল তথা, *আমি সেই আছি যিনি আছেন, আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর, তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর* (ঝ), সেই বচনটার অর্থ হলো যে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তখনও ছিলেন ও ছিলেন স্বয়ং খ্রিষ্টেরই অধিকার। বাস্তবিকই সকল মানুষের মধ্য থেকে তাঁরাই সেই প্রথম মানুষ যাঁরা ঈশ্বরান্বেষায় নিজেদের নিবিষ্ট করেছিলেন, অর্থাৎ, মোশি যেমন লিখেছেন (ঞ), তাঁরা হলেন ইসহাকের পিতা আব্রাহাম ও যাকোবের পিতা ইসহাক।

৬৪। পৌত্তলিকদের অকেজো অনুকরণ

[১] যা কিছু আমরা বলে এসেছি, তা থেকে আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন যে, জলস্রোতের ধারে তথাকথিত ‘কোরে’[ক] এর একটা মূর্তি রাখাটা হলো সেই অপদূতদের কাজ যারা মোশির দ্বারা যা বলা হয়েছিল তা অনুকরণ করে বলে, সে জেউসের কন্যা।

[২] বস্তুত, যেইভাবে আমরা ইতিমধ্যে লিখেছি, মোশি বলেছিলেন, *আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছেন।* [৩] *পৃথিবী অদৃশ্য ও অবিন্যস্ত ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপর চলাচল করছিলেন*[খ]। [৪] তাই যিনি, যেইভাবে বলা হয়, জলরাশির উপর চলাচল করছিলেন, অপদূতেরা সেই ঈশ্বরের আত্মার অনুকরণে বলল, সেই ‘কোরে’ হলো জেউসের কন্যা। [৫] এবং একই মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে তারা বলল, আথেনা হল যৌন মিলন ছাড়া সঞ্জাত জেউসের কন্যা; কিন্তু একথা জেনে যে ঈশ্বর বাণী দ্বারা অর্থাৎ ধারণা-কর্ম দ্বারা জগৎকে নির্মাণ করেছিলেন, তারা বলল, আথেনা হলো প্রথম ধারণা। আমরা মনে করি, ধারণার রূপকে একটা স্ত্রীলোকের আকারে উপস্থাপন করাটা একেবারে হাস্যকর ব্যাপার। [৬] একই প্রকারে, খোদ কর্মকাণ্ডটা জেউসের বাকি তথাকথিত সন্তানদের নিন্দা করে।

খ্রিষ্টীয় উপাসনা ও এউখারিস্তিয়া (৬৫–৬৭ অধ্যায়)

৬৫। সাক্রামেন্তসমূহ সম্পাদনা

[১] তবে, যে কেউ সঙ্কল্পবদ্ধ ও আমাদের শিক্ষা বিষয়ে সম্মত হয়েছে তাকে প্রক্ষালিত করার পর আমরা তাকে তাদেরই কাছে নিয়ে যাই যাদের আমরা ভাই বলে অভিহিত করি, অর্থাৎ সেই স্থানে তাকে নিয়ে যাই যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের জন্য, আলোপ্রাপ্ত যে হতে চলেছে তারও জন্য, ও অন্যান্যরা যেইখানে থাকুক না কেন তাদের সকলেরও জন্য ভক্তিভরে একসাথে প্রার্থনা করার জন্য সম্মিলিত হই, যাতে করে সত্য জানতে, আচরণে উত্তম নাগরিক ও আজ্ঞাবলির পালনকারী বলে স্বীকৃত হতে, ও অনন্ত পরিত্রাণে প্রবেশাধিকার লাভ করতে যোগ্য বলে গণিত হতে পারি। [২] প্রার্থনাগুলো সমাপ্ত করে আমরা একে অন্যকে শান্তি-চুম্বন বিনিময় করি[ক]।

[৩] পরে, ভাইদের সমাবেশে অনুষ্ঠাতা-ভূমিকা পালন করেন যিনি (খ), তাঁর কাছে একটা রুটি ও জল ও আঙুররসে মেশানো একটা পানপাত্র আনা হয় যা তিনি হাতে নিয়ে পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম দ্বারা বিশ্বপিতাকে স্তুতিবাদ ও গৌরব জ্ঞাপন করেন ও এই যে মঙ্গলদানগুলো ঈশ্বর নিজের অনুগ্রহ গুণে আমাদের দান করেছেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘ একটা 'εὐχαριστία' [এউখারিস্তিয়া, ধন্যবাদজ্ঞাপন] সম্পাদন করেন। তিনি প্রার্থনাগুলো ও এউখারিস্তিয়া সমাপ্ত করলে উপস্থিত গোটা জনগণ উত্তরে বলে ওঠে, 'আমেন'। [৪] 'আমেন' হিব্রু শব্দটার অর্থই 'তাই হোক'(গ)।

[৫] অনুষ্ঠাতা যিনি, তিনি এউখারিস্তিয়া সমাধা করার পর ও গোটা জনগণ উত্তর দেবার পর, আমরা যাঁদের পরিসেবক বলে ডাকি তাঁরা উপস্থিত সকলে যেন তাতে অংশ নিতে পারে, সেই লক্ষ্যে তাঁরা এক একজনকে এউখারিস্তীয় রুটি ও জলে যুক্ত আঙুররস বিতরণ করেন ও অনুপস্থিতদের কাছেও সেই রুটি ও আঙুররস নিয়ে যান।

৬৬। এউখারিস্তিয়া

[১] আমরা এই খাদ্য 'এউখারিস্তিয়া' বলে থাকি, এমন খাদ্য যার অংশী অন্য কেউই হতে পারে না; কেবল সে-ই পারে যে, আমাদের শেখানো বিষয়গুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে, পাপমোচনার্থে ও নবজন্মের উদ্দেশে জলপ্রক্ষালনে প্রক্ষালিত হয়েছে ও খ্রিষ্টের সম্প্রদান করা শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করে। [২] কেননা আমরা সেইসব কিছু সাধারণ রুটি ও সাধারণ পানীয় হিসাবে যে গ্রহণ করি তা নয়; কিন্তু যেমন ঈশ্বরের বাণী দ্বারা আমাদের ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্ট নিজেকে মাংস ক'রে আমাদের পরিত্রাণের জন্য মাংস ও রক্ত ধারণ করলেন, তেমনি, একই প্রকারে, আমাদের শেখানো হয়েছে যে, যে খাদ্য তাঁর নিজেরই উচ্চারিত বাণীর প্রার্থনা দ্বারা (ক) এউখারিস্তিয়া হয়েছে ও যা থেকে আমাদের রক্ত ও মাংস আত্মীকরণ গুণে পুষ্ট হয়, সেই খাদ্য হলো মাংস-হওয়া-যিশুর মাংস ও রক্ত।

[৩] কেননা সেই প্রেরিতদূতেরা সুসমাচার বলে অভিহিত তাঁদের রচিত স্মারক লিপিতে তা-ই সম্প্রদান করেছেন যা তাঁদের করতে আজ্ঞা করা হয়েছিল, তথা, রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন, 'আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর, এ আমার দেহ'; তেমনিভাবে, পানপাত্রটাও গ্রহণ করে নিয়ে ও ধন্যবাদ-

স্তুতি উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন, ‘এ আমার রক্ত’; এবং কেবল তাঁদেরই কাছে তা বিতরণ করেছিলেন (খ)। [৪] তেমনটা অনুকরল ক’রে সেই মন্দ অপদূতেরা মিথ্রা-রহস্যগুলোতে একই অনুষ্ঠান পালন করতে অজ্ঞা দিল (গ); কেননা তাদের দীক্ষা-অনুষ্ঠানাদিতে নানা মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠানটা সম্পাদিত হতে হতে যে একটা রুটি ও জলের একটা পাত্র রাখা হয়, তা আপনারা হয় জানেন, না হয় তা শিখতে পারেন।

৬৭। খ্রিষ্টিয়ানদের রবিবাসরীয় অনুষ্ঠান

[১] সেই দিন থেকে আমরা সবসময় একে অন্যকে এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকি। আর ধনবান যারা তারা অভাবীদের সহায়তা দান করে ও আমরা সবাই একে অন্যের সঙ্গে মিলিত থাকি। [২] যে সমস্ত উপহার গ্রহণ করি, তার জন্য আমরা তাঁর পুত্র যিশুখ্রিষ্টের দ্বারা ও পবিত্র আত্মা দ্বারা বিশ্বনির্মাতাকে ধন্য বলি।

[৩] আর যে দিনটা ‘সূর্যের দিন’(ক) বলে অভিহিত, সেই দিনে প্রেরিতদূতদের স্মৃতিকথা বা নবীদের লেখাগুলো পড়ার জন্য শহর ও গ্রামবাসী সকলে যতক্ষণ সম্ভব হয় ততক্ষণ ধরে একই স্থানে সমবেত হয়। [৪] এবং পাঠক শেষ করলে অনুষ্ঠাতা এমন উপদেশ দেন যে উপদেশে তিনি নানা পরামর্শ অর্পণ করেন ও এই শুভ শিক্ষাবাণী অনুকরণ করতে আমাদের উৎসাহিত করেন। [৫] পরে আমরা সবাই মিলে পায়ে উঠে দাঁড়াই ও প্রার্থনা নিবেদন করি; এবং, যেইভাবে আগে বলেছিলাম, সেই অনুসারে সবাই প্রার্থনা সমাপ্ত করার পর রুটি, আঙুররস ও জল আনা হয়; তখন অনুষ্ঠাতা একইভাবে প্রার্থনা ও ধন্যবাদজ্ঞাপক বাণী যথাসাধ্য উচ্চারণ করেন ও জনগণ উচ্চস্বরে ‘আমেন’ বলায় নিজেদের সম্মতি জানায়; পরে এউখারিস্তিয়া-বিতরণ হয় এবং উপস্থিত সকলে তাতে অংশ নেয়, ও যারা অনুপস্থিত পরিসেবকদের মধ্য দিয়ে তা তাদের কাছেও পাঠানো হয়। [৬] প্রাচুর্যশীল যারা, তারা তেমনটা করতে ইচ্ছা করলে তবে এক একজন যা উপযুক্ত মনে করে তা-ই দান করে, ও যা কিছু সংগ্রহ করা হয় তা অনুষ্ঠাতার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়; [৭] আর তিনি এতিম যারা, বিধবা যারা, রোগের কারণে বা অন্য যত কারণে অভাবী যারা, কারারুদ্ধ যারা, বাহিরাগত মানুষ যারা, তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থা করেন; এককথায় তিনি অভাবগ্রস্ত সকলের যত্ন নেন।

[৮] আমরা সূর্যের দিনেই সাধারণ সভায় সম্মিলিত হই কারণ এটা হলো সেই প্রথম দিন যখন ঈশ্বর অন্ধকার ও জড়বস্তু বিন্যাস করে জগৎ নির্মাণ করেছিলেন; উপরন্তু, এই একই দিনেই আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন; বস্তুতপক্ষে তারা ক্রনোসের দিনের (খ) আগের দিনে তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল, কিন্তু ক্রনোসের দিনের পর দিনে তথা সূর্যের দিনে তিনি আপন প্রেরিতদূতদের ও শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন ও তাঁদের এই সমস্ত শিক্ষাবাণী দিয়েছিলেন যা আমরা এখন বিচার-বিচেনার জন্য আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি।

রোম-সম্রাট হাদ্রিয়ানুসের অনুশাসন-পত্র (৬৮ অধ্যায়)

৬৮। উপসংহার

[১] আপনারা যদি এসব কিছু যুক্তি ও সত্য অনুযায়ী বলে মনে করেন, তবে সেগুলো সম্মান করুন; অন্যদিকে যদি এসব কিছু অপদার্থ মনে করেন, তবে তা সেই অনুযায়ীই অবজ্ঞা করুন। কিন্তু যারা অনিষ্ট কিছুই করেনি, তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড জারি করবেন না যেইভাবে করতেন শত্রুদের বিরুদ্ধে। [২] কেননা আমরা এমনটা পূর্বঘোষণা করছি যে, অন্যায্যতায় থেকে গেলে আপনারা ঈশ্বরের ভাবী বিচার এড়াবেন না; আমাদের দিক দিয়ে আমরা চিৎকার করে বলব 'ঈশ্বর যাতে প্রীত তা-ই হোক'।

[৩] আর যদিও আপনাদের পিতা সেই মহত্তম ও অতি খ্যাতিমান সম্রাট হাদ্রিয়ানুসের পত্রের (ক) ভিত্তিতে আমরা এমনটা দাবি করতে পারতাম, আমরা যেমনটা বাসনা করছি আপনারা সেই অনুযায়ী বিচার জারি করবেন, তবু আমরা হাদ্রিয়ানুসের বিধির ভিত্তিতে নয়, বরং আমরা যা যাচনা করছি তা যে ন্যায্য, তা-ই জানি বিধায়ই এই আবেদন ও জবাবদিহি উপস্থাপন করেছি।

[৪] যাই হোক, আমরা হাদ্রিয়ানুসের পত্রের একটা অনুলিপি যোগ করেছি, যাতে আপনারা জানতে পারেন যে, এক্ষেত্রেও আমরা সত্য বলছি।

[৫] অনুলিপিটা এ:

মিনুকিউস ফুন্দানুসের (খ) সমীপে। [৬] তোমার পূর্বসূরী সেই অতি খ্যাতিমান সেরেনিউস গ্রানিয়ানুস (গ) যে পত্র আমার কাছে প্রেরণ করেছেন, তা আমি গ্রহণ করেছি।

[৭] যাতে [নিরপরাধী] এই লোকেরা বিরক্ত না হয় ও অনিষ্ট করার জন্য নিন্দুকদের অজুহাতের কোন সুযোগ দেওয়া না হয়, সেজন্য আমি মনে করি না, এই সমস্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবহেলা করা যেতে পারে। [৮] সুতরাং, তোমার প্রদেশের বাসিন্দারা যদি বিচারালয়ে খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার জন্য নিজেদের এই বিচার-প্রার্থনা এখনও সমর্থন করে, তবে তেমনটা করার জন্য আমি তাদের বারণ করছি না। কিন্তু আমি এমনটা সহ্য করব না যে, তারা অসঙ্গত আবেদন ও চিৎকার (ঘ) হাতিয়ার করে এগিয়ে যাবে। [৯] কেননা এটাই অধিক যথাযথ যে, কেউ যদি অভিযোগ পেশ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তুমি নিজেই সেবিষয়ে বিচার করবে।

[১০] অতএব, কেউ যদি তাদের বিষয়ে অভিযোগ তোলে ও এমনটা প্রমাণ করে যে, তারা অবৈধ কিছু করে থাকে, তাহলে তুমি অন্যায়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যবস্থা কর; কিন্তু হেরাক্লেসের দোহাই করে, সাবধান থাক, ও যদি কেউ শুধু শুধু নিন্দা করার ইচ্ছায় এই প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়, তাহলে অনিষ্টকর ব্যবহারের দায়ে তাকে গ্রেপ্তার কর ও তার দোষ অনুযায়ী দণ্ড জারি কর।

---

১ (ক) ১। ‘আন্তনিনুস পিউস’ ১৩৮ সাল থেকে ১৬১ সাল পর্যন্ত রোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তাঁর এই নামে ইউস্তিনুস আন্তনিনুসের আগেকার সম্রাট ও পালক-পিতা ‘এলিউস হাদ্রিয়ানুস’ নামটাও যোগ করেন (অর্থাৎ ‘এলিউস আদ্রিয়ানুস আন্তনিনুস পিউস’।
২। ‘ভেরিসিমুস’ হলেন আন্তনিনুস পিউসের সেই দত্তকপুত্র যিনি আন্তনিনুসের পরে (১৬১–১৮০) মার্কুস আউরেলিউস নামে রোম-সম্রাট হন; প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাম ছিল ‘ভেরুস’ অর্থাৎ ‘সত্যময়’, কিন্তু দর্শনবিদ্যার প্রতি খুবই আসক্ত হওয়ায় তাঁর পালক-পিতা হাদ্রিয়ানুস তাঁকে আদরের খাতিরে ‘ভেরিসিমুস’ অর্থাৎ ‘পরমসত্যময়’ বলে ডাকতেন।
৩। ‘লুকিউস’ হলেন আন্তনিনুস পিউসের দ্বিতীয় দত্তকপুত্রের নাম; এই লুকিউস কেইওনিউস কম্মদুস ১৬১ সাল থেকে ১৬৯ সাল পর্যন্ত সম্রাট মার্কুস আউরেলিউসের সহ-সম্রাট হয়ে রাজত্ব করেন।
যেহেতু তথ্যটা একটু এলোমেলো মনে হতে পারে, সেজন্য এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হোক: উপরে উল্লিখিত লুকিউস কেইওনিউস কম্মদুসের পিতা লুকিউস আয়েলিউস কায়েসার দত্তকপুত্র হিসাবে সম্রাট হাদ্রিয়ানুস দ্বারা গৃহীত হয়েছিলেন ও তাঁর আগে মারা গেছিলেন। তারপরে, যখন হাদ্রিয়ানুস আন্তনিনুস পিউসকে নিজের দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁকে মার্কুস আন্নিউস ভেরুস-কে (অর্থাৎ মার্কুস আউরেলিউসকে) ও লুকিউস কেইওনিউসকেও আপন দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য করেন; আন্তনিনুসের দত্তকপুত্র

দু'জনেই 'দার্শনিক' বলে অভিহিত ছিলেন।
উল্লেখ্য বিষয়: গাইউস ইউলিউস কায়েসার (যাঁকে ইংগ্রেজি উচ্চারণে জুলিয়াস সীজার-ও বলা হয়) এর মৃত্যুর পরে, তাঁর সম্মানার্থে রাজ্যভার গ্রহণ-ক্ষণে পরবর্তী সকল রোম-সম্রাট 'কায়েসার' নামও গ্রহণ করলেন। সেসময় থেকে 'কায়েসার' নামের অর্থ 'সম্রাট' হতে লাগল; সাধারণত সম্রাটকে তাঁর নিজের প্রকৃত নামে নয়, তাঁকে বরং 'কায়েসার' বলে সম্বোধন করা হত। উদাহরণ স্বরূপ, রাজাকে সম্বোধন করতে গিয়ে যেমন বাংলায় 'হে রাজন্' বলা হত, তেমনি রোমীয়েরা সম্রাটকে 'হে কায়েসার' বলে সম্বোধন করত।
অভশেষে, এই পদে 'পবিত্র প্রবীণসভা' শব্দটাও উল্লিখিত। প্রবীণসভা ছিল রোম-সাম্রাজ্যের সংসদ।

(খ) নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ইউস্তিনুস বলেন, তিনি ফ্লাভিয়া-নেয়াপলিসের বাসিন্দা। পুরাতন নিয়মে শহরের নাম ছিল শিখেম (আদি ১২:৬ ইত্যাদি) যা সামারিয়া অঞ্চলে অবস্থিত; বহু শতাব্দীর পরে সেই শিখেমের ধ্বংসাবশেষের উপরে রোমীয়েরা নতুন একটা শহর নির্মাণ ক'রে সম্রাট ফ্লাভিউস ভেস্পাসিয়ানুসের সম্মানার্থে শহরকে ফ্লাভিয়া-নেয়াপলিস (অর্থাৎ নব ফ্লাভিয়া-পুর) নাম রাখে। শহরের আজকালের নাম নাব্লুস।
'পালায়েস্তিনিয়া' ছিল সিরিয়া প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের নাম যা পুরাতন নিয়মে 'ফিলিস্তিয়া' (যাত্রা ১৫:১৪ ইত্যাদি) বলে উল্লিখিত। কিন্তু রোম-সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অঞ্চলটার নাম হয় 'পালায়েস্তিনীয় সিরিয়া'।
যাই হোক, 'ইউস্তিনুস' নামটা (যার অর্থ 'ন্যায়বান') ও তাঁর পিতার 'প্রিস্কুস' নামটাও লাতিন নাম; কিন্তু প্রিস্কুসের পিতার 'বাখেইউস' নামটা গ্রীক নাম; তাতে অনুমান করা যায়, ইহুদী প্রবাসের পরবর্তীকালে তাঁরা রোম-সাম্রাজ্যের কোন না কোন প্রদেশ থেকে ফ্লাভিয়া-নেয়াপলিসে স্থানান্তর হয়েছিলেন।

২ (ক) খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অভিযোগ বাদে আরও কতগুলো অপবাদ প্রচলিত ছিল। যেমন, নিন্দুকদের অভিযোগ অনুসারে এউখারিস্তীয় ভোজসভা ছিল নরমাংস ভক্ষণ-সভা, ভ্রাতৃপ্রেম ছিল উচ্ছৃঙ্খল সম্মেলন, খ্রিষ্টিয়ানেরা একটা গাধার মাথা পূজা করত, ইত্যাদি নিন্দাজনক অপবাদ।

৩ (ক) প্লেটো, রেপুব্লিকা ৫:১৮ দ্রঃ।

৪ (ক) (ক) ভাষাগত সাদৃশ্য ভিত্তি করে তথা χριστός ও χριστιανόι (অর্থাৎ খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টিয়ানেরা) ও χρηστὸς (খ্রেস্তস) ও χρηστότατοι (খ্রেস্ততাতোই অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজন ও শ্রেষ্ঠজনেরা) যা গ্রীক ভাষায় সদৃশ উচ্চারণ অনুসারে তথা 'খ্রিস্তস - খ্রিস্তিয়ানোই ও খ্রেস্তস - খ্রেস্ততাতোই' বলে উচ্চারিত, ইউস্তিনুস দেখাতে চান, খ্রিষ্টিয়ান যারা তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। প্রকৃতপক্ষে সেকালের স্ভেতোনিউস নামক খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন একজন লেখক ভুলবশত 'খ্রিষ্ট' নামটা 'খ্রেস্তস' বলে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।
(খ) সম্রাট নেরোর সময় থেকেই (৬৮ সাল থেকে) লোকে চিৎকার করে বলত

'Christianos esse non licet' (খ্রিষ্টিয়ানোস এস্‌সে নন লিচেৎ) অর্থাৎ 'খ্রিষ্টিয়ান হওয়া বিধেয় নয়'।

৫ (ক) ইউস্তিনুস বারে বারে এধারণা উপস্থাপন করেন যে, অপদূতেরাই পৌত্তলিকদের অভ্যন্তরে প্রতিমাপূজা ও খ্রিষ্টিয়ানদের অভ্যন্তরে ভ্রান্তমতগুলো অনুপ্রবেশ করিয়েছিল ও এখনও করাচ্ছে; এমনকি সেই অপদূতেরাই খ্রিষ্টিয়ানদের নির্যাতন করতে পৌত্তলিকদের প্ররোচিত করছিল ও করে থাকে। পরবর্তীকালে তের্তুল্লিয়ানুস ও খ্রিষ্টধর্মের অন্যান্য পক্ষসমর্থক লেখকগণও একই ধারণা উপস্থাপন করেন।

(খ) প্লেটো, সক্রেটিসের পক্ষসমর্থন ২৪খ দ্রঃ।

(গ) গ্রীক দর্শনবিদ্যায় λόγος (লোগোস) বলতে প্রধানত এমন 'যুক্তি' বোঝাত যা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী আদিকারণ, ও সাধারণ অর্থে 'কথা', 'বাণী', 'বাক্য' ও সমার্থক শব্দ বোঝাত। এখানে ইউস্তিনুস সক্রেটিসের কথা উল্লেখ ক'রে দর্শনবিদ্যার অর্থ অনুসারে অর্থাৎ 'যুক্তি' অর্থ অনুসারে 'লোগোস' শব্দটা ব্যবহার ক'রে দেখাতে চান যে, সেই দার্শনিকদের যুক্তি ও মানুষ-হওয়া-যিশুখ্রিষ্ট একই যুক্তি। অবশ্যই, ইউস্তিনুস একথা বলতে পারেন কারণ যোহনের সুসমাচারের প্রথম পদ Λόγος-লোগোস শব্দটা ব্যবহার করে বলে 'আদিতে ছিলেন লোগোস, লোগোস ছিলেন ঈশ্বরমুখী, লোগোস ছিলেন ঈশ্বর', যা গ্রীকভাষীদের কাছে দুই অর্থে তথা 'আদিতে ছিলেন যুক্তি, যুক্তি ছিলেন ঈশ্বরমুখী, যুক্তি ছিলেন ঈশ্বর' ও 'আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর' বলে অনুধাবনযোগ্য হতে পারত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় এটা হলো যে, ইউস্তিনুসই সেই প্রথম খ্রিষ্টিয়ান লেখক যিনি প্রাচীন গ্রীক কৃষ্টির লোগোস-যুক্তি ও যিশুখ্রিষ্ট-লোগোস এক লোগোস বলে ঘোষণা করেন; অবশ্যই, যিশুখ্রিষ্ট-লোগোস হলেন সেই দার্শনিকদের লোগোসের পূর্ণতা যিনি মানুষ হলেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তিনি বার বার এধারণা তুলে ধরবেন ও সেবিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবেন।
যাই হোক, ইউস্তিনুসের মতে কেবল খ্রিষ্টিয়ানেরাই বাইবেলে নিহিত ঐশপ্রকাশের দ্বারা গোটা লোগোসের অর্থাৎ ঐশবাণীর ও ঐশযুক্তির পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে, আর ঠিক এই কারণেই অপদূতেরা বিশেষভাবে খ্রিষ্টিয়ানদেরই নির্যাতন করাতে সচেষ্ট।
ইউস্তিনুসের কয়েক বছর পর তের্তুল্লিয়ানুসও Λόγος (লোগোস) বিষয়ক একই ধারণা উত্তম রূপে উপস্থাপন করে বলেন, 'ঈশ্বরের আত্মা, ঈশ্বরের বাণী ও ঈশ্বরের যুক্তি যিনি , যিনি নিজেই যুক্তির বাণী, বাণীর যুক্তি ও উভয়েরই আত্মা, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট ...' (তের্তুল্লিয়ানুস - প্রার্থনা প্রসঙ্গ ১ দ্রঃ)।

৬ (ক) খ্রিষ্টিয়ানেরা সাধারণত এজন্যই নাস্তিক বলে পরিগণিত ছিল যে, তারা কোন প্রতিমার উদ্দেশে ও সম্রাটদের মূর্তিগুলোর উদ্দেশে যজ্ঞবলি অর্পণ করতে ও প্রণতি জানাতেও অস্বীকার করত; তাছাড়া তারা পৌত্তলিকদের মন্দিরগুলো থেকে দূরে থাকত ও দেব-দেবীর পর্বোৎসবে যোগ দিত না।

(খ) এই অধ্যায়ে ইউস্তিনুস কোন রকমে ঐশত্রিত্বের, তথা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার একটা প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করেন। 'শুভ দূতবাহিনী' অর্থাৎ স্বর্গদূতদের বিষয়েও নিজের প্রাথমিক একটা ধারণা উপস্থাপন করেন যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরও স্পষ্ট করে তুলবেন।

৭ (ক) ইউস্তিনুস বলতে চান, গ্রীক দর্শনের অভিমতগুলো যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ভ্রান্তমতের উদ্ভব হয়েছে।

৮ (ক) প্লেটো, গর্গিয়াস ৫২৩ঙ ও ফেদ্রো ২৪৯ক-খ দ্রঃ।

৯ (ক) ইউস্তিনুস পৌত্তলিকদের প্রতিমাপূজা নিন্দা করতে করতে খ্রিষ্টবিশ্বাসের একেশ্বরবাদের মহত্ত্ব তুলে ধরেন।

(খ) ইশা ৪৪:৯-২০; যেরে ১০:৩ দ্রঃ।

(গ) দিওগ্নেতোসের কাছে পত্রও (২:৭) (যা প্রেরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্ভুক্ত) প্রায় একই ধারণা উপস্থাপন করে।

১০ (ক) প্রেরিত ১৭:২৫ দ্রঃ।

(খ) এই অস্পষ্ট ধারণা পরবতর্তীতে (২য় পক্ষসমর্থন, ৫ অধ্যায়) স্পষ্ট করা হবে।

(গ) ২ তি ২:১২ দ্রঃ।

(ঘ) যা কিছু মঙ্গলকর সেই সব হলো ঐশবাণী (লোগোস) এর কর্মফল, কিন্তু যা কিছু মঙ্গল-বিরোধী সেই সব হলো অপদূতদের কর্মফল।

১১ (ক) দিওগ্নেতোসের কাছে পত্রও (১:১) (যা প্রেরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্বুক্ত) একই ধারণা উপস্থাপন করে।

১২ (ক) অনুবাদান্তরে, 'আপনারা যে নিয়মবিধি ও শাস্তি স্থির করেছেন, সেগুলোর কারণে যারা অন্যায় করার পর নিজেদের লুকোতে চেষ্টা করে, তারা অন্যায় করে চলে একথা জেনে যে, আপনারা মানুষ হওয়ায় আপনাদের এড়ানো সম্ভব'।

(খ) হিব্রু ৩:১ দ্রঃ।

১৩ (ক) ইউস্তিনুস এখানে স্বল্প কথায় খ্রিষ্টবিশ্বাসের প্রধান রহস্য দু'টো তথা ঐশত্রিত্ব রহস্য ও ঐশবাণীর মাংসধারণ রহস্য ব্যক্ত করেন।

(খ) রোমীয় ও বিজাতীয়দের কাছে ক্রুশারোপণে মৃত্যু ছিল অধিক অপমানজনক বিষয়।

১৪ (ক) ইউস্তিনুস ঘোষণা করেন যে, 'লোগোস' হিসাবে ঐশবাণী হলেন পিতা ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে মধ্যস্থ (১ তি ২:৫ দ্রঃ)।

(খ) প্রেরিত ২:৪৪ দ্রঃ।

(গ) দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র (৫-৬ অধ্যায়) (যা প্রৈরিতিক পিতৃগণ-এ অন্তর্বুক্ত) একই ধারণা উপস্থাপন করে।

(ঘ) রো ১:১৬; ১ করি ১:২৪ দ্রঃ।

১৫ (ক) মথি ৫:২৮ দ্রঃ।

(খ) মথি ৫:২৯; ১৮:৯; মার্ক ৯:৪৭ দ্রঃ।

(গ) মথি ৫:৩২; লুক ১৬:১৮ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ১৯:১২ দ্রঃ। 'নপুংসক' শব্দটা কৌমার্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

(ঙ) মথি ৯:১৩; মার্ক ২:১৭; লুক ৫:৩২ দ্রঃ।

(চ) মথি ৫:৪৪-৪৫; লুক ৬:২৬-২৭, ৩২ দ্রঃ।

(ছ) মথি ৫:৪২, ৪৬; লুক ৬:৩০ দ্রঃ।

(জ) মথি ৫:৪৬; লুক ৬:৩৪ দ্রঃ।

(ঝ) মথি ৬:১৯-২০; লুক ১২:৩৩-৩৪; কল ৩:১-২ দ্রঃ।

(ঞ) মথি ১৬:২৬ দ্রঃ।

(ট) মথি ৫:৪৫-৪৮; লুক ৬:৩৫-৩৬ দ্রঃ।

(ঠ) মথি ৬:২১, ২৫-২৬, ৩১-৩৩; লুক ১২:২২-২৪, ২৯-৩১ দ্রঃ।

(ড) মথি ৬:২১; লুক ১২:৩৪ দ্রঃ।

(ঢ) মথি ৬:১।

১৬ (ক) মথি ৫:৩৭; লুক ৬:২৯ দ্রঃ।

(খ) মথি ৫:২২ দ্রঃ।

(গ) মথি ৫:৪১।

(ঘ) মথি ৫:১৬ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ৫:৩৪, ৩৭ দ্রঃ।

(চ) মার্ক ১২:১৯-৩০; লুক ১০:১৭, ১৮; মথি ২২:৩৭-৩৮ দ্রঃ।

(ছ) মথি ১৯:১৭; মার্ক ১০:১৭, ১৮; লুক ১৮:১৮-১৯ দ্রঃ।

(জ) মথি ৭:২১ দ্রঃ।

(ঝ) মথি ৭:২৪, ; ১০;৪০; লুক ১০:১৬; যোহন ১৪:২৪ দ্রঃ।

(ঞ) মথি ৭:২২-২৩; লুক ১৩:২৬-২৮ দ্রঃ।

(ট) মথি ১৩:৪২-৪৩ দ্রঃ।

(ঠ) মথি ৭:১৫, ১৬, ১৯ দ্রঃ।

১৭ (ক) এখানে ইউস্তিনুস সম্রাটদের উদ্দেশ করে এমনটা প্রমাণ করতে শুরু করেন যে, খ্রিষ্টিয়ানেরা সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত।

(খ) মথি ২২:১৭-২২; লুক ২০:২১-২৬ দ্রঃ।

(গ) লুক ১২:৪৮ দ্রঃ।

১৮ (ক) 'সৌভাগ্য' : আক্ষরিক অনুবাদ 'হের্মেস দেবের উপহার'।

(খ) প্রাচীন গ্রীক ঐতিহ্য অনুসারে আম্ফিলোখুসের, দদোনার ও পিথিয়ার উচ্চারিত দৈববাণী বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোর মন্দিরে পাওয়া যেতে পারত।

(গ) প্লেটো ও সক্রেটিসের মত এম্পেদোক্লেস ও পিথাগোরাসও ছিলেন নাম করা বুদ্ধিজীবী মানুষ; তাঁরা সবাই খ্রিষ্টজন্মের আগেকার মানুষ।

(ঘ) 'Οδύσσεια (অদিসেইয়া) হলো নাম করা কবী হোমারের একটা লেখা; সেই অদিসেইয়া ১১:২৪-২৫-তে ও পরবর্তী পদগুলোতে এমনটা বর্ণনা করা রয়েছে যে, মৃতদের আত্মাগুলোকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অদিসেউস নিজের খড়্গ দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে তা নিজের রক্তে ভরাট করেছিল, এবং আত্মাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার পর পাতালে নেমে গেছিল।

১৯ (ক) ১ করি ১৫:৫৩ দ্রঃ।

(খ) লুক ১৮:২৭; মথি ১৯:২৬; মার্ক ১০:২৭ দ্রঃ।

(গ) মথি ১০:২৮; লুক ১২:৪-৫ দ্রঃ।

২০ (ক) 'সিবিলা' নামক নানা নারী-নবী বা নারী-যাজক ছিল, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নাম করা গ্রীক সিবিলা এশিয়ার (আজকালের পশ্চিম তুরস্কের) মর্পেসুস স্থানে এবং রোমীয় সিবিলা কুমা শহরের কাছাকাছি গুহায় বাস করত। কুমা শহরের সিবিলা পালক ৮ অধ্যায়েও উল্লিখিতা।

(খ) হিস্তাস্পেস ছিল পারস্য এক মন্ত্রজালিক।

(গ) প্লেটো, 'তিমাইয়োস' নামক সংলাপের নানা পদ।

২১ (ক) এই অধ্যায়ে ইউস্তিনুস সেকালের নানা দেব-দেবীকে উপস্থাপন করার পর ২২ অধ্যায়ে দেখাবেন যে, প্রকৃত 'ঈশ্বরের পুত্র' বলতে একজনমাত্র আছেন, তিনি ঐশবাণী যিশুখ্রিষ্ট।

২২ (ক) জেউস মহাদেবের তথাকথিত সন্তানদের তালিকা দেওয়ার পর ইউস্তিনুস এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের প্রকৃত ও একমাত্র পুত্র সংক্রান্ত খ্রিষ্টতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন।

(খ) ঐশবাণী 'বিশিষ্ট ভাবেই ... জনিত হয়েছিলেন' বলায় ইউস্তিনুস সেই ধারণার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যা অনুসারে ঐশবাণী সর্বযুগের পূর্বেই ঈশ্বর থেকে জনিত হয়েছিলেন।

(গ) ইউস্তিনুস পুনরায় ঘোষণা করেন যে, 'লোগোস' হিসাবে ঐশবাণী হলেন পিতা ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে মধ্যস্থ (১ তি ২:৫ দ্রঃ)।

(ঘ) প্রাচীন গ্রীক পুরাণ অনুসারে, দৈববাণী দ্বারা আক্রিসিওস রাজাকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তাঁকে নিজের মেয়ের ছেলের হাতে খুন হতে হবে; তাই রাজা দানায় নামক নিজের একমাত্র মেয়েকে মাটির তলায় একটা কক্ষে আটকিয়ে রেখেছিলেন যেখানে সূর্যের আলোও ঢুকতে পারত না। কিন্তু জেউস মহাদেব মেয়েটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে এমন সোনার বর্ষার আকারে গেল যা মাটির নিচের সেই কক্ষে প্রবেশ করে মেয়েটিকে গর্ভবতী করল; এবং অল্প সময়ের পর সেই পের্সেউস জন্ম নিল যার কথা ইউস্তিনুস উল্লেখ করেন।

২৩ (ক) পৌত্তলিকদের রূপকথা উপস্থাপন করার পর সেগুলোকে সত্যের নকল-মাত্র বলে চিহ্নিত করে ইউস্তিনুস খ্রিষ্টধর্মকে প্রকৃত একমাত্র সত্য বলে প্রমাণিত করার লক্ষ্যে তিনটে প্রমাণ উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন:
(১) খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবাণী একমাত্র সত্যাশ্রয়ী শিক্ষাবাণী যা প্রাচীন পুরাণের সাদৃশ্যের উপরে বা প্রাচীনকালের কবী ও দার্শনিকদের মতবাদের উপরেও নির্ভর করে না (২৪–২৯ অধ্যায়);
(২) যিশুখ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র যিনি আমাদের খাতিরে মানুষ হলেন (৩০–৫৩ অধ্যায়);
(৩) যিশুর মাংসধারণের আগে অপদূতেরা তাঁর ভাবী কর্মের কথা সম্পর্কে কিছুটা জানতে পেরে কবীদের ও অন্যান্য মানুষকে এমন রূপকথা সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করেছিল যাতে সেই রূপকথা শুনে মানুষ প্রভুর আগমনের আগেও মাংসধারণ রহস্যকে স্বাভাবিক বিষয় বলে গণ্য ক'রে খ্রিষ্টের প্রকৃত মাংসধারণ তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে খ্রিষ্ট থেকে দূরে থাকে (৫৪ ও সেটার পরবর্তী অধ্যায়গুলো)।

২৪ (ক) পারস্যে গাছগাছালি ও নদনদী, ও মিশরে বিড়াল, কুমির ও অন্যান্য প্রাণী উপাসনার বস্তু ছিল।

২৫ (ক) এই দ্বিতীয় প্রমাণ সেই একমাত্র পবিত্রতম ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত যাঁকে খ্রিষ্টিয়ানেরা মৃত্যুদণ্ডের হুমকিতেও উপাসনা করে।

(খ) সেই দৈত্যের নাম ছিল ব্রিয়ারেওস।

২৬ (ক) তৃতীয় বিষয়টা এটা হলো যে, কেবল সত্যই নির্যাতিত হয়; বাস্তবিকই, অপদূতেরা যে খ্রিষ্টিয়ান ভ্রান্তমতপন্থীদের খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবাণী ভ্রষ্ট করতে প্ররোচিত করেছিল, সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা খ্রিষ্টিয়ান বলে নির্যাতিত হত না।

(খ) প্রেরিতদের কার্যবিবরণী অনুসারে (প্রেরিত ৮:৯-২৪) সামারীয় মন্ত্রজালিক শিমোন আনুমানিক ৩৬ সালে পরিসেবক ফিলিপের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। কিছু দিন পর সে প্রেরিতদূত সাধু পিতরের কাছে অর্থের বিনিময়ে প্রেরিতদূতের আত্মিক আধিকার পাবার যাচনা করেছিল; তাতে পিতর সম্মত না হওয়ার ফলে সে তাঁর আজীবন শত্রু হয়। যেহেতু সে ছিল মণ্ডলীর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী, সেজন্য সে প্রথম ভ্রান্তমতপন্থী বলে পরিগণিত; বস্তুতপক্ষে তার ভ্রান্ত শিক্ষাবাণী থেকে একদিন জ্ঞানমার্গ বলে অভিহিত ভ্রান্তমত উৎপন্ন হল।

(গ) মেনান্দ্র ছিল উপরোল্লিখিত মন্ত্রজালিক শিমোনের শিষ্য। যে শিষ্যেরা তার হাতে বাপ্তিস্ম পেত, সে তাদের চিরকাল ধরে যুবক থাকবে ও অমর হবে বলে অঙ্গীকার করত।

(ঘ) মার্কিওন ইউস্তিনুসের সমসাময়িক মানুষ; সে আনুমানিক ১৪০ সালে রোমে এসে এমন খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবাণী প্রচার করতে লাগে যা অনুসারে পুরাতন নিয়মের স্রষ্টা ঈশ্বর ও নূতন নিয়মের দয়াবান ঈশ্বর আলাদা ঈশ্বর; সেজন্য, আনুমানিক ১৪৪ সালে মণ্ডলী তার এ শিক্ষা ভ্রান্তমত বলে চিহ্নিত করে নিন্দা করে; তাই সে নতুন একটা দল প্রবর্তন করে যা ৫ম শতাব্দীতে এমনিই নিঃশেষ হয়ে যায়।

(ঙ) ইউস্তিনুস পুনরায় এ ধারণা ব্যক্ত করেন যে, যেমন প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিকেরা নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ প্রচার করায় প্রকৃত দর্শনবিদ্যা কলুষিত করেছিল, তেমনি খ্রিষ্টিয়ান ভ্রান্তমতগুলো প্রকৃত খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবাণী কলুষিত করতে অভিপ্রায় করে। তাঁর মতে প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাসীরাই হলো প্রকৃত দার্শনিক।

(চ) ইউস্তিনুস যে যে জঘন্য কর্মকাণ্ড বিষয়ে ভ্রান্তমতপন্থীদের অভিযুক্ত করেন, রোম-সাম্রাজ্যের পৌত্তলিকেরা ঠিক সেই একই জঘন্য কর্মকাণ্ড বিষয়ে খ্রিষ্টিয়ানদের অভিযুক্ত করত।

(ছ) ইউস্তিনুসের উল্লিখিত নিবন্ধ হারিয়ে গেছে। সম্ভবত সাধু ইরেনেউস নিজের 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' নামক পাঁচ খণ্ড-বিশিষ্ট লেখায় তা ব্যবহার করেছিলেন।

২৭ (ক) নবজাত শিশুদের রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়াটা সেসময় সর্বত্রই যথেষ্ট প্রচলিত প্রথা ছিল। এক্ষেত্রে সেকালের খ্রিষ্টবিশ্বাসের পক্ষসমর্থক লেখকেরা সবাই এ জঘন্য কর্মের বিষয় উল্লেখ করে নিন্দা করেছিলেন, যেমন 'দিদাখে', দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র (প্রৈরিতিক পিতৃগেণে অন্তর্ভুক্ত), তের্তুল্লিয়ানুস ইত্যাদি লেখকগণ।

(খ) সেকালের প্রায়ই ধর্মসকল সাপকে অমরতা, প্রতাপ ও প্রজ্ঞার প্রতীক বলে মেনে নিত। অপরদিকে খ্রিষ্টিয়ান যারা, তারা জানে যে প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন প্রাণী বা কোন বস্তু ঈশ্বরতুল্য হতে পারে না, ঈশ্বরের প্রতাপের অধিকারীও হতে পারে না। তাছাড়া তিনি

আদিপুস্তকে উল্লিখিত সেই সাপের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যা মানবজাতির পতনের কারণ হয়েছিল (আদি ৩:১ দ্রঃ)।

২৮ (ক) ২৭ অধ্যায়ের শেষাংশের দিকে সাপের কথা উল্লেখ করার পর ইউস্তিনুস শাস্ত্রের কথা ভিত্তি করে সাপের অন্যান্য নাম উল্লেখ করেন, তথা শয়তান ও দিয়াবল (প্রকাশ ১২:৯; ২০:২ দ্রঃ)।

(খ) মথি ২৫:৪১ দ্রঃ।

(গ) ইউস্তিনুসের কাছে নৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা স্পষ্ট, যেভাবে বিষয়টা রো ১:২০-২১ ও ২ থে ১:৮-৯-তে ব্যক্ত।

২৯ (ক) উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রোম-সম্রাট নের্ভা দ্বারা জারীকৃত হয়েছিল (আনুমানিক ৯৬–৯৮ সালে)।

(খ) আন্তিনোও ছিল রোম-সম্রাট হাদ্রিয়ানুসের একজন প্রিয় দাস যে ১৩০ সালে মিশরের নীল নদীতে ডুবে মারা গেছিল। তার মৃত্যুর পরে হাদ্রিয়ানুস তাকে দেবতা বলে সম্মান করতে আজ্ঞা করেছিলেন।

৩০ (ক) ইউস্তিনুসের মতে যা কিছু খ্রিষ্টধর্মকে বিশ্বাসযোগ্য করে তা হলো পুরাতন নিয়মের নবীদের ভাববাণীগুলো ও স্বয়ং যিশুখ্রিষ্টের সাধিত অলৌকিক কাজসকল।

৩১ (ক) যেহেতু পুরাতন নিয়মের নবীরা ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলতেন, সেজন্য তাঁরা যিশুর আগমনের আগেও সনাতন ঐশবাণীর পূর্ণ শিক্ষাবাণী পূর্বঘোষণা করেছিলেন।

(খ) আলেক্সান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা তলেমি ফিলাদেল্ফুস মিশরে খ্রিঃপূঃ ২৮৫ সাল থেকে ২৪৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, কিন্তু হেরোদ রাজা ইহুদীদের উপর খ্রিঃপূঃ ৪০ সাল থেকে ৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউস্তিনুস ভুল করছেন।

(গ) বাইবেলের গ্রীক ভাষায় অনুবাদ সম্পর্কে ইউস্তিনুস যা বলেন, তা সম্ভবত সেকালে প্রচলিত আরিস্তেয়াসের বর্ণনা অনুসরণ করে; সেই বর্ণনা অনুসারে বাহাত্তরজন ইহুদী শাস্ত্রী পুরাতন নিয়মের পঞ্চপুস্তক হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, ও তাঁদের সেই অনুবাদ আজও 'সত্তরী' বলে পরিচিত।

(ঘ) পৌত্তলিকদের মত ইহুদীরাও খ্রিষ্টিয়ানদের বিরোধিতা করত।

(ঙ) রোমীয়দের বিরুদ্ধে চালিত বার-কখেবার বিপ্লব ১৩২ সাল থেকে ১৩৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকল।

(চ) ইউস্তিনুস সংক্ষিপ্ত ভাবে মথি ৪:২৩; ৯:৩৫; ১০:১ ব্যক্ত করেন।

(ছ) ইউস্তিনুসের উল্লিখিত তারিখগুলো যথেষ্ট আনুমানিক। প্রকৃতপক্ষে আজকালের গবেষণা অনুসারে আব্রাহাম আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ১৮০০ সালে ও মোশি আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ১২৫০ সালে জীবনযাপন করেছিলেন।

৩২ (ক) আদি ৪৯:১০-১১ সত্তরী দ্রঃ। প্রায় ৫০ বছর পর, ইরেনেউ আপন প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন লেখায় (৫৭-৫৮ অধ্যায়) ইউস্তিনুসের এই ৩২ অধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করেন।

(খ) প্রকৃতপক্ষে ৭০ সালে রোম-সম্রাট তিতুস দ্বারা যেরুশালেম বিলুপ্ত হয় ও ইহুদীদের দেশছাড়া করা হয়।

(গ) মথি ২১:২; মার্ক ১১:২; লুক ১৯:৩০ দ্রঃ। কিন্তু উল্লিখিত সুসমাচার তিনটে আঙুরলতার কোন উল্লেখ করে না।

(ঘ) ইউস্তিনুস যে 'বীজ' এর কথা বলছেন তা হল Λόγος (লোগোস-ঐশবাণী) এর সেই আংশিক বীজ যা প্রতিটি মানুষে ও মানব-যুক্তিতে বিদ্যমান কিন্তু সেই গোটা ঐশবাণী থেকে ভিন্ন যা কেবল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে উপস্থিত।

(ঙ) মারীয়া যে কুমারী অবস্থায় গর্ভস্থা হন, এখানে সেই রহস্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করা হচ্ছে।

(চ) ইশা ১১:১, ১০; ৫১:১; গণনা ২৪:১৭ সত্তরী দ্রঃ। ইউস্তিনুস এক বাক্যে বাইবেলের নানা পদ একীভূত করেন।

৩৩ (ক) ইশা ৭:১৪ সত্তরী; মথি ১:২৩ দ্রঃ।

(খ) ইউস্তিনুস সেই ধারণার উপর জোর দেন যা অনুসারে পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলোই হলো খ্রিষ্টবিশ্বাসের প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি। এবিষয়ে যোহন ১৪:১৯ দ্রঃ।

(গ) লুক ১:৩৫ দ্রঃ।

(ঘ) লুক ১:৩১-৩২; মথি ১:২১ দ্রঃ।

৩৪ (ক) মিখা ৫:১ সত্তরী; মথি ২:৬ দ্রঃ।

(খ) বেথলেহেম গ্রাম যেরুশালেম থেকে আট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইউস্তিনুস সেই লোকগণনার কথা বলছেন যা ৬ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল ও যার কথা লুক উল্লেখ করেন (লুক ২:২)। সেই রাজকীয় দলিলগুলো সম্ভবত তখনও রোমে সংরক্ষিত ছিল যখন আন্তনিনুস পিউস ও মার্কুস আউরেলিউস সম্রাট-পদের অধিকারী ছিলেন; তাই ইচ্ছা করলে সম্রাট যিশুর জন্ম-দলিল ও সুসমাচারের বর্ণনা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারতেন।

৩৫ (ক) ইশা ৯:৫ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) ইশা ৬৫:২; ৫৮:২ সত্তরী দ্রঃ।

(গ) সাম ২২:১৭-১৯ সত্তরী দ্রঃ।

(ঘ) প্রকৃতপক্ষে বচনটা কোন সুসমাচারে উল্লিখিত নয়; বচনটা অপ্রামাণিক 'পিতর-রচিত সুসমাচার' নামক লেখা থেকেই নেওয়া।

(ঙ) মথি ২৭:৩৫ দ্রঃ।

(চ) 'পন্তিউস পিলাতের কার্যবিবরণী' এর কথা উল্লেখ করে ইউস্তিনুস সম্ভবত সেই সরকারী দলিলগুলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যা সেসময় রোমে সংরক্ষিত ছিল; তবু 'পন্তিউস পিলাতের কার্যবিবরণী' নামক অপ্রামাণিক লেখাটার দিকেও অঙুলি নির্দেশ করছেন। 'পন্তিউস পিলাতের কার্যবিবরণী' এর কথা ৪৮ অধ্যায়েও উল্লিখিত।

(ছ) ভাববাণীটা নবী জেফানিয়ার নয়, নবী জাখারিয়ারই ভাববাণী; জাখা ৯:৯ সত্তরী; মথি ২১:৫ দ্রঃ।

৩৭ (ক) ইশা ১:৩-৪ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) ইশা ৬৬:১ সত্তরী দ্রঃ।

(গ) ইশা ১:১১-১৪; ৫৮:৬-৭ সত্তরী দ্রঃ।

৩৮ (ক) ইশা ৬৫:২ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) ইশা ৫০:৬-৮ সত্তরী দ্রঃ।

(গ) সাম ২২:১৭-১৯; ৩:৬ সত্তরী দ্রঃ।

(ঘ) সাম ২২:৮-৯ সত্তরী দ্রঃ।

(ঙ) মথি ২৭:৩৯-৪৩ দ্রঃ।

৩৯ (ক) ইশা ২:৩-৪; মিখা ৪:২-৩ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) বচনটা প্রাচীনকালের গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস-লিখিত 'হিপ্পলিতোস' থেকে নেওয়া (হিপ্পলিতোস ৬০৭); নাটকে হিপ্পলিতোস নামক প্রধান চরিত্র বচনটা উচ্চারণ ক'রে বলতে চাচ্ছিল, সে যে শপথ করেছিল, তা মানবে না।

৪০ (ক) সাম ১৯:৩-৬ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) সাম ১ সত্তরী দ্রঃ।

(গ) সাম ২ সত্তরী দ্রঃ।

৪১ (ক) সাম ৯৬:১-১০ সত্তরী দ্রঃ। ‘প্রভু বৃক্ষ থেকে রাজত্ব করলেন’ শেষ বচনে অন্তর্ভুক্ত ‘বৃক্ষ থেকে’ শব্দদ্বয় হিব্রু পাঠ্যের ও গ্রীক সত্তরী পাঠ্যের ৯৬ নং সামসঙ্গীতে উল্লিখিত নয়। যদিও এক্ষেত্রে ইউস্তিনুস নিজের অন্য লেখায় বলেন যে, ইহুদীরাই সেই শব্দগুলো মুছিয়ে দিয়েছিল, এবং বার্নাবাসের পত্র (৮ অধ্যায়) (যা প্রেরিতিক পিতৃগণে অন্তর্ভুক্ত) ও তের্তুল্লিয়ানুস ‘বৃক্ষ থেকে’ শব্দদ্বয় উল্লেখ করেন, তবু একথা স্বীকার্য যে, প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর কোন না কোন লেখক শব্দদ্বয় সেই সামসঙ্গীতে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

৪২ (ক) প্রকৃতপক্ষে দাউদ যিশুখ্রিস্টের এক হাজার বছর আগে জীবনযাপন করেছিলেন।

৪৩ (ক) সেসময়ে ‘দৈব’ বিষয়টা স্তোয়া মতবাদের প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, এবং সেকালের রোম-সম্রাট স্তোয়াপন্থী ছিলেন। এজন্য ইউস্তিনুস এই অধ্যায়ে সম্রাটকে উদ্দেশ করে ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিষয়টা উত্থাপন করেন।

(খ) প্লেটো, রেপুব্লিকা ১০, ৬১৭ দ্রঃ।

৪৪ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩০:১৫, ১৯; আদি ২:১৬-১৭ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) ইশা ১:১৬-২০ সত্তরী দ্রঃ।

(গ) প্লেটো, রেপুব্লিকা ১০, ৬১৭ দ্রঃ।

(ঘ) প্লেটো যে নিজের ধারণাসমূহ পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো থেকে গ্রহণ করেছিলেন, তা ইহুদী ধর্মীয় একটা আন্দোলনপন্থীদের দ্বারা প্রথমে সমর্থন করা হয়েছিল, যেমন আরিস্তবুলোস (আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ১৫০ সালে) ও আলেক্সান্দ্রিয়ার ফিলোন (আনুমানিক ৫০ খ্রিষ্টাব্দে)। সুতরাং ধারণা ইউস্তিনুসের সময়ে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

(ঙ) প্লেটোর লেখাগুলোর মধ্যে যে বাইবেলের সদৃশ বেশ কয়েকটা ধারণা রয়েছে, সেবিষয়ে ইউস্তিনুসের অভিমত এ:
(১) প্লেটো পুনরাত নিয়মের পুস্তকগুলো পড়েছিলেন;
(২) Λόγος (লোগোস অর্থাৎ ঐশযুক্তি ও ঐশবাণী) এর যে বীজগুলো প্রতিটি মানুষে বিদ্যমান, সেই বীজগুলো গুণেই প্লেটো প্রকৃত সত্যের একটা আভাস পেয়েছিলেন; কেননা একই Λόγος (লোগোস) প্রাচীনকালের উত্তম দার্শনিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও পুরাতন নিয়মের নবীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

(চ) তেমন কথা বলে ইউস্তিনুস দেখান, তিনি নিজেকে এমন ‘প্রৈরিতিক’ দায়িত্বের অধিকারী মনে করেন, যে প্রৈরিতিক দায়িত্ব পরলোকগত প্রেরিতদূতদের প্রৈরিতিক দায়িত্বকে চালিয়ে যায়।

৪৫ (ক) সাম ১১০:১-৩ সত্তরী দ্রঃ।

৪৬ (ক) এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ইউস্তিনুসের এই ১ম পক্ষসমর্থনটা আনুমানিক ১৫০ খ্রিষ্টাব্দের লেখা।

(খ) যখন স্বয়ং খ্রিষ্টই হলেন সেই Λόγος (লোগোস) অর্থাৎ ঐশযুক্তি ও ঐশবাণী, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, যে কেউ প্রাচীনকালে যুক্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিল, সে-ও খ্রিষ্টিয়ান; ফলে সক্রেটিস ও হেরাক্লিতোসের মত অন্যান্য দার্শনিকেরাও পুরাতন নিয়মের কুলপতিদের ও নবীদের মত পুণ্যবান ব্যক্তি বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

(গ) ইউস্তিনুস প্রথম পিতৃকুলপতি আব্রাহাম ও নবী এলীয়ের কথা উল্লেখ করেন, এবং সেই তিন যুবকের নামও (অর্থাৎ সেই আনানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েল যাঁরা শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো বলেও পরিচিত) উল্লেখ করেন যাঁরা নেবুকাদ্নেজার রাজাকে ও সেই রাজার সোনার মূর্তি উপাসনা করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন (দা ১:৭; ৩:১২-৩০ সত্তরী দ্রঃ)।

(ঘ) ইউস্তিনুসের ধারণা স্পষ্ট: যে কেউ সেই ঐশযুক্তি (অর্থাৎ খ্রিষ্টের শিক্ষাবাণী) অনুযায়ী জীবন যাপন করে না, সে খ্রিষ্টিয়ান হলেও খ্রিষ্টশত্রু বলে গণ্য, অন্যদিকে যেকোন মানুষ ঐশযুক্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সচেষ্ট, সে খ্রিষ্টিয়ান না হলেও খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে গণ্য হতে পারে।

৪৭ (ক) ইশা ৬৪:১০-১১ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) বাস্তবিকই যেরুশালেম রোমীয়দের দ্বারা ৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিলুপ্ত হয়, এবং বার-কখেবার বিপ্লবের পরে রোম-সম্রাট হাদ্রিয়ানুস ১৩৫ সালে ইহুদীদের দেশছাড়া ক'রে এমন আজ্ঞা জারি করেন যা অনুসারে যে ইহুদী যেরুশালেমে ফিরে আসতে বা শহরের দর্শন পাবার জন্য যেরুশালেমের কাছাকাছি যেতে দুঃসাহস দেখাবে, সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(গ) ইশা ১:৭; যেরে ৫০:৩; ২:১৫ সত্তরী দ্রঃ।

৪৮ (ক) ইশা ৩৫:৫-৬ সত্তরী; মথি ১১:৫ দ্রঃ।

(খ) 'পন্তিউস পিলাতের কার্যবিবরণী' এর কথা উল্লেখ করে ইউস্তিনুস সম্ভবত সেই সরকারী দলিলগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন যা সেসময় রোমে সংরক্ষিত ছিল; তবু 'পন্তিউস পিলাতের কার্যবিবরণী' নামক অপ্রামাণিক লেখাটার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন।

(গ) ইশা ৫৭:১-২ সত্তরী দ্রঃ।

৪৯ (ক) ইশা ৬৫:১-৩ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) ইশা ৫:২০ সত্তরী দ্রঃ।

৫০ (ক) ইশা ৫৩:১২ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) ইশা ৫২:১৩–৫৩:৮ সত্তরী দ্রঃ।

৫১ (ক) ইশা ৫৩:৮-১২ সত্তরী দ্রঃ।

(খ) সাম ২৩:৭-৮ সত্তরী দ্রঃ।

(গ) বচনটা নবী যেরেমিয়ার নয়, নবী দানিয়েলেরই বচন (দা ৭:১৩ সত্তরী দ্রঃ) যা মথি ২৫:৩১; ২৬:৬৪; ও মার্ক ১৪:৬২-তেও উল্লিখিত।

৫২ (ক) এজে ৩৭:৭-৮; ইশা ৪৫:২৩-২৪; ৪৯:১৮ সত্তরী; রো ১৪:১১ দ্রঃ।

(খ) ইশা ৪৫:২৪ সত্তরী; মার্ক ৯:৪৮ দ্রঃ।

(গ) ইউস্তিনুস বাইবেলের নানা বচন এক বচনে একীভূত করছেন: জাখা ২:১০; ১২:১০-১২; ইশা ৪৩:৫-৬; ১১:১২; ৬৩:১৭; ৬৪:১১; যোয়েল ২:১৩ সত্তরী; যোহন ১৯:৩৭; প্রকাশ ১:৭ দ্রঃ।

৫৩ (ক) ইশা ৫৪:১ সত্তরী; গা ৪:২৭ দ্রঃ।

(খ) ইশা ১:৯; আদি ১৯ অধ্যায়, সত্তরী দ্রঃ।

(গ) বচনটা নবী ইশাইয়ার নয়, নবী যেরেমিয়ারই বচন (যেরে ৯:২৪-২৫ সত্তরী দ্রঃ)।

৫৪ (ক) ২৩ অধ্যায়ে ইউস্তিনুস তিনটে প্রমাণ দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তিনি এখানে সেই তৃতীয় প্রমাণ দিতে যাচ্ছেন।

(খ) আদি ৪৯:১০-১১ সত্তরী দ্রঃ।

(গ) সাম ১৯:৬ সত্তরী দ্রঃ।

৫৫ (ক) আজকালের এই আমাদের কাছে ক্রুশ, ক্রুশ-চিহ্ন বা ক্রুশ-প্রতীক তত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাও মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ইউস্তিনুস এমন পৌত্তলিক শ্রোতাদের কাছে কথা বলছিলেন যাদের ধারণায় ক্রুশ ছিল হীনতমই একটা বস্তুর প্রতীক। সেজন্য তিনি তাদের দেখাতে চান যে, তারা যা তাচ্ছিল্যের ও ঘৃণার বস্তু মনে করে, তা আসলে তাদের প্রতিদিনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতীক। সেকালের অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণও (যেমন বার্নাবাসের পত্র ১২ অধ্যায়, তের্তুল্লিয়ানুস, অরিগেনেস ইত্যাদি লেখকগণ যাঁদের লেখা এখানে পাওয়া যায়) ক্রুশের প্রাকৃতিক গুরুত্বের উপরে খুবই জোর দিচ্ছিলেন।

(খ) 'সেই অনুসারে এটিই': অর্থাৎ, ক্রুশই হলো প্রভু যিশুর ক্রুশারোপণের সর্বোচ্চ প্রতীক-চিহ্ন।

(গ) বিলাপ ৪:২০ সত্তরী দ্রঃ। বচনটা অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ান লেখকদের দ্বারাও উল্লিখিত, যেমন ইরেনেউস, প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন ৭১; যেরুশালেমের সিরিল, ধর্মশিক্ষা ১৩:৭; ১৭:৩৫; আম্ব্রোজ, রহস্যগুলি প্রসঙ্গ ৫৮; ও রুফিনুস, প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা ১৯ দ্রঃ; এমন লেখাগুলো যা এখানে পাওয়া যায়)।

(ঘ) রোমীয় সেনাবাহিনী নানা দল (Legio) নিয়ে গঠিত ছিল; প্রতিটি দলে থাকত ৫৬০০ পদাতিক সৈন্য যারা ১০টা উপদলে (cohors-কহোর্স) বিভক্ত। প্রতিটি দল ও উপদলের নিজ নিজ বিশিষ্ট ουηξιλλον-উয়েক্সিল্লন (বহুবচনে ουηξιλλα-উয়েক্সিল্লা) অর্থাৎ প্রতীক-চিহ্ন ছিল যা যুদ্ধ বা শোভাযাত্রার সময়ে প্রতিটি দল ও উপদলের অগ্রভাগে একজন সৈন্য দ্বারা বহন করা হত। দেখতে ουηξιλλα-উয়েক্সিল্লাটা এই ছবির মত।

ছবিটা স্পষ্ট দেখায় যে সেই ουηξιλλα-উয়েক্সিল্লা (তথা বিশিষ্ট প্রতীক-চিহ্নটা) একটা ক্রুশে ঝুলছে।

এজন্য ইউস্তিনুস বলেন, ’আপনাদের প্রতীক-চিহ্নগুলোও এই চিহ্নের পরাক্রম দেখায়’, অর্থাৎ ক্রুশেরই পরাক্রম দেখায় (এক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত যে, গ্রীক শব্দ সেই ουηξιλλα লাতিন ভাষায় Vexilla (বেক্সিল্লা) হয়ে যায়।

৩১৩ সালে পৌত্তলিক রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুস যুদ্ধের আগে অলৌকিক ভাবে আকাশে ক্রুশের দর্শন পেয়ে আপন সৈন্যদের ঢালকে ক্রুশ-চিহ্নে চিহ্নিত করতে আদেশ করেন ও সেইভাবে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে খ্রিষ্টধর্ম পালন করার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও নিজে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। মোটামুটি সেসময় থেকে খ্রিষ্টীয় যেকোন শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ক্রুশ বহন করা হয়, ও ৫৬৯ সাল থেকে শোভাযাত্রার অগ্রভাগে বহন করা ক্রুশকে ‘Vexilla Regis’ (রাজার জয়চিহ্ন বা পরাক্রম-চিহ্ন) বলে অভিহিত, কেননা বিশপ ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস ১৯শে নভেম্বর ৫৬৯ সালের সেই শোভাযাত্রা উপলক্ষে একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন যার প্রথম দুই পংক্তি হলো ‘Vexilla Regis prodeunt, Fulget crucis mysterium’ (বেক্সিল্লা রেজিস প্রদেউন্ত, ফুল্‌জেত ক্রুচিস মিস্তেরিউম - রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে, ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে); এ এমন সঙ্গীত যা আজকালেও তালপত্র রবিবার থেকে পুণ্য সপ্তাহের বুধবার পর্যন্ত প্রাহরিক উপাসনায় সান্ধ্য অনুষ্ঠানে গান করা হয়। 🔈

৫৬ (ক) প্রেরিতদের কার্যবিবরণী অনুসারে (প্রেরিত ৮:৯-২৪) সামারীয় মন্ত্রজালিক শিমোন আনুমানিক ৩৬ সালে পরিসেবক ফিলিপের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। কিছু দিন পর সে প্রেরিতদূত সাধু পিতরের কাছে অর্থের বিনিময়ে প্রেরিতদূতের আত্মিক আধিকার পাবার যাচনা করেছিল; তাতে পিতর সম্মত না হওয়ার ফলে সে তাঁর আজীবন শত্রু হয়। যেহেতু সে ছিল মণ্ডলীর প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী, সেজন্য সে প্রথম ভ্রান্তমতপন্থী বলে পরিগণিত; বস্তুতপক্ষে তার ভ্রান্ত শিক্ষাবাণী থেকে একদিন জ্ঞানমার্গ বলে অভিহিত ভ্রান্তমত উৎপন্ন হল।

৫৭ (ক) সম্ভবত ইউস্তিনুস বলতে চান যে, ৫৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত শিমোনের শিষ্যেরা যখন শুনবে ভক্তিহীনদের জন্য কেমন শাস্তি স্থির করা রয়েছে, তখন হয় তো মনপরিবর্তন করবে। যাই হোক, ইউস্তিনুসের এ বাক্য সকল ভক্তিহীনদের লক্ষ করে।

৫৮ (ক) ২৬ অধ্যায় দ্রঃ।

৫৯ (ক) ইউস্তিনুস প্লেটো-লিখিত ‘তিমাইয়োস’ নামক সংলাপের নানা পদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন।

(খ) ৪৪ অধ্যায় দ্রঃ।

(গ) আদি ১:১-৩ সত্তরী দ্রঃ।

(ঘ) ‘এরেবোস’ এর কথা পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত নয়; প্রাচীনকালের এসিওদোস নামক একজন গ্রীক লেখকই কোন এক জায়গার অন্ধকারকে ‘এরেবোস’ নাম রেখেছিলেন।

৬০ (ক) প্লেটো, তিমাইয়োস ৩৬ খগ দ্রঃ।

(খ) গণনা ২১:৬-৯ সত্তরী দ্রঃ। যদিও সেই পুস্তকে ক্রুশ ও তাঁবুর কথা উল্লিখিত নয়, তবু সম্ভবত ইউস্তিনুসের ধারণায় তাঁবু বলতে বিশ্ব বোঝাত; সুতরাং, এই অধ্যায়ের শুরুতে প্লেটোর কথা মত X অক্ষর অনুযায়ী ক্রুশ বিশ্বে রাখা হয়েছিল।

(গ) আদি ১:২।

(ঘ) প্লেটো, পত্রাবলি ২:৩১২ঙ দ্রঃ। খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ প্লেটোর এই রহস্যময় উক্তিকে ঐশত্রিত্বের একটা পূর্বঘোষণা বলে ধারণ করছিলেন।

(ঙ) দ্বিঃবিঃ ৩২:২২ সত্তরী দ্রঃ।

(চ) ১ করি ২:৫ দ্রঃ।

৬১ (ক) এখানে ত্রিত্বের কথা উল্লিখিত (মথি ২৮:১৯ দ্রঃ)।

(খ) যোহন ৩:৫ দ্রঃ।

(গ) ইশা ১:১৬-২০ সত্তরী দ্রঃ।

(ঘ) বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে ‘আলোকীকরণ’ শব্দটা ব্যবহার সম্ভবত ২ করি ৪:৪, ৬ বচনদ্বয় থেকে আনা হয়েছিল। যাই হোক, মণ্ডলীর প্রাচীনকালে বাপ্তিস্ম শব্দ ছাড়া আলোকীকরণ শব্দটাও খুবই প্রচলিত ছিল।

৬২ (ক) যাত্রা ৩:৫ সত্তরী দ্রঃ। ইরেনেউসের প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন ২ অধ্যায় ইউস্তিনুসের এবক্তব্যের উপর নির্ভর করে।

৬৩ (ক) ইশা ১:৩ দ্রঃ।

(খ) মথি ১১:২৭; লুক ১০:২২; যোহন ৮:১৯; ১৬:৩ দ্রঃ।

(গ) মথি ১০:৪০; লুক ১০:১৬; যোহন ১৪:২৪ দ্রঃ।

(ঘ) যাত্রা ৩:২, ৬,১০, ১৪-১৫ সত্তরী দ্রঃ। ইউস্তিনুসের ব্যাখ্যা অনুসারে, মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন যিনি, তিনি পিতা ঈশ্বর নন, সেই লোগোস অর্থাৎ ঐশবাণী নিজেই কথা বলেছিলেন; বাস্তবিকই, পুরাতন নিয়মে ঐশ্বরিক যত আবির্ভাব বা ঈশ্বরের যত আত্মপ্রকাশ হয়েছিল, সেগুলো সেই লোগোস-ঐশবাণীরই কাজ।

(ঙ) যাত্রা ৩:২, ৬,১০, ১৪-১৫ সত্তরী দ্রঃ।

(চ) ইশা ১:৩ সত্তরী দ্রঃ।

(ছ) মথি ১১:২৭; লুক ১০:২২; যোহন ৮:১৯; ১৬:৩ দ্রঃ।

(জ) যোহন ১:১ দ্রঃ।

(ঝ) যাত্রা ৩:১৪-১৫।

(ঞ) যাত্রা ৩:২, ৬, ১০, ১৪-১৫ সত্তরী; মথি ২২:৩২ দ্রঃ।

৬৪ (ক) 'কোরে' গ্রীক নামের অর্থ হলো কুমারী বা কন্যা; এই দেবীর অপর নাম ছিল পের্সেফোনে।

(খ) আদি ১:১-৩ সত্তরী দ্রঃ।

৬৫ (ক) খ্রিষ্টিয়ান নয় যত মানুষ খ্রিষ্টিয়ানদের শান্তি-চুম্বনের অর্থ বিকৃত করত, তারা অবশ্যই অনুমান করতে পারছিল না যে, চুম্বনটা একই লিঙ্গের ভক্তদের মধ্যে বিনিময় করা হত।

(খ) 'অনুষ্ঠাতা' শব্দ এই অর্থে ১ তি ৫:১৭-এ উল্লিখিত। একই অর্থে নূতন নিয়মে 'প্রবীণ' শব্দও প্রচলিত ছিল; কিন্তু যাজক শব্দটা কেবল প্রভু যিশুর জন্য (হিব্রুদের কাছে পত্র দ্রঃ) ও গোটা মণ্ডলীর জন্য (প্রকাশ ১:৬ দ্রঃ) ব্যবহৃত ছিল।

(গ) 'আমেন' শব্দটা (যা বলতে সম্মতি বা 'তাই হোক' বোঝায়) পুরাতন নিয়মেও ব্যবহৃত (যেমন দ্বিঃবিঃ ২৭:১৫) ও নূতন নিয়মেও ব্যবহৃত, যদিও বাংলায় 'আমি আমেন আমেন বলছি' শব্দদ্বয় সাধারণত 'আমি সত্যি সত্যি বলছি' বলে অনুবাদ করা হয়ে থাকে (যোহন ১:৫১ ইত্যাদি দ্রঃ); তাছাড়া 'আমেন' হলো নূতন নিয়মের শেষ শব্দ (প্রকাশ ২২:২১)।

৬৬ (ক) 'তাঁর নিজেরই উচ্চারিত বাণীর প্রার্থনা দ্বারা': অর্থাৎ, এমন প্রার্থনা দ্বারা যে প্রার্থনায় সান্ধ্যভোজে স্বয়ং প্রভুর উচ্চারিত বাণী উচ্চারিত হয় তথা 'এ আমার দেহ' ও 'এ আমার রক্ত' (মথি ২৬:২৬, ২৮ দ্রঃ)। মিসার এউখারিস্তীয় প্রার্থনায় নিয়মটা আজকালেও পালিত।

(খ) মথি ২৬:২৬-২৮; মার্ক ১৪:২২; লুক ২২:১৯-২০; ১ করি ১১:২।

(গ) 'মিথ্রা'-উপাসনা প্রথম শতাব্দীর একটা আন্দোলন যা মিথ্রা নামক পারস্য সূর্য-দেবকে কেন্দ্র করত; আন্দোলনটা রোমে বিশেষভাবে ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে সৈন্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেকালের প্রায়ই সকল খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণ (যেমন তের্তুল্লিয়ানুস, ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ ৪০ অধ্যায়) মিথ্রা-উপাসনাকে খ্রিষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ শত্রু-উপাসনা বলে গণ্য করতেন।

৬৭ (ক) 'সূর্যের দিন' অর্থাৎ রবিবার। খ্রিষ্টিয়ানেরা সাধারণত দিনটাকে 'প্রভুর দিন' বলে ডাকত।

(খ) 'ক্রনোসের দিন' অর্থাৎ শনিবার। সুতরাং 'ক্রনোসের দিনের আগের দিন' হলো শুক্রবার।

৬৮ (ক) মিনুকিউস ফুন্দানুসের কাছে সম্রাট হাদ্রিয়ানুসের অনুশাসন-পত্রের মূলপাঠ্য আনুমানিক ১২৪ সালে লাতিন ভাষায় লেখা হয়েছিল।

(খ) মিনুকিউস ফুন্দানুস ১০৭ সালে ভেত্তেনিউস সেভেরুসের সঙ্গে রোম শহরের সর্বোচ্চ পৌর-কর্মকর্তা ছিলেন; পরে, ১২৪ সালে, রোম-সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশের অতিরিক্ত প্রদেশপাল পদের অধিকারী হন।

(গ) সেরেনিউস গ্রানিয়ানুস ১২৩ সাল পর্যন্ত এশিয়া প্রদেশের অতিরিক্ত প্রদেশপাল পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর পুরো নাম ছিল, কুইন্তুস মিনুকিউস সিল্ভানুস গ্রানিয়ানুস কুয়াদ্রনিউস প্রকুলুস।

(ঘ) 'চিৎকার': তের্তুল্লিয়ানুসের বিবরণী অনুসারে মিলনায়তনে বা স্টেডিয়ামে লোকের ভিড় চিৎকার করে বলত, 'Christianos ad leonem' (খ্রিস্তিয়ানোস আদ লেওনেম - খ্রিষ্টিয়ানদের সিংহের সামনে ফেলে দেওয়া হোক)।

সাক্ষ্যমর ও দার্শনিক
সাধু ইউস্তিনুস লিখিত
রোমীয় প্রবীণসভার সমীপে
খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থন

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

১। নতুন আবেদন

[১] হে রোমীয় সকল, উর্বিকুসের (ক) শাসনকালে আপনাদের শহরে যা সম্প্রতিকালে ঘটেছে, এবং একইভাবে গণপ্রশাসকদের দ্বারা অযুক্তির সঙ্গে যা সর্বত্রই সাধন করা হচ্ছে, সেই সমস্ত কিছু আপনাদের খাতিরে এই বক্তব্য লিখতে আমাকে বাধ্য করেছে, কেননা আপনারাও আমাদের একই মানব অবস্থায় রয়েছেন ও আপনারাও আমাদের ভাই যদিও একথা আপনাদের অজানা ও আপনাদের তথাকথিত সম্ভ্রান্ত সমাজের মহা শ্রদ্ধার কারণে আপনারা তা স্বীকার করতে ইচ্ছা করেন না।

[২] কেননা সর্বস্থানে যে কেউ নিজের পিতা দ্বারা, প্রতিবেশী কোন একজন দ্বারা, নিজের ছেলে, বন্ধু, ভাই, স্বামী বা স্ত্রী দ্বারা যেকোন ত্রুটির ভিত্তিতে সংশোধিত হয় (আর আমরা তাদেরই কথা বলছি না যারা এমনটা মনে করে যে, অধার্মিক ও উচ্ছৃঙ্খল যারা তারা অনন্ত আগুনে দণ্ডিত হবে কিন্তু পুণ্যবান ও খ্রিষ্টের অনুকরণে জীবনযাপন করেছে যারা, তারা, আর আমরা অবশ্যই তাদেরই কথা বলছি যারা খ্রিষ্টিয়ান হয়েছে, সেই তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সুখে বসবাস করবে), তবে এসমস্ত বিষয় ও সেইসঙ্গে অন্যান্য সকলে একগুঁয়ে হওয়ার কারণে, আমোদ-প্রমোদের প্রতি আসক্তির কারণে ও যা ন্যায় তা-ই করতে অনিচ্ছুক হওয়ার কারণে, এবং এই সকলের সঙ্গে সেই মন্দ অপদূত যারা

আমাদের ঘৃণা করে ও তেমন মানুষদের নিজেদের অধীনে ও নিজের দাসত্বে রাখে, সেই অপদূতেরা এসকল বিচারকদের, অপদূতগ্রস্তই এই বিচারকদের আমাদের হত্যা করতে প্ররোচিত করে। [৩] যাই হোক, উর্বিকুসের শাসনকালে যা যা ঘটেছে, তা স্পষ্ট করার জন্য আমি ঘটনাগুলো আপনাদের সাক্ষাতে ব্যক্ত করব।

২। খ্রিষ্টিয়ানেরা অন্যায়ভাবে নির্যাতিত

[১] একটা স্ত্রীলোক লালসাগ্রস্ত একটা লোকের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছিল, ও স্ত্রীলোক নিজেও একসময় খারাপ ছিল। [২] সে যখন খ্রিষ্টের শিক্ষাবাণী জানতে পারল, সেসময় থেকে আত্মসংযমের সঙ্গে জীবনযাপন করতে সচেষ্ট থাকল, এবং স্বামীর কাছে খ্রিষ্টীয় শুভসংবাদ জানাবার মাধ্যমে ও অনন্ত আগুনে সেই শাস্তির কথা তোলার মাধ্যমে যা তাদেরই জন্য স্থিরীকৃত যারা আত্মসংযম ও ন্যায় যুক্তি মত জীবনযাপন করে না, স্বামীকেও আত্মসংযমী হতে অনুপ্রাণিত করতে লাগল।

[৩] কিন্তু লোকটা নিজের লালসাপূর্ণ জীবনধারণে চলতে থাকায় অবশেষে নিজের কুব্যবহার দ্বারা নিজে থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করল। [৪] বস্তুতপক্ষে সেই স্ত্রীলোক একথা বিচার-বিবেচনা করে যে, যে লোক সবদিক দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ ও ন্যায্যতা-বিরুদ্ধ কামনা খুঁজছিল তেমন লোকের সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে জীবনযাপন করা অন্যায় ছিল, সে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। [৫] কিন্তু, যেহেতু তার আপনজনেরা স্বামীর ভাবী পরিবর্তনের আশায় তার সঙ্গে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছিল সেজন্য সে সেই পরামর্শে সম্মতি জানিয়ে নিজের অপছন্দের বিরুদ্ধে বল অর্জন করে সেই লোকের সঙ্গে থেকে গেল।

[৬] তথাপি, যখন তার স্বামী আলেক্সান্দ্রিয়ায় গেল ও স্ত্রীলোককে এমনটা বলা হল যে, সে আরও খারাপ ভাবে ব্যবহার করছিল, তখন লোকটার সঙ্গে আবদ্ধ থাকায় ও তার সঙ্গে টেবিল ও শয্যার অংশী হওয়ার তেমন জঘন্য ও শঠতাপূর্ণ কর্মের ভাগী না হবার জন্য, আপনারা যা 'বিবাহ-বিচ্ছেদ দলিল' বলে থাকেন তা তার কাছে পাঠিয়ে তাকে ত্যাগ করল (ক)। [৭] আগে যে হালকাভাবে ব্যবহার ক'রে উচ্ছৃঙ্খল খানাপিনায় ও দাসদের ও ভাড়া করা লোকদের সঙ্গে মিলে যত জঘন্য কাজে নিজেকে সঁপে দিত, তার সেই স্ত্রী যে সেসমস্ত কিছু ত্যাগ করেছিল, এমনকি সেই জীবনধারণ ত্যাগ করার

জন্য স্বামীর মনও জয় করতে ইচ্ছা করছিল, সেই সুন্দর ও ভদ্র লোক এতে খুশি না হয়ে বরং স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বিধায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল একথা বলে যে সে ছিল খ্রিষ্টিয়ান।

[৮] তখন সেই স্ত্রীলোক তোমার কাছে, হে সম্রাট (খ), একটা আবেদন-পত্র উপস্থাপন করে এমনটা যাচনা করল যাতে আগে তাকে নিজের সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার ঠিকঠাক করতে দেওয়া হয় যেন তেমনটা করার পর সে সেই অভিযোগ বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে। আর তুমি তাকে সেই অনুমতি দিয়েছিলে। [৯] তার সেই আগেকার স্বামী আপাতত তার বিরুদ্ধে আর কোন মামলা চালাতে না পেরে তলেমি নামক কে যেন একজনের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে তাকে উর্বিকুসের দ্বারা দণ্ডিত করাল এই ভিত্তিতে যে, সেই তলেমি হয়েছিল তার স্ত্রীর আগেকার খ্রিষ্টধর্ম-শিক্ষক। লোকটা ব্যাপারটা এভাবে চালাল: [১০] যে শতপতি তলেমিকে কারারুদ্ধ করেছিল, সে তার নিজের বন্ধু হওয়ায় লোকটা তাকে বলে দিল যেন সেই তলেমিকে ধরে শুধু এক বিষয়েই জেরা করে, তথা সে খ্রিষ্টিয়ান কিনা। [১১] আর সেই তলেমি, যে সত্য ভালবাসতেন ও মিথ্যা-প্রবঞ্চনার মনোভাবের মানুষ ছিলেন না, তিনি যখন স্বীকার করলেন তিনি খ্রিষ্টিয়ান, তখন শতপতি তাকে শেকলাবদ্ধ করিয়ে বহু দিন ধরে কারাবাসে দণ্ডিত করল।

[১২] তারপর, যখন লোকটাকে বিচারের জন্য উর্বিকুসের সাক্ষাতে আনা হয়, তখনও একই ভাবে তাঁকে কেবল এবিষয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, তিনি খ্রিষ্টিয়ান কিনা। [১৩] খ্রিষ্টধর্ম থেকে যে কতই না উপকারে উপকৃত হয়েছিলেন এবিষয়ে সচেতন হয়ে তিনি এবারও ঐশপ্রতাপের শিক্ষাবাণী স্বীকার করলেন। [১৪] কেননা তেমন অবস্থায় যে অস্বীকার করে, সে তেমনটা করে হয় বিষয়টাকে অস্বীকার করার জন্য, না হয় এজন্য যে, সে নিজেকে সেই বিষয়ের অযোগ্য মনে করায় স্বীকারোক্তি এড়ায়। কিন্তু এসমস্ত কিছু প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ানের উচিত ব্যবহার নয়। [১৫] ফলে উর্বিকুস মৃত্যুদণ্ড জারি করলেন ও লুকিউস নামক কে যেন একজন যে নিজেও খ্রিষ্টিয়ান, সেই লুকিউস যখন দেখলেন দণ্ডাজ্ঞাটা এতই যুক্তি বিরুদ্ধ ভাবে জারি করা হয়েছে, তখন উর্বিকুসকে বললেন, [১৬] 'যে লোকটা ব্যভিচারীও নয়, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবেরও নয়, খুনীও নয়,

ডাকাতও নয়, চোরও নয়, কোন অন্যায়েও দোষী নয়, কিন্তু কেবল নিজের খ্রিষ্টিয়ান নাম স্বীকার করল, তাকে তুমি কোন কারণেই বা দণ্ডিত করেছ? না, হে উর্বিকুস, তুমি সম্রাট পিউসের মনের মত নয়, কায়েসারের ছেলে সেই দার্শনিকের মনের মতও নয়, পবিত্র প্রবীণসভার মনের মতও বিচার করনি'। [১৭] এতে উর্বিকুস অন্য কিছু না বলে লুকিউসকে বলল, 'মনে হচ্ছে, তুমিও ওদের একজন।' [১৮] আর যেহেতু লুকিউস উত্তরে বলেছিলেন, 'অবশ্যই', তখন উর্বিকুস এমনটা আদেশ করলেন যেন লুকিউসও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। [১৯] এবং লুকিউস একথা জেনে যে এইভাবে তিনি তেমন মন্দ প্রভুদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন ও পিতার ও স্বর্গের রাজার দিকে যাবেন, [নিজের খ্রিষ্টিয়ান পরিচয়] স্বীকার করলেন, ও ঘোষণা করলেন, ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে ঈশ্বরের কৃপা। [২০] এবং তৃতীয় একজন এগিয়ে এলে তাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

৩। ইউস্তিনুসের বিরুদ্ধে দার্শনিক ক্রিস্কেন্তসের ষড়যন্ত্র

[১] তাই আমিও মনে করছি, যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তারা কেউ না কেউ, হয় তো বা দার্শনিক সেই ক্রিস্কেন্তসই (ক) আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে আমাকে এক দণ্ডে বিঁধিয়ে দেওয়া হবে, কেননা সেই ক্রিস্কেন্তস জুজুবুড়ি ও নিন্দার প্রেমিক (খ)। [২] বাস্তবিকই লোকটা 'প্রজ্ঞার প্রেমিক' ['দার্শনিক'] নামের যোগ্য নয়, কেননা আমাদের বিষয়ে কিছুই না জেনেও খ্রিষ্টিয়ানদের নাস্তিক ও ভক্তিহীন বলে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত ক'রে ও নির্বোধ বহু লোককে খুশি করার জন্য ও তাদের সমর্থন পাবার জন্য এইভাবে ব্যবহার ক'রে আমাদের বিরুদ্ধে কথা কলতে থাকে। [৩] কেননা যদি একথা সত্য যে, খ্রিষ্টের শিক্ষাবাণী পড়ার আগেই সে আমাদের আক্রমণ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে প্রতারক ও সেই অজ্ঞদের চেয়েও অনেক খারাপ যারা যা বিষয়ে কিছু জানে না, সেবিষয়ে প্রায়ই তর্কাতর্কি করতে ও মিথ্যা সমর্থন করতে সতর্ক থাকে। অন্য দিকে সে যদি খ্রিষ্টের শিক্ষাবাণী পড়ে থাকে, তাহলে সেগুলোর মহত্ত্ব বুঝে উঠতে পারেনি, অথবা, সে যদি তা বুঝে থাকে, তাহলে সে নিজে যে খ্রিষ্টিয়ান তেমন সন্দেহ এড়াবার জন্যই সেইভাবে ব্যবহার করে; তাতে সে আরও অযোগ্য ও জঘন্য হবে যেহেতু ক্ষীণ ও অযৌক্তিক ধারণা দ্বারা ও ভয় দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দেয়। [৪] আসলে আমি এক্ষেত্রে তার কাছে কিছুটা প্রশ্ন উপস্থাপন করেছি, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, তার যুক্তি

খণ্ডন করেছি ও এতে সচেতন হয়েছি যে, সে সত্যিই কিছু জানে না; আমি ইচ্ছা করি, আপনারা এবিষয়ে অবগত হবেন। [৫] আমি যে সত্যকথা বলছি তা দেখাবার জন্য, আমাদের দু'জনের মধ্যে যা যা তর্কাতর্কি হয়েছিল তা যদি আপনাদের কাছে জানানো হয়ে না থাকে, তাহলে আমি আপনাদের সাক্ষাতেই সেই তর্কাতর্কি পুনরায় করতে প্রস্তুত আছি। তেমন অনুমতি একজন রাজ-শাসকের যোগ্য আচরণ হবে।

[৬] অপরদিকে আপনারা যদি আমার প্রশ্নগুলো ও তার উত্তরগুলো জেনে থাকেন, তাহলে আপনাদের কাছে এ স্পষ্টই যে, সে আমাদের শিক্ষাবাণী সম্পর্কে কিছুই জানে না; অথবা, যদি আমাদের শিক্ষাবাণী জানে কিন্তু শ্রোতাদের ভয়েতে সেবিষয়ে কথা কলার তার সাহস না থাকে (অথচ একই অবস্থায় সক্রেটিস অবশ্যই কথা বলতেন), তাহলে, আমি যেইভাবে আগেও বলেছি, লোকটা প্রজ্ঞার প্রেমিক বলে নয় বরং মিথ্যা অভিমতের প্রেমিকেরই পরিচয় দিচ্ছে, এমন মানুষ যে সক্রেটিসের এই উত্তম উক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে অক্ষম, তথা 'সত্যের চেয়ে কোন মানুষকে সম্মান করা উচিত নয়'(গ)। [৭] কিন্তু যে 'কিনিকোস' [উদাসীনতা মতবাদপন্থী] দার্শনিকের পক্ষে উদাসীনতাই জীবনের লক্ষ্য, তার পক্ষে উদাসীনাতা ছাড়া অন্য মঙ্গল জানা সম্ভব নয়।

৪। খ্রিষ্টিয়ানেরা সাক্ষ্যমরণ মানে, কিন্তু আত্মহত্যা মানে না

[১] এমন কেউই যেন আমাদের না বলতে পারে, 'যাও, সাথে সাথে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার জন্য তোমরা সবাই আত্মহত্যা কর ও আমাদের আর বিরক্ত করো না', সেই মর্মে আমি বুঝিয়ে দেব কেন আমরা আত্মহত্যা করি না, এবং আমাদের যখন জেরা করা হয় তখন কোন্ কারণে আমরা নির্ভয়ে আমাদের বিশ্বাস স্বীকার করি, সেইসাথে এও বুঝিয়ে দেব।

[২] আমাদের এ শেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর বিশ্বকে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে নয়, কিন্তু মানবজাতির খাতিরেই নির্মাণ করেছেন; তাছাড়া আমরা আগে বলেছিলাম যে, যারা তাঁর গুণাবলির অনুকরণ করে তিনি তাদের নিয়ে তুষ্ট, কিন্তু যারা কথায় ও কর্মেও অনিষ্ট বেছে নেয়, তাদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। [৩] তাই আমরা সবাই যদি আত্মহত্যা করতাম, তবে আমাদের দিক দিয়ে এমন ব্যাপারে দায়ী হতাম যে, কেউই আর জন্মাবে না, কেউই ঐশ শিক্ষাবাণী আর শিখবে না, ও এককথায়, মানবজাতিও আর থাকবে না; তাই

তেমনটা করলে আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতাম। [৪] তথাপি, যখন আমাদের জেরা করা হয়, তখন আমরা আমাদের খ্রিষ্টবিশ্বাস অস্বীকার করি না, কেননা বিশ্বাস করায় যে আমরা অনিষ্ট কিছু করে থাকি সেবিষয়ে আমরা সচেতন নই, এবং অপরদিকে, সর্বক্ষেত্রে সত্যবাধী না হওয়াটা অভক্তি মনে করি, কেননা আমরা জানি ঈশ্বর সত্যবাদিতায় প্রীত। তাছাড়া, এই অন্যায় পূর্ববিচার থেকে আপনাদের মুক্ত করা-ই আমাদের এখনকার প্রচেষ্টা।

৫। পৌত্তলিক উপাসনা অপদূতদের কাছ থেকে আগত

[১] তারপর, যদি আমরা অতিরিক্ত এ ধারণা উপস্থাপন করতাম, (তথা আমরা যদি স্বীকার করি যে ঈশ্বর আমাদের সহায়তায় আসেন, তবে, আমাদের মতে, এমনটা ঘটা উচিত নয় যে অন্যায্য মানুষদের দ্বারা আমাদের দাস করা হবে ও দণ্ডিত হতে হবে,) তবে এ সমস্যাও সমাধান করব।

[২] যখন গোটা বিশ্বের নির্মাতা ঈশ্বর পার্থিব সমস্ত বিষয় মানুষদের অধীনে রেখেছেন, স্বর্গীয় সমস্ত বিষয় ফল-উৎপাদনের জন্য ও ঋতু-আবর্তনের জন্য স্থির করেছেন, ও এসবকিছুর উপরে ঐশ একটা বিধান স্থির করেছেন, তখন এ স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, তিনি মানুষের কল্যাণের জন্যও এসমস্ত কিছু করেছেন, ও তেমনিভাবে মানুষকে ও আকাশের নিচে সমস্ত বিষয়কে পালন করার দায়িত্ব সেই দূতদেরই হাতে ন্যস্ত করেছেন যাঁদের তিনি ঠিক এই উদ্দেশ্যে স্থির করেছিলেন।

[৩] কিন্তু তেমন ব্যবস্থা লঙ্ঘন করায় দূতেরা কয়েকটা নারীর সঙ্গে যৌন মিলনে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে সেই সন্তানদের জন্ম দিল যারা অপদূত বলে অভিহিত (ক)। [৪] আর শুধু তা নয়, পরে, তারা সময় সময় জাদু-মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে, সময় সময় ভীষণ ভয় ও পীড়ন দিয়ে, সময় সময় যজ্ঞ, ধূপ জ্বালানো ও পানীয় নৈবেদ্য দিয়ে নিজেদের দাসত্বে মানবজাতিকে বশীভূত করল, এবং ইন্দ্রিয়জনিত ভাবাবেগে নিজেরা বশীভূত হওয়ার পর নিজেরাও সেই সমস্ত কিছুর আকাঙ্ক্ষী হল; এবং মানুষদের মাঝে হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধ-সংগ্রাম, ব্যভিচার, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণ ও সমস্ত ধরনের জঘন্যতা ছড়িয়ে দিল।

[৫] এর ফলে কবীরা ও পূরাণলেখকেরা একথা না জেনে যে, যারা পুরুষদের, নারীদের, শহরগুলোর ও দেশগুলোর প্রতি এসমস্ত করেছিল তারা ছিল সেই দূতেরা ও

সেই দূতদের জনিত অপদূতেরা, সেই কবীরা ও পূরাণলেখকেরা এসমস্ত বর্ণনা করতে করতে সেই সমস্ত কিছু স্বয়ং মহাদেব সেই জেউসের উপরে ও তাদের উপরেও আরোপ করল যারা তাদের মতে ছিল জেউসের বীজের সন্তান, ও জেউসের তথাকথিত ভাই সেই পসেইদোন ও প্লুটোর উপরেও আরোপ করল, ও সেই অনুসারে এ দু'জনের সন্তানদের উপরেও সেসমস্ত জঘন্যতা আরোপ করল [খ]। [৬] বস্তুতপক্ষে সেই কবীরা ও সেই পূরাণলেখকেরা এক একজনকে সেই নাম রাখল যে নাম প্রতিটি মন্দ দূত নিজেকে ও নিজের সন্তানদের রেখেছিল।

৬। ঈশ্বরের ও খ্রিস্টের নানা নাম

[১] যাই হোক, অজনিত সেই বিশ্বপিতার জন্য উপযুক্ত কোন নাম নেই, কেননা যেই নাম দ্বারা তাঁকে ডাকা হত না কেন, তাতে অনুমান করা যেত যে তাঁর চেয়ে প্রাচীন একজন তাঁকে সেই নাম রেখেছিল।

[২] কিন্তু 'পিতা', 'ঈশ্বর', 'স্রষ্টা', 'প্রভু' ও 'মহাপ্রভু' শব্দগুলো প্রকৃতপক্ষে নাম নয়, বরং সেই বিশেষণ যা তাঁর মঙ্গলকর কর্ম ও ভূমিকা থেকে উদ্গত। [৩] এবং তাঁর যে পুত্র একমাত্র প্রকৃত অর্থেই 'পুত্র' বলে অভিহিত হতে পারেন, তথা সেই যে বাণী যিনি তাঁর সঙ্গে সহ-বিরাজমান ও একই সময়ে সেই সৃষ্টিকালের পূর্বে জনিত [ক] যখন তিনি আদিতে তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি ও বিন্যস্ত করেছিলেন, তাঁর সেই পুত্র 'খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত যেহেতু তৈলাভিষিক্ত হলেন ও তাঁরই দ্বারা ঈশ্বর সমস্ত কিছু বিন্যস্ত করলেন; এবং এ নামটাও অজানা একটা অর্থের অধিকারী, সেইভাবে যেভাবে 'ঈশ্বর' শব্দটা একটা নাম নয় কিন্তু মানব-স্বভাবে রোপিত এমন ধারণা যা এমন কিছুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যা বোঝানো সম্ভব নয়। [৪] অন্যদিকে 'যিশু' হলো মানুষের ও ত্রাণকর্তার নাম, এমন নাম যার একটা অর্থ আছে [খ]। [৫] কেননা আমরা যেমন আগেও বলেছিলাম [গ], তিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে মানুষ হলেন ও তাঁর বিশ্বাসী মানুষের পরিত্রাণার্থে ও অপদূতদের পরাজয়ের লক্ষ্যে জন্ম নিলেন; আপনাদের চোখের সামনে যা কিছু ঘটছে, তা থেকে শুরু করে আপনারা এখন এবিষয়ে নিজেদের নিশ্চিত করতে পারেন। [৬] কেননা আমাদের বহু মানুষেরা তথা খ্রিষ্টিয়ানেরা গোটা জগৎ জুড়ে ও আপনাদের এই শহরেও অনেক অপদূতগ্রস্তকে পন্তিউস পিলাতের আমলে ক্রুশবিদ্ধ

যিশুখ্রিষ্টের নামে অপশক্তি বিতাড়ন-প্রার্থনা দ্বারা নিরাময় করেছে ও আজকালেও নিরাময় করে আসছে; যে অপদূতেরা মানুষকে ধরেছে তারা সেই অপদূতদের স্তব্ধ করে দূর করে দেয়, অথচ অন্য সকল ভূত-তাড়ক, মন্ত্রজালিক ও মায়াবিদ কোন অপদূতগ্রস্তকে নিরাময় করতে সক্ষম হয়নি।

৭। মানব স্বাধীনতা

[১] সেজন্য যারা এবিষয়ে সচেতন যে তারা নিজেরাই প্রকৃতির রক্ষা, সেই খ্রিষ্টিয়ানদের বীজের খাতিরে ঈশ্বর গোটা বিশ্বের সেই বিনাশ ও ধ্বংস ঘটানো স্থগিত করেন (ক) যা সকল মন্দ দূত, অপদূত ও মানুষের বিলুপ্তি ঘটাতে পারত। [২] তেমনটা না হলে তবে মন্দ অপদূতদের কর্মফলে বশীভূত হয়ে আপনাদের পক্ষে এইভাবে ব্যবহার করাও সম্ভব হত না, বরং বিশ্বকে বিলুপ্ত করার জন্য বিচারের আগুন নেমে পড়ত, যেইভাবে একসময় সেই জলপ্লাবনে ঘটেছিল যা কাউকে রেহাই দেয়নি, আত্মীস্বজন-সহ কেবল সেই একজনমাত্র মানুষকেই রেহাই দিয়েছিল যাঁকে আমরা নোয়া বলে থাকি ও আপনারা দেউকালিওন বলে থাকেন ও যাঁর কাছ থেকে সেই সকল মানুষ উদ্গত যাদের মধ্যে কয়েকজন খারাপ ও কয়েকজন ভাল। [৩] কেননা আমরাও এমনটা বলি যে, অন্তিম একটা বিস্ফোরণ হবেই, কিন্তু স্তোয়াপন্থীদের সেই ধারণা অনুসারে নয় যা অনুসারে সমস্ত পদার্থ পরস্পর রূপান্তরে রূপান্তরিত হবে (খ) ও যা আমাদের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত; কেননা মানুষ দৈব অনুসারে কাজও করে না, কোন কিছুরও বশীভূত হয় না, বরং এক একজন নিজের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারাই সদ্ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার করে। তাছাড়া মন্দ অপদূতদের কর্মফলে, সক্রেটিস ও তাঁর সদৃশ মানুষ যাঁরা, সেই উত্তম মানুষসকল নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ হন, কিন্তু সার্দানাপালোস, এপিকুরোস ও তাদের মত অন্যান্যরা ধন-ঐশ্বর্যে ও গৌরবে সুখী হয়ে জীবনযাপন করছে বলে মনে হচ্ছে। [৪] স্তোয়াপন্থীরা এসমস্ত সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি, ফলে এমনটা সমর্থন করেছে যে, যা কিছু ঘটে, তা দৈবের জোরেই ঘটে।

[৫] অপরদিকে, যেহেতু আদিতে ঈশ্বর দূতজাতিকে ও মানবজাতিকে স্বাধীন বলে নির্মাণ করেছিলেন, সেজন্য তারা যত অপরাধ করেছে তার জন্য ন্যায্যভাবেই অনন্ত আগুনে দণ্ডিত হবে। [৬] রিপু ও সদ্‌গুণ সাধন করার সক্ষমতাই হলো সৃষ্ট সমস্ত কিছুর

প্রকৃতি; অন্যথা, সদ্‌গুণ ও রিপুর দিকে ফেরার ক্ষমতা যদি না থাকত, তবে কোন মানুষ প্রশংসার পাত্র হতে পারত না। [৭] এবং এসমস্ত কিছু সেই মানুষদের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যারা কোন কোন কিছু করতে ও অন্য কিছু থেকে বিরত থাকতে স্থির করায় সর্বস্থানে ন্যায় যুক্তি অনুযায়ী বিধিনিয়ম স্থির করেছে ও দর্শনবিদ্যা পালন করেছে। [৮] নীতি সংক্রান্ত আপন শিক্ষায় স্তোয়াপন্থী দার্শনিকেরাও এ নিয়মাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করে থাকে; এতে প্রমাণিত হয় যে, আদিকারণ ও অশরীরী বিষয় সংক্রান্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা পথভ্রষ্ট। [৯] কেননা তারা যদি এমনটা বলে যে মানব সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ দৈবের জোরে হয়, অথবা যদি বলে, ঈশ্বর পরিবর্তনশীল পদার্থসমূহ থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন নন, তবে তারা অবিরতই এক প্রকার পদার্থগুলো অন্য পদার্থগুলোতে বিভক্ত করে, আর তখন এটা স্পষ্ট হবে যে, তারা ক্ষয়শীল বস্তুগুলোকেই ধারণা করে ও স্বয়ং ঈশ্বরকে এমনভাবে মনে করে তিনি যেন খুঁতবিশিষ্ট সমস্ত কিছুতেও বিদ্যমান তথা একটা বস্তুর প্রতিটি ভাগে ও গোটা বস্তুতেও বিদ্যমান; এর অর্থ হত, রিপু ও সদ্‌গুণ দু'টোই কিছুই না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সুবিবেচিত যেকোন ধারণা-বিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ ও বুদ্ধি-বিরুদ্ধ।

৮। মানবজাতির মধ্যে ঐশবাণীর বীজ

[১] তাছাড়া আমরা জানি যে, স্তোয়া-মতবাদপন্থী যারা তারা যেহেতু গোটা মানবজাতিতে সহজাত ঐশবাণীর বীজের গুণে কমপক্ষে নৈতিক শিক্ষাদানে প্রজ্ঞাবান হয়েছে, যেইভাবে কোন রকমে কবীরাও একইক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান হয়েছে, সেই হেতুতে তারা এই কারণে ঘৃণার পাত্র হয়েছে ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে; উদাহরণ স্বরূপ সেই হেরাক্লিতোস (ক), ও আমাদের এ বর্তমানকালের দার্শনিকদের মধ্যে সেই মুসোনিউস (খ) ও অন্যান্যজন। [২] কেননা, যেইভাবে আমরা দেখিয়েছি, সেই অনুসারে যারা কোন ভাবে যুক্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে ও অনিষ্ট এড়াতে সচেষ্ট হয়েছে, অপদূতদের কর্মফলে তারা সবাই সবসময়ই ঘৃণার পাত্র হয়েছে। [৩] এবং ঐশবাণীর যে একটা অংশ সবার মধ্যে বিস্তৃত, যারা যে কেবল সেটার নিজের অংশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে না বরং গোটা ঐশবাণীর সঙ্গে (গ) তথা খ্রিষ্টেরই সঙ্গে নিজেদের জ্ঞান ও ধ্যানকে অনুরূপ করে, অপদূতেরা যে এদেরই আরও বেশি ঘৃণার পাত্র করবে তাতে অসাধারণ

কিছু নেই। [৪] কেননা অপদূতেরা যে ইতিমধ্যেও যিশুখ্রিষ্টের নামে মানুষ দ্বারা পরাভূত হচ্ছে, তা হলো সেই ভাবী শাস্তি সংক্রান্ত একটা শিক্ষা, যে শাস্তি আগুনে তাদেরই জন্য স্থির করা রয়েছে যারা সেই অপদূতদের ভক্ত।

[৫] প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়েই নবীরা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, এই বিষয়েই আমাদের শিক্ষাগুরু যিশু শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৯। দুর্জনদের জন্য নিরূপিত অনন্ত শাস্তি

[১] এবং যারা দার্শনিক বলে গণ্য, যাতে কেউই তাদের সেই আপত্তি গ্রহণ না করে যা অনুসারে, আমরা যখন বলি যে, দুর্জনেরা অনন্ত আগুনে শাস্তি ভোগ করবে, তখন আমাদের সেই কথা অসার ও জুজুবুড়ি মাত্র, এবং পুণ্যজীবন যে ভাল ও মঙ্গলকর এই ভিত্তিতে নয়, বরং ভয়ের মধ্য দিয়েই আমরা চাই মানুষেরা সেই পুণ্যজীবন যাপন করবে, এব্যাপারেও আমি স্বল্প কথায় উত্তর দেব, কেননা তেমনটা যদি না হয়, তবে ঈশ্বর নেই, অথবা, ঈশ্বর থাকলে তবে তিনি মানুষের সেবাযত্ন করেন না, সদ্‌গুণ ও রিপুও কিছু নেই, এবং যেমন আগেও বলেছিলাম, যারা ভাল আদেশ অমান্য করে বিধানকর্তারা অন্যায্য ভাবেই তাদের শাস্তি দেন।

[২] কিন্তু যেহেতু সেই বিধানকর্তারা অন্যায্য নন, এবং ঐশবাণীর মধ্য দিয়ে যিনি সেইভাবে ব্যবহার করতে ও তাঁর অনুকরণ করতে শেখান, সেই পিতাও অন্যায্য নন, তাহলে যারা তাঁদের প্রতি বাধ্য তারাও অন্যায্য নয়। [৩] তারপর, কেউ যদি আপত্তি করে বলে, মানুষদের নিয়মবিধি নানা ধরনের, এবং এও বলে যে মানুষদের কাছে কোন কোন কর্ম ভাল ও কোন কোন কর্ম মন্দ বলে পরিগণিত হয়, কিন্তু যে কর্ম কয়েকজনের মতে ভাল বলে গণ্য সেই কর্ম অন্যজনের মতে মন্দ বলে গণ্য, এবং যেগুলো প্রথমজনদের মতে মন্দ বলে গণ্য সেগুলো দ্বিতীয়জনদের মতে ভাল বলে গণ্য, তাহলে আমি এবিষয়ে যা বলতে যাচ্ছি, সেই ব্যক্তি তা শুনুক।

[৪] আমরা জানি, মন্দ দূতেরা নিজেদের জঘন্যতা অনুযায়ী এমন বিধিনিয়ম স্থির করেছে যা তারাই পছন্দ করে যারা তাদের সদৃশ, কিন্তু ন্যায় যুক্তি [তথা ঐশবাণী] যখন এলেন তখন তিনি দেখালেন যে, সমস্ত মতবাদ ও সমস্ত শিক্ষা যে ভাল তা নয়, কিন্তু কয়েকটা মন্দ ও কয়েকটা ভাল। ফলত আমি তেমন লোকদের কাছে একই ও একই

ধরনের কথা ব্যক্ত করব, এবং তেমনটা দরকার হলে, তবে বিষয়টা আরও বেশি বিস্তারিত করব (ক)।

[৫] কিন্তু আপাতত আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তুতে ফিরে যাই।

১০। সক্রেটিস ও যিশু

[১] তাই এটাই স্পষ্ট দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষাবাণী মানবীয় যত শিক্ষাবাণীর চেয়ে ঊর্ধ্বতর, কেননা যিনি আমাদের খাতিরে আবির্ভূত হলেন, সেই খ্রিষ্ট গোটা যুক্তি-বিশিষ্ট [Λόγος ; 'লোগোস-বিশিষ্ট'] হলেন তথা হলেন দেহ, ঐশযুক্তি ও আত্মা (ক)।

[২] বাস্তবিকই, দার্শনিকেরা ও বিধানকর্তারা ভাল যা কিছু আবিষ্কার ও উচ্চারণ করেছে, তা গবেষণা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে (খ) তাদের অন্তরে বিরাজমান সেই 'লোগোস'-এর [ঐশবাণী-যুক্তির] একটা অংশের গুণেই হয়েছে। [৩] কিন্তু, তারা 'লোগোস'-এর পূর্ণতা তথা খ্রিষ্টকে জানতে পারেননি বিধায় সময় সময় এমন ধারণা সমর্থন করল যেগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। [৪] এবং খ্রিষ্টের আগে যারা জীবনযাপন করেছিল ও মানবীয় শক্তি দ্বারা যুক্তি অনুসারে কিছু বোঝাতে ও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল, তারা ভক্তিহীন ও কুসংস্কার-প্রবণ মানুষ বলে বিচারালয়ে চালিত হয়েছিল। [৫] অন্যান্যদের চেয়ে যিনি অধিক দৃঢ়তরভাবে এই দিকে আগ্রহী ছিলেন, সেই সক্রেটিস আমাদের নিজেদের অভিযোগের শিকার হলেন ; বস্তুত তারা বলছিল, তিনি নতুন দেবতাদের অনুপ্রবেশ করাচ্ছিলেন ও শহরে স্বীকৃত দেব-দেবীকে দেবতা বলে গণ্য করছিলেন না (গ)। [৬] অথচ তিনি মানুষকে এমন শিক্ষা দিচ্ছিলেন তারা যেন মন্দ অপদূতদের প্রত্যাখ্যান করে ও সেই দেব-দেবীকেও অস্বীকার করে যাদের জঘন্য কর্মকাণ্ড কবীদের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছিল ; বস্তুত তিনি দেশ থেকে হোমারকে ও বাকি যত কবীদের বহিষ্কার করিয়েছিলেন ও তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন তারা যেন যুক্তিসম্মত গবেষণার মধ্য দিয়ে সেই ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে যিনি তাদের অজানা ছিলেন ; তিনি বলছিলেন, 'বিশ্বের পিতা ও সৃষ্টাকে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, এবং যে কেউ তাঁর সন্ধান পেয়েছে, সকলের কাছে তাঁর বিষয়ে কথা বলা অসম্ভব'(ঘ)। [৭] কিন্তু এসমস্ত কিছু আমাদের খ্রিষ্ট নিজের পরাক্রমেই সম্পাদন করলেন।

[৮] বস্তুতপক্ষে এমন কেউই নেই যে সক্রেটিসের শিক্ষাবাণীর খাতিরে মৃত্যুবরণ পর্যন্তই সক্রেটিসে বিশ্বাস রেখেছে; কিন্তু যে খ্রিষ্ট আংশিকভাবে সক্রেটিসের দ্বারাও জ্ঞাত হয়েছিলেন (যেহেতু তিনি ছিলেন ও হচ্ছেন সেই 'লোগোস' যিনি প্রতিটি মানুষে বিরাজমান, যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে ও নিজেরই মধ্য দিয়ে ভাবীকালের ঘটনা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যিনি মরণশীল এই আমাদের মত হলেন ও এসমস্ত সত্য আমাদের শিখিয়ে দিলেন), সেই খ্রিষ্টের প্রতি দার্শনিকেরা ও প্রজ্ঞাবানেরা শুধু নয়, কিন্তু কারিগর ও একেবারে অজ্ঞ মানুষও পরের অভিমত এমনকি ভয় ও মৃত্যুও অবজ্ঞা ক'রে বিশ্বাস রেখেছেন, কেননা এটা হল অনির্বচনীয় পিতার পরাক্রম, মানব যুক্তির ফল নয় (ঙ)।

১১। খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে মৃত্যু কি, সেসম্পর্কে

[১] যাই হোক, আমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারতাম না, অন্যায্য মানুষেরা ও অপদূতেরাও আমাদের চেয়ে প্রভাবশালী হতে পারত না যদি না মৃত্যু এমন ঋণ না হত যা প্রতিটি জন্মগত মানুষ শোধ করতে বাধ্য। তাই এই ঋণ শোধ করে আমরা ধন্যবাদজ্ঞাপন করি। [২] তথাপি, ক্রিস্কেন্তস ও তার মত প্রলাপ করে যারা তাদের খাতিরে আমরা ক্সেনোফোন (ক) দ্বারা যা বিবরণ করা হয়েছিল তা এখন উল্লেখ করা ভাল ও উপযোগী বলে মনে করি।

[৩] ক্সেনোফোন এমনটা বর্ণনা করেন যে, হেরাক্লেস একটা তিন-রাস্তার মোড়ে গেলে নারীর ছদ্মবেশে আবির্ভূত সদ্‌গুণ ও রিপুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। [৪] বিলাসী পোশাকে সজ্জিতা হয়ে ও প্রলোভনসঙ্কুল মুখমণ্ডল সেধরনের ভূষণে এমনভাবে অলঙ্কৃত যাতে প্রথম নজরেই মানুষের মন জয় করে, রিপু, তার পিছনে যে এসেছিল সেই হেরাক্লেসকে কথা দিল যে, সে তাকে সবসময় সুখে আনন্দে জীবন কাটাতে দেবে ও এমন আশ্চর্য ভূষণে তাকে অলঙ্কৃত করবে যে সে তার নিজেরই সৌরবের সদৃশ হয়ে উঠবে। [৫] এদিকে কড়া মুখে ও কড়া কাপড়ে পরা সদ্‌গুণ তাকে বলল, 'বেশ, তুমি কিন্তু যদি আমার অনুসরণ কর, তবে নশ্বর ও ক্ষয়শীল সৌরবে ও সৌন্দর্যে নয়, মঙ্গলকর ও অনন্ত ভূষণে অলঙ্কৃত হবে।'

[৬] তাই আমরা এতে একেবারে নিশ্চিত যে, যে কেউ মায়াময় সৌন্দর্য এড়িয়ে সেইসব কিছুর দিকে ফেরে যা কঠিন ও অযৌক্তিক বলে গণ্য, সে-ই সুখ লাভ করবে। [৭] কেননা রিপু নিজের কর্মকে সদ্‌গুণের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত সৌন্দর্য দিয়ে আবৃত ক'রে অক্ষয়শীল মঙ্গলের অনুকরণ দ্বারা (কেননা প্রকৃতপক্ষে রিপু অক্ষয়শীল বলতে কিছুই করতে পারে না) ও সদ্‌গুণকে নিজের জঘন্য বৈশিষ্ট্য আরোপ ক'রে মানুষদের মধ্য থেকে তাদেরই নিজের অধীনে বশীভূত করে যারা পার্থিব সব কিছুর প্রতি আসক্ত।

[৮] কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেছে যারা, সদ্‌গুণ দ্বারা তারাও অক্ষয়শীল। খ্রিষ্টিয়ানদের বিষয়ে ও সেইভাবে ক্রীড়াবিদদেরও বিষয়ে ও যারা এমন বীরত্বপূর্ণ কর্মকান্ড সাধন করেছে যা কবীরা তথাকথিত দেব-দেবীতে আরোপ করেছে, সেই সকল মানুষেরও বিষয়ে সুবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ, সবাই যা এড়ায়, সেই মৃত্যুর প্রতি আমাদের অবজ্ঞার কথা ভেবে একথা বুঝতে বাধ্য।

১২। সাক্ষ্যমরদের আদর্শ

[১] প্লেটোর মতবাদ নিয়ে খুশি ছিলাম এই আমিও যখন খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে সেসমস্ত নিন্দাজনক কথা শুনতাম কিন্তু অন্যদিকে এও দেখতাম যে, তারা মৃত্যুর সামনে ও যা কিছু আতঙ্কজনক সেইসব কিছুর সামনেও নির্ভীক, তখন উপলব্ধি করতাম, তারা যে রিপুতে ও আমোদ-প্রমোদে জীবনযাপন করবে তা অসম্ভব (ক)। [২] কেননা, আমোদ-প্রমোদ-প্রেমী অথবা উচ্ছৃঙ্খল বা মানব-মাংস খাওয়াটা যে ভাল এবিষয়ে নিশ্চিত কোন্ মানুষ সেই মৃত্যু মেনে নেবে যা এসমস্ত মঙ্গল তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে বরং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার জন্য আত্মসমর্পণ করার চেয়ে ইহলোকের এজীবন সবসময়ের মত রক্ষা করতে ও ফলত বিচারকদের এড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে না?

[৩] আজকালে সেই মন্দ অপদূতেরা জঘন্য মানুষদের সহযোগিতায় তেমনটাও সাধন করেছে। [৪] বাস্তবিকই, আমাদের বিরুদ্ধে আনা নিন্দার ভিত্তিতে বহু মানুষকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার লক্ষ্যে তারা শুনানিতে আমাদের কয়েকজন দাসকে অর্থাৎ কয়েকজন বালক ও দুর্বল মহিলাকে নিয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর নির্যাতনের হুমকি দ্বারা সেই জঘন্য কাল্পনিক অপকর্ম বিষয়ে আমাদের অভিযুক্ত করতে তাদের বাধ্য করেছে, সেই যে অপকর্ম তারা নিজেরাই প্রকাশ্যে করে থাকে। কিন্তু যেহেতু সেসমস্ত অপকর্ম আমাদের

সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেজন্য আমরা সেবিষয়ে ভাবি না, এই কারণেও যে, অজনিত ও অনির্বচনীয় ঈশ্বর যিনি, তিনি আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও আমাদের কাজকর্মের সাক্ষী।

[৫] তবে কেনই বা আমরা প্রকাশ্যেও স্বীকার করতে পারব না যে এসমস্ত কর্ম উত্তম, ও স্পষ্টভাবে এও ঘোষণা করতে পারব না যে এটা ঐশ্বরিক দর্শনবিদ্যার বিষয় (খ)? উদাহরণ যোগে আমরা এ বলতে পারতাম যে, যখন নরহত্যা করি তখন ক্রনোস-রহস্যগুলো (গ) উদ্‌যাপন করছি, এবং যেইভাবে আমাদের বিষয়ে বলা হয় সেই অনুসারে যখন আমরা রক্ত পান করি তখন এমন রহস্যময় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছি যা আপনাদেরও অনুষ্ঠানের সদৃশ অনুষ্ঠান যেহেতু আপনারা প্রতিমাপূজার সময়ে প্রতিমাকে যুক্তিক্ষমতা বিহীন প্রাণীদের রক্ত শুধু নয়, মানব-রক্তও ছিটিয়ে দিয়ে থাকেন কেননা পানীয় নৈবেদ্যের জন্য আপনারা আপনাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রখ্যাত মানুষদের হাতে হত্যা করা মানুষের রক্ত দিয়েই পানীয় নৈবেদ্য পান করে থাকেন। আরও, আমরা এমনটা বলতে পারতাম যে, [আপনাদের মতে] আমরা যখন নর বা নারীর সঙ্গে অশুচি যৌন মিলনে নিজেদের নিয়োজিত করি, তখন আত্মপক্ষে সমর্থন হিসাবে এপিকুরোসের ও কবীদের লেখাগুলো উপস্থাপন করে বলতে পারতাম, আমরা জেউসের ও অন্যান্য দেব-দেবীর ব্যবহার অনুকরণ করছি (ঘ)।

[৬] কিন্তু, যেহেতু এসবকিছুর বিপরীতে আমরা এসমস্ত মতবাদ এড়াতে এবং যারা তেমন মতবাদ পালন করে ও যারা তেমন মতবাদ অনুকরণ করে তাদেরও এড়াতে শেখাই, এমনকি আমাদের এসমস্ত বক্তব্য দ্বারা এখনও এলক্ষ্যেই সংগ্রাম করে এসেছি, সেজন্য যথাসাধ্য আমাদের আক্রমণ করা হয়। তাসত্ত্বেও আমরা চিন্তিত নই, কেননা এ জানি যে, সবকিছু লক্ষ করেন যিনি সেই ঈশ্বর ন্যায়বান।

[৭] আহা, কেউ না কেউ যদি এই মুহূর্তেও একটা উচ্চ মঞ্চে উঠে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলত, ‘লজ্জা কর, লজ্জা কর তোমরা যারা প্রকাশ্যে যা করে থাক তা নিরপরাধীদের উপরে চাপাচ্ছ ও তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের দেব-দেবীর পাপকর্ম এমন লোকদের উপরে চাপাচ্ছ যারা সেব্যাপারে আদৌ সম্পর্কযুক্ত নয়। [৮] মনপরিবর্তন কর, প্রজ্ঞাবান হও’(ঙ)।

১৩। প্রাচীনকালের মানুষদের মধ্যেও ঐশবাণীর উপস্থিতি

[১] বস্তুতপক্ষে আমি যখন জানতে পেরেছিলাম যে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অপদূতদের দ্বারা খ্রিষ্টিয়ানদের ঐশ শিক্ষাবাণীর উপরে জঘন্য একটা পরদা পাতা হয়েছিল, তখন যারা এসমস্ত মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দিত তাদের অবজ্ঞা করেছি, ও সেইসঙ্গে অবজ্ঞা করেছি সেই পরদা ও সেই সমস্ত জনশ্রুতি।

[২] আমি খ্রিষ্টিয়ান, ও সেবিষয়ে যে আমি গর্ব করি ও খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচিত হবার জন্য যে সংগ্রাম করে থাকি তা স্বীকার করছি; প্লেটোর শিক্ষা যে খ্রিষ্টের শিক্ষার চেয়ে ভিন্ন এজন্য নয়, বরং এজন্য যে, শিক্ষা দু'টো সম্পূর্ণরূপে সদৃশ নয়, সেভাবে যেভাবে অন্যান্যদের, স্তোয়াপন্থীদের, কবীদের ও লেখকদের শিক্ষাও খ্রিষ্টের শিক্ষার সম্পূর্ণরূপে সদৃশ নয়। [৩] কেননা তারা এক একজন বীজবিশিষ্ট ঐশবাণীর সহজাত নিজ নিজ অংশগ্রহণ দ্বারা যখন দেখতে পেত খ্রিষ্টের শিক্ষার সঙ্গে কী কী সম্পর্কযুক্ত ছিল, তখন তারা সঠিক ভাবে কথা বলত; কিন্তু যারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মতবাদ সমর্থন করে, তারা তাদের বেলায় এ স্পষ্ট দেখায় যে, তারা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্যগত [অর্থাৎ স্বর্গীয়] প্রজ্ঞা ও অখণ্ডনীয় জ্ঞানের অধিকারী নয় [ক]।

[৪] হ্যাঁ, যত মানুষ সর্বত্রই যা কিছু সঠিকভাবে ব্যক্ত করেছে, তা খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের সম্পদ [খ], কেননা অজনিত ও অনির্বচনীয় যিনি সেই ঈশ্বরের পরে আমরা ঈশ্বর-জনিত সেই ঐশবাণীকে উপাসনা ও ভক্তি করি যেহেতু তিনি আমাদের খাতিরে মানুষ হলেন যাতে আমাদের দুর্দশার ভাগী হয়ে সেই দুর্দশা থেকে আমাদের নিরাময়ও করতে পারেন। [৫] বস্তুতপক্ষে সকল লেখক নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান ঐশবাণীর সহজাত সেই বীজের মধ্য দিয়ে বাস্তব বিষয়গুলো অস্পষ্টভাবে দেখতে পেরেছেন। [৬] কেননা এক একজনের ক্ষমতা অনুযায়ী দেওয়া কোন কিছুর বীজ ও সেটার অনুকরণ একটা জিনিস, কিন্তু যে প্রকৃত জিনিস যার সঙ্গে অংশগ্রহণ ও অনুকরণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারে উদ্গাত, তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

১৪। রাজকীয় সীলের জন্য ইউস্তিনুসের আবেদন

[১] অতএব, আপনাদের বাছে আমাদের আবেদন, আপনাদের বিবেচনায় যা ন্যায্য আপনারা যেন তাতে নিজেদের সম্মতি জানান ও এই পুস্তিকার জন্য সীল মঞ্জুর করেন (ক), যাতে করে অন্যান্যরা আমাদের তত্ত্বসমূহ জানতে পারে, এবং যারা নিজেদের দোষে শাস্তির অধীন হলো, সেই সকল মানুষ যেন মিথ্যা মতবাদ ও মঙ্গল ক্ষেত্রে অজ্ঞতা থেকে মুক্তি পায়; [২] কেননা ভাল ও মন্দ জানাটা হলো মানব স্বভাবের বৈশিষ্ট্য; তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য যেহেতু তারা আমাদের উপর যে জঘন্য কর্ম আরোপ করে, আমরা তা বাস্তবে করি কিনা তা না জেনেই আমাদের দন্ডিত করে, এবং তা তাদেরও জন্য প্রযোজ্য, যেহেতু তারা এমন দেব-দেবীকে ভক্তি করে যেগুলো ঠিক এ ধরনের কর্ম করেছিল ও এখনও মানুষের কাছে তেমন কর্ম দাবি করে; এবং আমরা ঠিক যেন তেমন অপরাধে অপরাধী, তারা এই আমাদের মৃত্যুদণ্ডে, কারাবাসে বা সেই ধরনের অন্য অন্য পীড়ণে দন্ডিত করায় নিজেদেরই দন্ডিত করে, যার ফলে অন্য বিচারকদের আর কোন প্রয়োজন নেই।

১৫। উপসংহার

[১] [এবং আমার নিজের স্বদেশী (ক) সেই শিমোনের ভক্তিহীন ও মিথ্যা শিক্ষাবাণী অবজ্ঞা আমি করেছি]।

২। আপনারা এ আবেদনে সম্মতি জানালে তবে আমরা তা সকলের কাছে ব্যক্ত করব যাতে তেমনটা সম্ভব হলে তারা এবিষয়ে মন পাল্টায়। কেননা শুধু এই লক্ষ্যেই আমরা এই সমস্ত কথা লিখেছি।

[৩] না! সুবুদ্ধির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করলে আমাদের শিক্ষাবাণী আদৌ নিন্দার যোগ্য নয়, বরং যেকোনা মানবীয় দর্শনবিদ্যার চেয়ে আরও বেশি উচ্চ ধরনের; আর তেমনটা না হলে তবে কমপক্ষে সতাদেসের, ফিলেনিদেসের, আর্খেস্ত্রাতোসের ও এপিকুরোসের তত্ত্ব ও সেই ধরনের অন্যান্য তত্ত্বের চেয়ে একেবারে ভিন্ন যা সকলের কাছে মঞ্চে ও লেখা আকারে সকলের জন্য অনুমোদিত।

[৪] আমাদের সাধ্যমত সবকিছু করার পর আমরা এবার নীরব থাকব, কেবল এই অনুরোধ যোগ ক'রে যেন সর্বস্থানে সকল মানুষ নিজেদেরকে সত্যের যোগ্য করে তোলে। [৫] তবে আপনারাও যেন আপনাদের নিজেদের খাতিরে ভক্তি ও দর্শনবিদ্যা অনুযায়ী বিচার সম্পাদনে ন্যায্যভাবে বিচার সম্পাদন করেন।

---

১ (ক) লল্লিউস উর্বিকুস রোম-সম্রাট আন্তনিনুস পিউসের রাজত্বকালে রোমের পৌরশাসক পদ ১৫০ সাল থেকে ১৬০ সাল পর্যন্ত দখল করেন।

২ (ক) ১ করি ৭:১২-১৬ অনুসারে যদি দম্পতির কোন একজন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ বৈধ।

(খ) অর্থাৎ রোম-সম্রাট আন্তনিনুস পিউস।

৩ (ক) ধর্ম ক্ষেত্রে এই দার্শনিক ক্রিস্কেন্তসই ছিল ইউস্তিনুসের সবচেয়ে বড় শত্রু।

(খ) সেই ক্রিস্কেন্তস পেশায় দার্শনিক (প্রজ্ঞার প্রেমিক), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুজুবুড়ি ও নিন্দার প্রেমিক।

(গ) প্লেটো, রেপুব্লিকা ১০:৫৯৫গ দ্রঃ।

৫ (ক) অপদূতদের উৎপত্তি নানা প্রাচীন ইহুদী লেখায় বর্ণিত। বাইবেল ক্ষেত্রে, আদিপুস্তক কেবল সেই ঈশ্বরসন্তানদের কথা বলে যারা আদম-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল (আদি ৬:১-৪ দ্রঃ)।

(খ) ইউস্তিনুস আসলে বলতে চান, একেশ্বরের কেমন করে দুই ভাই থাকতে পারে? তবে এমনটা দাঁড়ায় যে, পৌত্তলিকদের যত মহাদেব ও দেব-দেবী প্রকৃতপক্ষে অপদূত মাত্র।

৬ (ক) ইউস্তিনুস সঠিক ভাবে ঘোষণা করছেন যে, পিতার সঙ্গে সহ-বিরাজমান ও একই সময়ে সৃষ্টিকালের পূর্বে জনিত বলে পুত্রও পিতা ঈশ্বরের মত অনাদিকালীন অর্থাৎ সনাতন।

(খ) ইউস্তিনুস 'যিশু' ও 'খ্রিষ্ট' নাম দু'টোর মধ্যকার পার্থক্য জানেন; তিনি সঠিকভাবে বলেন যে, 'খ্রিষ্ট' তথা 'তৈলাভিষিক্ত' নামটা ছিল মাংসধারণের আগে ঐশবাণীর নাম, ও 'যিশু' তথা 'ত্রাণকর্তা' হলো মাংসধারণের পরে ঐশবাণীর নাম।

(গ) ১ম পক্ষসমর্থন ২৩ ও ৩৩ অধ্যায় দ্রঃ।

৭ (ক) ১ম পক্ষসমর্থন ২৮ ও ৪৫ অধ্যায় দ্রঃ, ও দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র ৬ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) অন্তিম বিস্ফোরণ স্তোয়া মতবাদপন্থীদের কাছে পাপের দন্ড বলে নয়, প্রকৃতিগত সাধারণ বিলুপ্তি বলে গণ্য ছিল।

৮ (ক) প্রাচীনকালের এফেসস-বাসী হেরাক্লিতোস এজন্যই আদর্শবান কারণ ‘লোগোস’ তথা ঐশযুক্তি (বা ঐশবাণী) তত্ত্ব স্বীকার করার ফলে ও সহ-শহরবাসীদের অনৈতিক আচরণ নিন্দা করার ফলেই নির্যাতিত হয়েছিলেন ও নিজের শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

(খ) স্তোয়াপন্থী মুসোনিউস রুফুস নিজের নৈতিকতাপূর্ণ বক্তব্যের ফলে রোম-সম্রাট নেরো দ্বারা নির্বাসিত হয়েছিলেন।

(গ) প্রাচীনকালের ও বর্তমানকালের উত্তম দার্শনিকগণ ‘লোগোস’ তথা ঐশবাণীর একটা অংশী হওয়ায় সত্যের একটা অংশের অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম গোটা সত্যের অধিকারী, কেননা সেই মানুষ-খ্রিষ্ট নিজেই ‘লোগোস’ অর্থাৎ ঐশবাণী।

৯ (ক) ইউস্তিনুসের বক্তব্যের যুক্তি এরূপ: যেহেতু বিধানকর্তারা স্থির করেন কী কী করণীয় ও কী কী বর্জনীয়, ও বিধানকর্তা হিসাবে ঈশ্বরও আমাদের একটা বিধান দান করেছেন, সেজন্য এমনটা দাঁড়ায় যে, মানুষ বিধান পালন করার বা সেটার বিরুদ্ধাচরণ করার স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী; ও মানবজাতির মধ্যে অবাধ্য যারা, তারা অন্যায়কারী।

১০ (ক) তবে ইউস্তিনুসের ধারণায় মানুষ শুধু দেহ ও আত্মা-বিশিষ্ট নয়, মানুষ বরং দেহ, আত্মা ও ঐশযুক্তি-বিশিষ্ট; ও ঐশযুক্তি-বিশিষ্ট হওয়ায় মানুষ ঐশ্বরিক যা কিছু তারও অংশীদার।

(খ) যুক্তি অনুযায়ী যা কিছু করা হয়, তা এজন্যই করা যেতে পারে যেহেতু প্রতিটি মানুষে সেই ‘লোগোস’-ঐশবাণী বিদ্যমান।

(গ) প্লেটো, সক্রেটিসের পক্ষসমর্থনে ১৪ অধ্যায় দ্রঃ। বাস্তবিকই সক্রেটিসই আদর্শ দার্শনিক, কেননা তিনি লোগোস-ঐশযুক্তি অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিলেন ও সেই কারণে নির্যাতিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

(ঘ) প্লেটো, তিমাইয়োস ২৮গ দ্রঃ।

(ঙ) রো ১:১৬; ১ করি ১:১৮ দ্রঃ। তাছাড়া দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র ৭ অধ্যায়ও দ্রঃ।

১১ (ক) ক্সেনোফোন, স্মৃতিকথা ২:১, ২১ দ্রঃ।

১২ (ক) ১ম পক্ষসমর্থনে ইউস্তিনুস খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রধান কারণ হিসাবে প্রভু যিশুর অলৌকিক কাজ ও নবীদের ভাববাণীই চিহ্নিত করেছিলেন; এই ২য় পক্ষসমর্থনে তিনি খ্রিষ্টীয় শিক্ষাবাণীর উৎকৃষ্ঠতা ও সাক্ষ্যমরদের বীরত্বপূর্ণ বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ও পবিত্রতার উপরেই জোর দেন।

(খ) মানবীয় যুক্তি মানবীয় দর্শনবিদ্যায় চালনা করে, কিন্তু বিশ্বাস সেই ঐশদর্শনবিদ্যায় তথা ঐশপ্রজ্ঞায় চালনা করে যা স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা প্রদান করা।

(গ) ক্রনোস দেব নিজের সন্তানদের খেত।

(ঘ) জেউস মহাদেব যে পিতৃঘাতক ও যুবা গানিমেদেসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে ছিনতাই করেছিল তাতে তার অনৈতিকতা প্রমাণিত।

(ঙ) ইউস্তিনুসের উল্লিখিত বাক্য অজানা লেখকের লেখা থেকে নেওয়া।

১৩ (ক) এতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন লেখকদের দ্বারা যা কিছু সুন্দর ও ইতিবাচক লেখা হয়েছে বা এখনও লেখা হয়, খ্রিষ্টধর্ম তা সাগ্রহে গ্রহণ করে নেয়।

(খ) 'যত মানুষ সর্বত্রই যা কিছু সঠিকভাবে ব্যক্ত করেছে, তা খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের সম্পদ', ইউস্তিনুসের এই বাক্য তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠ বাক্যের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃত। সদৃশ ধারণা প্রেরিতদূত পলের একটা পত্রেও পাওয়া যায় (১ করি ৩:২১-২২ দ্রঃ)।

১৪ (ক) রোম-সম্রাট সীল মঞ্জুর করলে তবে আবেদন সরকারী ভাবে গ্রাহ্য হত, অবশ্যপালনীয় বিধি হয়ে যেত, ও তা-ই বলে প্রকাশ্যে ব্যক্ত হত।

১৫ (ক) 'স্বদেশী' : ইউস্তিনুস ও মন্ত্রজালিক সেমোন দু'জনেই ছিল সামারিয়ার মানুষ।